মানবিক বাংলাদেশ

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩১৫ ॥ ০৫ মার্চ ২০২৫ ॥ ২০ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৪ রমজান ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

ভোজ্যতেলে কিছু সমস্যা থাকলেও বাড়েনি শাকসবজির দাম: উপদেষ্টা সাখাওয়াত

স্টাফ রিপোর্টার : ভোজ্যতেলের কিছু সমস্যা থাকলেও শাক সবজির দাম বাড়েনি বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। মঙ্গলবার (৪ মার্চ) সচিবালয়ে চাঁদপুরের নৌযানে দুর্ঘটনায় নিহত ৬ জন শ্রমিকের পরিবারকে চেক হস্তান্তর *২-এর পাতায় দেখুন*

বাজেটে সহায়তা দরকার না হলে আইএমএফ'কে না বলে দিতাম: গভর্নর

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ডক্টর আহসান এইচ মনসুর বলেন, বাজেট সহায়তার দরকার না হলে আইএমএফ'কে না বলে দিতাম। মঙ্গলবার (০৪ মার্চ) রাজধানীতে একটি গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এ কথা জানান।নিজেকে আইএমএফ এর প্রোডাক্ট উল্লেখ করে গভর্নর বলেন, গত ৬ *২-এর পাতায় দেখুন*

ভারতের কারাগারে বন্দি ১০৬৭ বাংলাদেশি : গুম কমিশনের সভাপতি

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতের কারাগারে এক হাজার ৬৭ জন বাংলাদেশি বন্দি রয়েছেন বলে জানিয়েছেন গুম সংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী। মঙ্গলবার (৪ মার্চ) দুপুরে গুম সংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান। কমিশনের সভাপতি বলেন, ভারতের *২-এর পাতায় দেখুন*

রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ এনবিআর এবার চায় বাস্তবসম্মত লক্ষ্যমাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার : এক যুগেরও বেশি সময় ধরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড -এনবিআর। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ৫৮ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আদায় কম হয়েছে। এটি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়ও প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা কম। এনবিআর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, জুলাই ও আগস্ট মাসে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধিসহ নানা কারণে রাজস্ব আদায় কমে গেছে। তবে লক্ষ্যমাত্রা অনেক বেশি দেওয়ার কারণেও আদায় কমছে। ফলে রাজস্ব ঘাটতি বাড়ছে। এনবিআর সূত্রে জানা যায়, গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে তিন লাখ ৮২ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা। এটি সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২৭ হাজার ৪৩৮ কোটি টাকা কম। অর্থবছরের শুরুতে সরকার চার লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা কর আদায়ের লক্ষ্য নিলেও শেষ পর্যন্ত ২০ হাজার কোটি টাকা কমিয়ে আনে। এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আদায়ে ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেও কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এনবিআর। এর আগে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরেও এনবিআরকে চার লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেয় সরকার, সেটি পূরণেও ব্যর্থ হয় প্রতিষ্ঠানটি। এনবিআরের গবেষণা ও পরিসংখ্যানের হিসাব অনুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছর এনবিআরকে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্থবছরের প্রথমার্ধের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ লাখ ১৪ হাজার ১৪৩ কোটি ১০ লাখ টাকা। বিপরীতে আদায় হয়েছে ১ লাখ ৫৬ হাজার ৪১৯ কোটি ৪৯ লাখ টাকা। অর্থাৎ ছয় মাসে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় রাজস্ব আদায় কম হয়েছে ৫৭ হাজার ৭২৩ কোটি ৬১ লাখ টাকা। গত অর্থবছরে একই সময়ে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ১ লাখ ৫৭ হাজার ৯৮৮ কোটি ৯০ লাখ টাকা। সেই হিসেবে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় আদায় কম হয়েছে ১ হাজার ৫৬৯ কোটি ৪১ লাখ টাকা। এদিকে, দীর্ঘ সময় ধরে রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারার বাস্তবতায় এনবিআর আগামী তিন অর্থবছরের জন্য আরও বাস্তবসম্মত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেছে। সমপ্রতি অর্থ বিভাগের সচিবকে পাঠানো এক চিঠিতে এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান সতর্ক করে বলেন, যথাযথ পর্যালোচনা ও গবেষণা ব্যতীত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলে অর্থবছর শেষে তা বরাবরের মতো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। দেশের উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং বিগত বছরের মতো ধারাবাহিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতার দায় থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মনে করে। চিঠিতে বলা হয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপিত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২৫-২৬, ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর অধীন সব দপ্তরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৫,৬৪,৪১১.৯২ কোটি, ৬,৪৯,০৭৩.৭১ কোটি ও ৭,৪৬,৪৩৪.৭৬ কোটি টাকা। এতে বলা হয়, প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ বিগত বছরসমূহের রাজস্ব আদায়ের সার্বিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্ধারিত হওয়া সমীচীন। উল্লিখিত রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ *২-এর পাতায় দেখুন*

এনবিআর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, জুলাই ও আগস্ট মাসে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধিসহ নানা কারণে রাজস্ব আদায় কমে গেছে।

উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীসরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এতে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান। এর আগে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি উপদেষ্টা পরিষদের অনির্ধারিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন তথ্য ও সম্প্রচার এবং ডাক ও টেলিযোগ উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগপত্র জমা দেন। গত ২০ নভেম্বর অন্তর্বর্তীসরকারের উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সচিবালয়ে। এতে সভাপতিত্ব করছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই ছিল প্রধান উপদেষ্টার প্রথম সচিবালয়ে অফিস। ওইদিন বেলা ১১টার দিকে সচিবালয়ে প্রবেশ করেন প্রধান উপদেষ্টা। এসেই তিনি সচিবালয়ে ৬ নম্বর ভবনের (২০ তলা ভবন) ১৩ তলায় তার কার্যালয়ে যান। সেখানেই মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এনআইডি সেবা অবশ্যই ইসির অধীনে থাকা উচিত: সিইসি

স্টাফ রিপোর্টার :জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবা অবশ্যই নির্বাচন কমিশনের (ইসি) অধীনে থাকা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।মঙ্গলবার (৪ মার্চ) বিকেলে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।ইসি থেকে এনআইডি সেবা সরিয়ে তা নেওয়া হচ্ছে সিভিল রেজিস্ট্রেশন কমিশন নামে নতুন একটি কমিশনের অধীনে। এ লক্ষ্যে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন রহিতকরণ অধ্যাদেশের খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।এনআইডি সেবা ইসির অধীনে থাকা উচিত কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে সিইসি বলেন, অবশ্যই থাকা উচিত। সংস্কার কমিশনের রিপোর্টের পর থেকেই *২-এর পাতায় দেখুন*

স্টাফ রিপোর্টার : আজ ৫ মার্চ, বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের এক আরেকটি রক্তক্ষয়ী দিন। এই দিনে হরতাল কর্মসূচি চলাকালে টঙ্গীতে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে ৬ জন নিহত ও ৩৫ জন আহত হন। খুলনা ও রাজশাহীতেও যথাক্রমে ২ জন ও ১ জন শহীদ হন। টঙ্গীতে শ্রমিকদের একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ২০ হাজারেরও বেশি শ্রমিক স্বাধিকার আন্দোলনের সমর্থনে রাস্তায় নামেন। সেনাবাহিনী এই মিছিলে নির্বিচারে গুলি চালায়, যার ফলে প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আওয়ামী *২-এর পাতায় দেখুন*

রোহিঙ্গাদের জন্য টেকসই সমর্থন ও সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে ইউএনএইচসিআর

স্টাফ রিপোর্টার : জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি বাংলাদেশে আশ্রয় পাওয়া ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাকে সহায়তা দেয়ার বিষয়ে ইউএনএইচসিআর-এর অটল প্রতিশ্রুতির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

বাংলাদেশে রোববার চারদিনের সফর শেষ করার প্রেক্ষাপটে তিনি রোহিঙ্গা বিষয়ে ইউএনএইচসিআর-এর প্রতিশ্রুতির বিষয়ে এ গুরুত্বারোপ করেন।

আজ এখানে ইউএনএইচসিআর-এর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে।ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি সফরকালে বলেছেন, 'সঙ্কট শুরুর সময় থেকেই বাংলাদেশ অসাধারণ আশ্রয়দাতা হিসেবে কাজ করছে এবং স্থানীয়রা তাদের সামান্য সম্পদ শরণার্থীদের সাথে ভাগ করে নিচ্ছে।' হাইকমিশনার বলেন, 'মিয়ানমারে মর্যাদাপূর্ণ, স্বেচ্ছাকৃত, নিরাপদ এবং টেকসই প্রত্যাবর্তন এই সংকটের প্রাথমিক সমাধান'।

তিনি বলেন, উদ্বাস্তুদের (রোহিঙ্গাদের) তাদের উৎস এলাকায় ফিরে যাওয়া এবং বসবাসকারী সম্প্রদায়ের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্যে শর্ত তৈরিতে সহায়তা করার লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা অবশ্যই জোরদার ও সমর্থন করা দরকার।

কক্সবাজারের কাছে কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনকালে গ্র্যান্ডি বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য টেকসই আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি উল্লেখ করেন, *২-এর পাতায় দেখুন*

স্কুল ভর্তিতে ৫ শতাংশ কোটার আদেশ বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : বিতর্কের মুখে জুলাই অভ্যুত্থানে আহত ও শহীদ পরিবারের সন্তানদের সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ কোটার আদেশ বাতিল করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কোটার স্থলে প্রতি শ্রেণিতে একটি করে আসন বেশি রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল সোমবার (৩ মার্চ) আগের আদেশ বাতিল করে নতুন আদেশ জারি করে মন্ত্রণালয়। আজ (৪ মার্চ) বিষয়টি নিশ্চিত করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ সচিব (মাধ্যমিক-১) মোসাম্মৎ রহিমা আক্তার।

নতুন আদেশে বলা হয়, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে গণঅভ্যুত্থানের ফলে অনেক ছাত্র-জনতা আহত ও শহীদ হন। তাদের পরিবারের সদস্যদের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়ে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জারিকৃত আদেশ বাতিল করে নতুন আদেশ জারি করা হলো।

এতে আরও বলা হয়, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান *২-এর পাতায় দেখুন*

মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স নির্ধারণ করে দেওয়া রায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত: অ্যাটর্নি জেনারেল

স্টাফ রিপোর্টার : ১৯৭১ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স ন্যূনতম ১২ বছর ৬ মাস নির্ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে জারি করা সংশোধিত পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল আবেদনের ওপর শুনানির জন্য ১২ মার্চ দিন ঠিক করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। শুনানিতে ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগকে জানিয়েছেন রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। অ্যাটর্নি জেনারেলের শুনানির পরে এ বিষয়ে আরও শুনানির জন্য আগামী ১২ মার্চ দিন ঠিক করেছেন আপিল বিভাগ। গতকাল মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের বিচারপতির আপিল বিভাগের বেঞ্চ তিনি এ কথা বলেন। পরে আরও শুনানির দিন ঠিক করেন আপিল বিভাগ। অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, এই রায়ে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। রায়ে শেখ মুজিবকে গ্লোরিফাই করা হয়েছে অথচ বাস্তবতা ভিন্ন। পরে আপিল বিভাগ মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যূনতম বয়স নিয়ে ফের আপিল শুনানির জন্য ১২ মার্চ দিন ধার্য করেন। এর আগে মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রে ন্যূনতম *২-এর পাতায় দেখুন*

উপদেষ্টা পরিষদে যুক্ত হচ্ছেন সি আর আবরার

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে যুক্ত হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক সি আর আবরার (চৌধুরী রফিকুল আবরার)। আগামীকাল বুধবার (৫ মার্চ) সকাল ১১টায় বঙ্গভবনে তিনি শপথগ্রহণ করবেন।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) দুপুরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে *২-এর পাতায় দেখুন*

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

ফতোয়া (৪)

স্টাফ রিপোর্টার : **তারাবির নামাজ** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের জন্য তারাবীহকে সুন্নত করেছেন। তিনি তার সাহাবীদের নিয়ে তিন রাত্রি তারাবীহ আদায় করেছেন। উম্মতের উপর ফরজ হয়ে যেতে পারে এ আশঙ্কায় পরেরদিন তিনি আর জামাতের সাথে তারাবীহ আদায় করেননি। মুসলমানগণ আবু বকর (রা:) এর খেলাফত কাল ও উমর (রা:) এর খেলাফতের প্রথম। *২-এর পাতায় দেখুন*

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সমসাময়িক বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন। পিআইডি

বিএনপি মহাসচিবকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অসুস্থতার কারণে তাকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী তাকে দেখতে গিয়েছেন এবং তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন।মঙ্গলবার (৪ মার্চ) দুপুর ১২টায় রিজভী আহমেদ ইউনাইটেড হাসপাতালে গিয়ে মির্জা ফখরুলের সঙ্গে দেখা করেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন বিএনপির সহ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ উদ্দিন বকুল, নির্বাহী কমিটির সদস্য মাহবুবুল ইসলামসহ আরও কয়েকজন দলীয় নেতা। তারা মহাসচিবের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন *২-এর পাতায় দেখুন*

পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপ

বিশ্বজুড়ে তীব্র হচ্ছে বাণিজ্য উত্তেজনা

আমেরিকা, চীন, কানাডা ও মেক্সিকোর পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তে বিশ্বজুড়ে তীব্র হচ্ছে বাণিজ্য উত্তেজনা।

মঙ্গলবার থেকে কানাডা ও মেক্সিকোর পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ কার্যকরের ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, ৪ মার্চ থেকেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে এবং এই নির্দেশ পেছানোর কোনও সুযোগ নেই।এর পাশাপাশি চীনা পণ্যের উপরও ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করা হয়েছে। গত বছর এই তিন দেশ থেকে মোট ৪০ শতাংশ পণ্য আমদানি করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। যা এ বছর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের পর তা ব্যাহত হতে পারে।এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাল্টা শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছে চীন ও কানাডা। এর মধ্য দিয়ে বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছে বিশ্বের শীর্ষ অংশীদার এই তিন দেশ।বেইজিং জানিয়েছে, মার্কিন পণ্যের ওপর ১৫ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করবে তারা।অন্যদিকে কানাডা ঘোষণা দিয়েছে তারা যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকৃত পণ্যে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করবে। চীনের নতুন শুল্ক নীতি আগামী ১০ মার্চ থেকে কার্যকর করা হবে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা মুরগি, গম, ভুট্টা ও তুলার ওপর ১৫ শতাংশ এবং জোয়ার, সয়াবিন, শুকরের মাংস, গরুর মাংস, ফল, শাকসবজি, দুগ্ধজাত ও জলজ পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবে বেইজিং। যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা শুল্ক বৃদ্ধি বাণিজ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে অভিযোগ করেছে চীন। এক বিবৃতিতে দেশটির কাস্টমস ট্যারিফ কমিশন বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা শুল্ক বৃদ্ধি বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার ক্ষতি করছে। আমেরিকান ব্যবসা ও ভোক্তাদের ওপর বোঝা বাড়ানোর পাশাপাশি চীন-মার্কিন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সহযোগিতার ভিত্তিকে দুর্বল *২-এর পাতায় দেখুন*

আগের চেয়ে ভালো আছেন খালেদা জিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাজ্যের লন্ডনে চিকিৎসাধীন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আগের চেয়ে ভালো আছেন বলে জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এজেডএম জাহিদ *২-এর পাতায় দেখুন*

এনআইডি হবে পৃথক কমিশনের অধীন

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশন নয় বরং সিভিল রেজিস্ট্রেশন কমিশন নামে নতুন একটি পৃথক কমিশনের অধীনে নেওয়া হচ্ছে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কার্যক্রম। ইসি কর্মকর্তারা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তারা বলছেন, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০২৩ বাতিলের জন্য রহিতকরণ অধ্যাদেশ হচ্ছে। কিন্তু সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের আলোকে জন্মনিবন্ধন ও এনআইডি নিয়ে পৃথক কমিশন গঠন করছে অন্তর্বর্তী সরকার।

সম্প্রতি 'জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন শীর্ষক এক চিঠি নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদকে পাঠান মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. নিকারুজ্জামান।

এতে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের আলোচনা তুলে ধরেন তিনি। বৈঠকে আলোচনা হয়- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক 'জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর খসড়া প্রণয়ন সময়োপযোগী। তবে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত কার্যক্রম নির্বাচন কমিশনের আওতাধীন না রেখে সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালনা করা সমীচীন। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্মনিবন্ধন সনদ, জন্মনিবন্ধন সনদের ভিত্তিতে এনআইডি এবং এনআইডির ভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় অনাবশ্যক জটিলতা ও জনদুর্ভোগ পরিহার করা আবশ্যক। এ উদ্দেশে লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সহিত আলোচনাপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ পরিমার্জন করে *২-এর পাতায় দেখুন*

মব সৃষ্টিকারীদের সতর্ক করলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্টাফ রিপোর্টার : সম্প্রতি 'মব তৈরি' করে চট্টগ্রাম নগরীর পতেঙ্গা আউটার রিং রোডে চেকপোস্টে দায়িত্বরত পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইউসুফ আলীকে মারধরের ঘটনায় জড়িত ১২ জনকে আটক করেছে পুলিশ। এমন তথ্য উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সবাইকে সতর্ক করে জানিয়েছে, কেউ যেন আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়। মবের প্রতিটি ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় এনে বিচার করতে সরকার বদ্ধপরিকর। গতকাল মঙ্গলবার এ তথ্য জানান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ) ফয়সল হাসান। চট্টগ্রামের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র *২-এর পাতায় দেখুন*

৯ বছরের ফেব্রুয়ারির মধ্যে এবারের বায়ুদূষণ ছিল সবচেয়ে বেশি

স্টাফ রিপোর্টার : বিগত ৯ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস বায়ুদূষণের দিক থেকে প্রথম স্থানে অবস্থান করছে। এছাড়া ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বায়ুদূষণ আগের ৮ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের গড় মানের তুলনায় শতকরা ১৪ দশমিক ৭৪ ভাগ বেশি ছিল। সদ্য বিদায়ী ফেব্রুয়ারিতে *২-এর পাতায় দেখুন*

মেট্রোরেলে যাত্রীদের নিরাপত্তায় থাকবে পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার : মেট্রোরেলে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দায়িত্ব পালন শুরু করেছে এমআরটি পুলিশ। প্রতিটি ট্রেনে দুই জন করে পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) দুপুরে মেট্রোরেল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, মেট্রোরেলের কোচের ভেতরে এমআরটি পুলিশ সদস্যদের টহলের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তারা প্রতিটি ট্রেনে অবস্থান করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। একটি ছয় কোচের ট্রেনে দুই জন পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন এবং ১০টি চলমান ট্রেনে ২০ জন *২-এর পাতায় দেখুন*

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বুধবার ॥ ০৫ মার্চ ২০২৫ ॥ ২০ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা

তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির শূন্যপদ দ্রুত পূরণের উদ্যোগ

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি চাকরিতে ১৩ থেকে ১৬তম গ্রেড (আগের তৃতীয় শ্রেণি) এবং ১৭ থেকে ২০তম গ্রেডের (আগের চতুর্থ শ্রেণি) ২ লাখ ৬৯ হাজার পদ খালি। বিপুল সংখ্যক পদ খালি থাকায় সরকারি কাজে বিঘ্ন ঘটছে। কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছে না জনগণ। সরাসরি নিয়োগযোগ্য এ পদগুলো দ্রুত পূরণ করতে চায় সরকার।

এসব পদে নিয়োগের এখতিয়ারাধীন মন্ত্রণালয়-বিভাগ ও দপ্তর-সংস্থাগুলোকে তাগাদা দেওয়া হয়েছে। এক মাসের মধ্যে এসব শূন্যপদে নিয়োগের অনুরোধ জানিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জানা যায়, বিগত বছরগুলোতে প্রতি বছরই সাড়ে তিন লাখ থেকে পাঁচ লাখ পদ খালি ছিল। এ শূন্যপদের বড় অংশটিই ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের। প্রতি বছরই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির আড়াই থেকে তিন লাখের মতো পদ খালি থাকছে।জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এরপর চরম বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে প্রশাসন। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে থাকা সব কর্মকর্তাকে সরিয়ে দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। তাই নিয়োগ কার্যক্রমও অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে।তারা আরও বলেন, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের

মাধ্যমে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণ এবং শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব লাঘবে নিরলসভাবে কাজ করছে। এ কাজের অংশ হিসেবে শূন্যপদ পূরণে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে তাগিদ দিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদগুলোতে নিয়োগের এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর-সংস্থার থাকলেও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদগুলোতে নিয়োগ দেয় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) ।আগের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদগুলোতে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তর-সংস্থাগুলো সরাসরি নিয়োগ দিতে পারে। অর্থাৎ, নিজেরাই নিয়োগ দিতে পারে, এক্ষেত্রে পিএসসিতে যেতে হয় না।- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এপিডি (নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ) অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. এরফানুল হকসম্প্রতি সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবের কাছে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে নিয়োগের বিষয়ে চিঠি দিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোখলেস উর রহমান।

'মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীন দপ্তরগুলোতে সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদে নিয়োগ কার্যক্রম আগামী এক মাসের মধ্যে শুরুকরণ সংক্রান্ত' শীর্ষক চিঠিতে বলা হয়, দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনা এবং জনসাধারণকে কাঙ্ক্ষিত সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীন দপ্তরগুলোতে সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদে নিয়োগ কার্যক্রম আগামী এক মাসের মধ্যে শুরু করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৭-এর পাতায় দেখুন

সরকারি প্রাথমিকে ৬৫৩১ শিক্ষকের নিয়োগপত্র , যোগদান ১২ মার্চ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে নির্বাচিত ছয় হাজার ৫৩১ জনের নিয়োগপত্র জারি, যোগদান ও পদায়নের বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সোমবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (বিদ্যালয়-২) রেবেকা সুলতানা স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাজস্বখাতভুক্ত 'সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০২৩'-এর তৃতীয় গ্রুপের (ঢাকা-চট্টগ্রাম বিভাগ) নির্বাচিত ছয় হাজার ৫৩১ জন প্রার্থীর অনুকূলে নিয়োগপত্র জারি, যোগদান ও পদায়নের বিষয়ে নির্দেশক্রমে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা করা হলো।এতে আরো বলা হয়, নির্বাচিত প্রার্থীদের, যারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করে অন্যান্য ডকুমেন্টস জমা দিয়েছেন তাদের অনুকূলে ৪ মার্চ নিয়োগপত্র জারি করা হবে। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে ১২ মার্চের মধ্যে যোগদান করতে হবে। প্রার্থীদের যথাযথভাবে পূরণকৃত পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য জেলা পুলিশ সুপার অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে প্রেরণ ১৩ মার্চ এবং একই দিন পদায়ন আদেশ জারি করা হবে।

নির্ধারিত সময়ে প্রাথমিকভাবে ৭-এর পাতায় দেখুন

বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আ.লীগের রাজনৈতিক ফয়সালা হবে: নাহিদ ইসলাম

সাভার প্রতিনিধি :জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, 'এখানে (বাংলাদেশে) সংগঠিত যে গণহত্যা সেই গণহত্যার বিচার দ্রুত সময়ের মধ্যে কার্যকর দেখতে চাই এবং বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ফয়সালা এই বাংলার মাটিতে করতে হবে।'মঙ্গলবার (৪ মার্চ) সকালে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিতে এসে তিনি এসব কথা বলেন।

এ সময় তিনি আরও বলেন, 'গণ-অভ্যুত্থানে আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল, যারা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত এবং গত ১৫ বছরে নানা জুলুম করেছে, তাদের বিচার এই বাংলার মাটিতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে দ্রুত সময়ের মধ্যে এই বিচার বাংলাদেশের মানুষ দেখতে চায়। বিচারের পরে যে সংস্কার কার্যক্রম জাতীয় ঐক্যমত যে কমিশন রয়েছে দ্রুত জাতীয় সংলাপে গিয়ে আমাদের যে জুলাই সনদ এবং যে জুলাই ঘোষণাপত্র তা দ্রুত বাস্তবায়ন আমরা দেখতে চাই।'

নাহিদ ইসলাম বলেন, '১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র পেলেও আমাদের সার্বভৌমত্ব বারবার হুমকির মধ্যে পড়েছে। আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বারবার ভেঙে পড়েছে। আমরা একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান গড়ে তুলতে পারিনি। একটি একদলীয় সংবিধানের মাধ্যমে ফ্যাসিজম, একদলীয় স্বৈরতন্ত্রের বীজ রোপণ করা হয়েছিল।'জাতীয় নাগরিক পার্টির এই শীর্ষনেতা বলেন, 'গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বারবার দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। এবার যাতে আর দীর্ঘায়িত না হয়, ২৪-এর গণ ৭-এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতির মামলায় খালাস চাওয়া আমান উল্লাহ আমানের আপিলের রায় ৩০ এপ্রিল

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদ বিবরণীতে তথ্য গোপনের অভিযোগের মামলায় বিএনপি নেতা আমান উল্লাহ আমানকে ১৩ বছরের কারাদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে করা আপিলের রায়ের জন্য আগামী ৩০ এপ্রিল দিন ধার্য করেছেন আপিল বিভাগ। মঙ্গলবার (৪ মার্চ) বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন আপিল ৭-এর পাতায় দেখুন

হাতিরঝিলে চলন্ত গাড়িতে আগুন, দীর্ঘ যানজট

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর হাতিরঝিলে ব্রিজের ওপর একটি চলন্ত গাড়িতে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট প্রায় ১ ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।মঙ্গলবার (৪ মার্চ) দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটের দিকে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। খবর পাওয়ার পরপরই তেজগাঁও ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়। তবে দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে।ফায়ার সার্ভিস সদর দফতরের ডিউটি অফিসার লিমা খানম জানান, "রাজধানীর হাতিরঝিলে একটি ওভারপাসে ওঠার মুখে চলন্ত একটি মাইক্রোবাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আমরা ১২টা ২৫ মিনিটে খবর পাই এবং সঙ্গে সঙ্গেই দুটি ইউনিট পাঠাই। কিন্তু তীব্র যানজটের কারণে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে দেরি হয়েছে।"হাতিরঝিল থানার সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) জিহাদুল ইসলাম জানান, হাতিরঝিলের ওভারপাসে হঠাৎ করেই মাইক্রোবাসটির ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে, এবং মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আশপাশের গাড়িগুলো দ্রুত সরে গেলে বড়

ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। তবে আগুনের ফলে ওভারপাস দিয়ে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়, যার প্রভাব পড়ে আশপাশের এলাকাতেও। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, "আমরা ৭-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনার কন্যা পুতুলের সূচনা ফাউন্ডেশনের ১৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক ও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের সূচনা ফাউন্ডেশনের ১৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত।

এসব ব্যাংক হিসাবে ৪৮ কোটি ৩৫ লাখ টাকা রয়েছে বলে তদন্তকারী কর্মকর্তা আবেদনে উল্লেখ করেছেন। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন (গালিব) এ আদেশ দেন। আবেদনে বলা হয়েছে, সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের বিরুদ্ধে তার মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগসাজশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিজস্ব দলিলের বিধি, নীতিমালা ও নৈতিক মানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘনের মাধ্যমে ও সরকারের বিভিন্ন ৭-এর পাতায় দেখুন

প্লাস্টিক ও পলিথিন দূষণ ধ্বংসের মুখে পরিবেশ, সচেতনতার নতুন উদ্যোগ

প্লাস্টিক ও পলিথিন দূষণ এক ভয়ংকর সংকটে পরিণত হয়েছে। এগুলো শত শত বছরেও মাটিতে মিশে না গিয়ে পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা বরগুনার পাথরঘাটায় এ সংকটের প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। তবে এখানেই সচেতনতার এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছেন শফিকুল ইসলাম খোকন। যিনি স্থানীয়ভাবে প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জনের প্রচারে নিরলসভাবে কাজ করছেন।

প্লাস্টিকের টুকরোগুলো যখন নদীতে পড়ে; ৭-এর পাতায় দেখুন

বিএনপির দুই পেশাজীবী সংগঠনের কমিটি বিলুপ্ত

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির পেশাজীবী সংগঠন হিসেবে পরিচিত দুইটি সংগঠনের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রিয়াজুল ইসলাম রিজু এবং মহাসচিব ইঞ্জিনিয়ার আলমগীর হাছিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স-বাংলাদেশ (এইবি) এর বর্তমান কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। শিগগির অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স-বাংলাদেশের কমিটি ঘোষণা করা হবে। এছাড়াও আহ্বায়ক রাশিদুল হাসান হারুন এবং সদস্য সচিব ড. মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বাধীন এগ্রিকালচারিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন অব ৭-এর পাতায় দেখুন

গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় গ্রেপ্তার ১৫৫

স্টাফ রিপোর্টার : জননিরাপত্তা বিধান ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে ঢাকা মহানগর এলাকায় পুলিশি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ডিএমপিসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে সমন্বিত চেকপোস্ট ও টহল কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় ১৫৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৫০টি থানা এলাকায় জননিরাপত্তা বিধানে দুই ধাপে ৬৬৭টি টহল টিম দায়িত্ব পালন করেছে। এরমধ্যে রাতে ৩৪০টি ও দিনে ৩২৭টি টিম দায়িত্ব পালন করে। টহল টিমগুলোর মধ্যে রয়েছে মোবাইল পেট্রোল টিম ৪৭৯টি, ফুট পেট্রোল টিম ৭৩টি ও হোন্ডা পেট্রোল টিম ১১৫টি। এছাড়া মহানগর এলাকার নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত স্থানে ডিএমপি ৭১টি ৭-এর পাতায় দেখুন

দাবি আদায়ে অনশনের ষষ্ঠ দিনে আউটসোর্সিং কর্মীরা

স্টাফ রিপোর্টার : স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ঠিকাদার প্রথা বাতিল, বিনা কারণে চাকরিচ্যুতদের পুনর্বহাল ও বকেয়া বেতন পরিশোধের মতো দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ষষ্ঠ দিনের মতো আমরণ অনশন পালন করছে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত দফতর-অধিদফতরের সব প্রতিষ্ঠানে আউটসোর্সিং প্রকল্পের কর্মকর্তারা।মঙ্গলবার (৪ মার্চ) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এই আমরণ অনশন পালন করছেন আউটসোর্সিং কর্মকর্তারা।

উল্লেখ্য, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে দাবি আদায়ে এই আমরণ অনশনে পালন করছেন তারা।

অনশনকারীরা জানায়, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা আমরণ অনশন চালিয়ে যাবে।

অনশনকারীরা বলেন, আমরা অবহেলিত আউটসোর্সিং, দৈনিকভিত্তিক ও প্রকল্পভুক্ত কর্মচারী। আমরা কোনও বৈষম্য চাই না। আমরা মর্যাদাপূর্ণ জীবন ধারণের অধিকার চাই।

তারা আরও বলেন, সরকারি- ৭-এর পাতায় দেখুন

অর্থপাচার মামলায় তারেক রহমান ও মামুনের আপিলের রায় ৬ মার্চ

সিঙ্গাপুরে অর্থপাচারের অভিযোগে মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের সাজার বিরুদ্ধে আপিলের রায়ের জন্য আগামী ৬ মার্চ দিন ধার্য করেছেন আপিল বিভাগ। মঙ্গলবার (৪ মার্চ) প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এই দিন ধার্য করেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন ও অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন।

সিঙ্গাপুরে অর্থপাচারের অভিযোগে ২০১৩ সালের ১৭ নভেম্বর একটি মামলায় ঢাকার একটি বিশেষ জজ আদালত তারেক রহমানকে খালাস দেন। ওই মামলায় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুনকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তারেক রহমানকে খালাসের রায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) হাইকোর্টে আপিল করেন। ওই আপিল শুনানি শেষে হাইকোর্ট ২০১৬ সালের ২১ জুলাই বিচারিক আদালতের খালাসের রায় বাতিল করে তারেক রহমানকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেন। একইসঙ্গে ২০ কোটি টাকা জরিমানা করেন।

এরপর গত বছরের ১০ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে অর্থপাচারের অভিযোগে মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৭ বছরের সাজা স্থগিত করেন আপিল বিভাগ। মামলায় তারেক রহমানের বন্ধু ও ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন ৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটির নতুন কমিটি ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : বিগত আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটির নেতারা সম্মিলিতভাবে পদত্যাগ করেন। পরে বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটির একাংশ নতুন কমিটি ঘোষণা করে। তবে তাতে সম্মতি দেয়নি চিকিৎসকদের আরেকটি পক্ষ। বিদ্যমান কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন কমিটি ঘোষণা করেছেন তারা।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন হলে বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটি (বিওএস) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ১৬১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

নতুন কমিটিতে ডা. মো. ওয়াকিল আহমদকে আহ্বায়ক, ডা. সৈয়দ জাকির হোসেন বিপ্লবকে সাধারণ সম্পাদক ও ডা. মো. তাজুল ইসলাম রবিকে কোষাধ্যক্ষ করা হয়। এছাড়া কমিটির প্রধান উপদেষ্টা করা হয় অধ্যাপক ডা. রফিকুল কবীর লাবুকে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, ৭-এর পাতায় দেখুন

জিল্লুর রহমানের অভিযোগের জবাব দিলেন হাসনাত

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহকে অভিযুক্ত করে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডির নির্বাহী পরিচালক ও জনপ্রিয় টকশো তৃতীয় মাত্রার সঞ্চালক সাংবাদিক জিল্লুর রহমানের করা একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন বেশ প্রচার হচ্ছে।

ভিডিওতে তিনি অভিযোগ করেন, রাজধানীর একটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে 'ধমক' দিয়েছেন এবং হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দেওয়ার 'হুমকি' পর্যন্ত দিয়েছেন হাসনাত আব্দুল্লাহ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হাসনাতের বিরুদ্ধে সাংবাদিক জিল্লুর রহমানের এমন অভিযোগের ভিডিও বেশ সাড়া ফেলেছে। ৭-এর পাতায় দেখুন

বোর ধানের জমিতে ঘাস বা আগাছা পরিস্কার করছে এক কৃষক। ছবিটি মঙ্গলবার পুঠিয়া উপজেলার একটি বিল থেকে তোলা।

দোকান পুড়ে যাওয়ায় মানবেতর জীবনযাপন প্রতিবন্ধী সেতাউরের

মোঃ শহিদুল ইসলাম রনি, ষ্ট্যাফ রিপোর্টার : আমার শেষ সম্বল প্রায় এক লাখ টাকার মালামাল সহ দোকানটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখন আমি নি:স্ব। আমার এক পা নেই,চোখে পুরাপুরি দেখতে পাই না। প্রায় পাঁচ মাস আগে আশ্রয় ও শক্তি ফাউন্ডেশন নামের দুটি এনজিও থেকে এক লাখ কিস্তির টাকা তুলে দোকানে বেচাকেনা শুরু করেছিলাম। সেখান থেকে কিস্তির টাকা শোধ করতাম ও কোন রকমে সংসার চালাতাম। গত শনিবার রাতে আমার দোকান অজ্ঞাত নামা কে বা কারা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। সেদিন থেকে গ্রামবাসীর সাহায্যের চাউল ও সামান্য টাকা দিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছি। কথা গুলো বললেন শিবগঞ্জ উপজেলার মোবারকপুর ইউনিয়নের রানী বাজার এলাকার মৃত হেরাস আলির ছেলে চোখ ও পায়ের প্রতিবন্ধী সেতাউল রহমান(৫৯)। তিনি আরো জানান, আমি গতকাল ৩মার্চ আর্থিক সাহায্য পেয়ে একটি আবেদন করেছি। স্থানীয় জেম আলি ও মতিউর রহমান জানান সেতাউর রহমান খুব অসহায় ব্যক্তি। দোকানটিই ছিল তার একমাত্র সম্বল। আমরা গ্রাম বাসী সরকারের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট তার পূর্ণবাসনের দাবী জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো.আজাহার আলি জানান. এই অসহায় ব্যক্তির পূর্ণবাসনের চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ।

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের বৈধতা জানতে রুল জারি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের নিয়োগ কেন অবৈধ নয়, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। চার সপ্তাহের মধ্যে বিবাদীদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও মুবিনা আসাফের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রুল জারি করেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার হুমায়ন কবির পল্লব। তাকে সহযোগিতা করেন অ্যাডভোকেট বায়েজীদ হোসাইন ও নাঈম সরদার। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শফিকুর রহমান। তাকে সহযোগিতা করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট মাহফুজ বিন ইউসুফ, অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট একরামুল কবির ও অ্যাডভোকেট মো. ঈসা। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বর্তমান চেয়ারম্যানের বৈধতা জানতে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছিল ৭-এর পাতায় দেখুন

সাত মাসে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠানোতে শীর্ষে যে ১০ দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় রেমিট্যান্স আহরণ বেড়েছে ২৩ দশমিক ৬১ শতাংশ। এই সাত মাসে যেসব দেশ থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স বেশি এসেছে, সেসবের মধ্যে শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র। এর পরের অবস্থানে আছে যুক্তরাজ্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে যেসব দেশ থেকে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে, সেগুলোর মধ্যে শীর্ষ ১০ দেশ হলো যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কুয়েত, ইতালি, ওমান, কাতার এবং সিঙ্গাপুর।

প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত রেমিট্যান্স এসেছে ১ হাজার ৫৯৬ কোটি ১১ লাখ ডলার। তা আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৩০৪ কোটি ৮২ লাখ ডলার বা ২৩ দশমিক ৬১ শতাংশ বেশি। আগের অর্থবছরের জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত রেমিট্যান্স এসেছিল ১ হাজার ২৯১ কোটি ২৮ লাখ ডলার।চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে ২৯০ কোটি ৩০ লাখ ডলার, যুক্তরাজ্য থেকে এসেছে ১৪৭ কোটি ২৮ লাখ ডলার, সৌদি আরব থেকে এসেছে ১৯৯ কোটি ৩২ লাখ ডলার, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে এসেছে ২২৭ কোটি ৬৯ লাখ ডলার, মালয়েশিয়া থেকে এসেছে ১৪১ কোটি ৯৮ লাখ ডলার, কুয়েত থেকে এসেছে ৮৭ কোটি ৬১ লাখ ডলার, ইতালি থেকে এসেছে ৯১ কোটি ১০ লাখ ডলার, ওমান থেকে এসেছে ৮২ কোটি ২৬ লাখ ডলার, কাতার থেকে এসেছে ৬৩ কোটি ৮ লাখ ডলার এবং সিঙ্গাপুর থেকে এসেছে ৪৮ কোটি ২৭ লাখ ডলার।প্রতিবেদন অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি ৫২ শতাংশ রেমিট্যান্স এসেছে ঢাকা বিভাগে। এর পরেই চট্টগ্রামের অবস্থান। চট্টগ্রাম বিভাগে রেমিট্যান্স এসেছে ২৬ শতাংশ। রেমিট্যান্স আসার দিক দিয়ে তৃতীয় অবস্থানে সিলেট। সিলেট বিভাগে রেমিট্যান্স এসেছে ৮ শতাংশ।

আওয়ামী লীগের বিচার না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন হবে না: সারজিস

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের বিচার না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন হবে না বলে মন্তব্য করেছেন নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) রাজধানীর রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে চব্বিশের অভ্যুত্থানের শহীদদের শ্রদ্ধা নিবেদন ও কবর জিয়ারত শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের এই মুখ্য সংগঠক বলেন, শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের বিচার না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো মানুষ, ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

অগ্নিঝরা মার্চ

লীগ, শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগের উদ্যোগে বিকেলে বায়তুল মোকাররম থেকে একটি বিশাল লাঠি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি ঢাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি জনগণের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে আওয়ামী লীগ ব্যাংকিং লেনদেনের ওপর নতুন নির্দেশনা জারি করে। দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরেন এবং বাঙালির সংগ্রামের প্রতি আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের আহ্বান জানান। সামনের দিনগুলোর জন্য প্রস্তুতি নিতে আওয়ামী লীগ একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করে, যেখানে আন্দোলন পরিচালনার জন্য সার্বক্ষণিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এদিকে, পাকিস্তানের সংহতি রক্ষায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তাহরিক-ই-ইশতিকলাল পার্টির প্রধান এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান অবিলম্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান। ৫ মার্চের এই ঘটনা জাতির মুক্তি সংগ্রামকে আরও বেগবান করে তোলে, যা ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের জন্য বাঙালির চূড়ান্ত প্রস্তুতিকে ত্বরান্বিত করে।

উপদেষ্টা পরিষদে যুক্ত হচ্ছেন

এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। প্রেস সচিব জানান, তিনি সম্ভবত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাবেন।অধ্যাপক সিআর আবরার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক নামকরা শিক্ষক উল্লেখ করে প্রেস সচিব বলেন, কাল (বুধবার) উনি শপথ নেবেন। প্রফেসর ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ অনেক দিন ধরেই বলছিলেন, উনি একসঙ্গে দুটি মন্ত্রণালয় কাজ করতে পারছেন না। যেহেতু উনি অ্যাডভান্সড স্টেজে, প্ল্যানিং মিনিস্ট্রিতে অনেক বড় দায়িত্ব ওনার। এজন্য অধ্যাপক সি আর আবরার যুক্ত হচ্ছে উপদেষ্টা পরিষদে। প্রসঙ্গত, বর্তমান শিক্ষা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ এই মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও পালন করে আসছেন।

আগের চেয়ে ভালো আছেন খালেদা

হোসেন। সোমবার (৩ মার্চ) স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনে ইফতার মাহফিল ও খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া অনুষ্ঠান শেষে এ কথা জানান তিনি।

জাহিদ হোসেন বলেন, 'বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে অনেকটা স্থিতিশীল আছে। বড় ছেলে তারেক রহমানের বাসায় খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা দিচ্ছেন চিকিৎসক।'

তিনি বলেন, প্রায় সাত বছর পরে উনি উনার পরিবারের সদস্যদের কাছে পেয়ে মানসিকভাবে উনি আগের চেয়ে অনেক সুস্থ আছেন। উনার এই মানসিক সুস্থতা ওনার শারীরিক সুস্থতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। আগের চেয়ে অনেক ভালো আছেন সেটা বলা যায় তবে উনি খুব সুস্থ হয়ে উঠেছেন সেটা আমি বলবো না। যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন অনেকটা সুস্থ আছেন তিনি। চিকিৎসকদের অনুমতি পেলেই তিনি দেশে ফিরবেন। বিদেশে থাকার মানুষ তিনি নন।

উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ৭ জানুয়ারি কাতারের আমিরের পাঠানো বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর পরপরই খালেদা জিয়াকে দ্যা লন্ডন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। এরপর থেকে তিনি লিভার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জন প্যাট্রিক কেনেডির নেতৃত্বে একটি মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। ১৮ দিনের চিকিৎসা শেষে চিকিৎসকদের পরামর্শে গত ২৪ জানুয়ারি হাসপাতাল থেকে ছেলে তারেক রহমানের বাসায় যান বেগম জিয়া। এরপর বাসা থেকেই মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা চলছে বাংলাদেশের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর।

মেট্রোরেলে যাত্রীদের নিরাপত্তায়

পুলিশ সদস্য কাজ করবেন। তারা সকাল ও দুপুরের শিফটে দায়িত্ব পালন করবেন। একইসঙ্গে, স্টেশনগুলোতে দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যরাও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন। এমআরটি পুলিশ সদস্যরা যাত্রীদের সঙ্গে থাকা শিশু-বৃদ্ধ মানুষ ও মালামাল হারিয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে বের করা, চুরি-ছিনতাই প্রতিরোধ এবং যাত্রীদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। এছাড়া, নাগরিকদের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য সমস্যার সমাধানে কাজ করবেন তারা।

এনআইডি হবে পৃথক কমিশনের

উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে উপস্থাপন করতে পারে।এরপর প্রধান উপদেষ্টা সেই আলোচনার পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত দেন।

বর্তমানে সেই সিদ্ধান্তের আলোকেই কার্যক্রম গ্রহণ করছে সরকার।প্রস্তাবিত সিভিল রেজিস্ট্রেশন-২০২৫ অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, সিভিল রেজিস্ট্রেশন কমিশন হবে পাঁচ সদস্যের, মেয়াদ পাঁচ বছর। সম্পূর্ণ সংবিধিবদ্ধ কমিশনটির নিজস্ব তহবিল থাকবে, যেখানে সরকার এবং অন্য উৎস থেকে অর্থবহন করা হবে। তবে কমিশন তা স্বাধীনভাবে ব্যয় করবে।

কমিশনের কার্যবলী:

কমিশন, অধ্যাদেশের অধীন সিভিল রেজিস্ট্রেশনের উদ্দেশে যে কার্যাবলি সম্পাদন করবে।

(ক) নাগরিকের জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, বিয়ে বিচ্ছেদ ও দত্তক নিবন্ধন এবং মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের সঙ্গে স্থানান্তর, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার তথ্য-উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যমান সিভিল রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থার সার্বিক সমন্বয় ও উন্নয়ন সাধন।

(খ) জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা, পরিচয়পত্র প্রস্তুতকরণ, বিতরণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক সব দায়িত্ব পালন।

(গ) ইউনিক আইডি, সিআরভিএস এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার, ইন্টারঅপারেবিলিটি স্ট্যান্ডার্ড এবং সিটিজেন কোর ডাটা স্ট্রাকচারের ভিত্তিতে সমন্বিত সেবা দেওয়া ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন।

(ঘ) সিভিল রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির (যেমন: ব্লকচেইন) ব্যবহার উপযোগিতা, আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনাপূর্বক সরকারকে সুপারিশ দেওয়া।

(ঙ) সিভিল রেজিস্ট্রেশন তথ্য-উপাত্তের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

(চ) নাগরিক এবং সরকারি-সরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী সম্ভাব্য দ্রুত ও সহজ উপায়ে সিভিল রেজিস্ট্রেশন তথ্য-উপাত্ত দেওয়া।

(ছ) সিভিল রেজিস্ট্রেশন স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, জনবান্ধব করার উদ্দেশে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

(জ) সমন্বিত সেবা দেওয়া প্রক্রিয়া তরান্বিতকরণের উদ্দেশে দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি সম্পাদন।

(ঝ) সিভিল রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী, বিদেশি রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত চুক্তি সম্পাদন।

বর্তমানে এনআইডি কার্যক্রম ইসির অধীনে এবং জন্মনিবন্ধন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে হচ্ছে। এর আগেও ২০২৩ সালে সরকার এনআইডি কার্যক্রম ইসি থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে সে উদ্যোগে ভাটা পড়লেও এখন পৃথক কমিশনের অধীনে নেওয়ার নতুন সিদ্ধান্তের দিকে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার।

যদিও সম্প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন বলেছিলেন, এনআইডি ইসির কাছেই থাকবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল হয়েছে।

এদিকে এনআইডি কার্যক্রম নিয়ে যাওয়ার নতুন সিদ্ধান্তে ফের ক্ষোভ দানা বাধছে ইসি কর্মকর্তাদের মধ্যে। তারা ইতোমধ্যে বিষয়টি নিয়ে বৈঠক করছে। সহসাই বিষয়টি ইসির অধীনে রাখা নিয়ে সরকারকে চিঠি দেওয়া হতে পারে বলে জানা গেছে। এছাড়া তারা বিভিন্ন কর্মসূচিতেও যেতে পারে। ইসি কর্মকর্তারা বলছেন, ২০০৭ সাল থেকে তারা এ কাজটি করছেন। এতে তারা দক্ষ জনশক্তি হয়ে উঠেছে। এনআইডি কার্যক্রম সরিয়ে নেওয়া হলে সরকারের লোকবল তৈরি করতে সময় ও অর্থের অপচয় হবে।

মব সৃষ্টিকারীদের সতর্ক করলো

মন্ত্রণালয় জানায়, ঘটনার দিন (২৮ ফেব্রুয়ারি) মব সৃষ্টিকারী তাৎক্ষণিক দুজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। এর আগে খবর পেয়ে সৈকত এলাকায় টহলরত পতেঙ্গা থানা পুলিশের একটি দল ও আশপাশের লোকজন এসে উপ-পরিদর্শক ইউসুফ আলীকে উদ্ধার করেন। গত শনিবার রাতভর অভিযান চালিয়ে এ ঘটনায় জড়িত আরও ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সবমিলিয়ে এ ঘটনায় জড়িত ১২ জনকে (সবাইকে) গ্রেপ্তার করা হলো। ফয়সল হাসান জানান, পুলিশকে হেনস্থার ঘটনায় পতেঙ্গা থানায় দ্রুত বিচার আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতরা পতেঙ্গা সি-বিচে ত্রাস সৃষ্টি করে এসআই ইউসুফ আলীকে হেনস্তাসহ মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ এবং ওয়াকিটকি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় জড়িত। এছাড়াও তারা মাদক সেবন ও ছিনতাইয়ে জড়িত।

৯ বছরের ফেব্রুয়ারির মধ্যে এবারের

ঢাকার বায়ুর মান ছিল ২৬২। এটি ৯ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে এর মান ছিল ২৫৮।ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাস থেকে প্রাপ্ত ২০১৭ থেকে ২০২৫ সালের অর্থাৎ ঢাকার গত ৯ বছরের বায়ুমান সূচক বা একিউআই এর তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস) এই তথ্য জানিয়েছে।সে জানায়, গত ৮ বছরের মধ্যে ২০১৭ সালে ঢাকার ফেব্রুয়ারি মাসের বায়ুমান সূচক গড়ে ২২৭ ছিল, ২০১৮ সালে ২২২ ছিল, ২০১৯ সালে ছিল ২৩৬, ২০২০ সালে ২১৮, ২০২১ সালে ছিল ২৩৮, ২০২২ সালে ২০৮, ২০২৩ সালে ২২৫ এবং ২০২৪ সালে ছিল ২৫৮।

ক্যাপসের গবেষণায় সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে আরও দেখা যায়, ঢাকার মানুষ প্রতিনিয়ত দূষিত বায়ু নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করছে। অর্থাৎ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ঢাকার মানুষ একদিনও ভাল বায়ু উপভোগ করার সুযোগ পায়নি। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ৪ দিনের বায়ুমান ছিল অস্বাস্থ্যকর, ১৮ দিনের বায়ুমান ছিল খুব অস্বাস্থ্যকর এবং ৬ দিন ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বা দুর্যোগপূর্ন বায়ুমান।এছাড়া ২০১৭ থেকে ২০২৫ সালের অর্থাৎ ৯ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রাপ্ত ২৫১ দিনের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গত ৯ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মোট ২৫১ দিনের মধ্যে ৩২ দিনের বায়ুমান ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বা দুর্যোগপূর্ণ এবং ১৪৪ দিন ছিল খুবই অস্বাস্থ্যকর।সেই সঙ্গে গত ৯ বছরে ঢাকার ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বায়ুর মানের দিক থেকে দেখা যায় যে, ২০১৭ সালে ১ দিন, ২০১৮ এবং ২০২৩ সালে ৩ দিন করে, ২০২০ সালে ২ দিন, ২০১৯ এবং ২০২১ সালে ৪ দিন করে এবং ২০২৪ সালে ৯ দিন অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বা দুর্যোগপূর্ণ বায়ুমান ছিল।ক্যাপসের চেয়ারম্যান ও স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার জাগো নিউজকে বলেন, ২০২২ সাল ছাড়া ২০১৬ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত প্রতিবছরই ফেব্রুয়ারি মাসে গড় বায়ুমান সূচকের উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করেছি। গত ৯ বছরে ফেব্রুয়ারি মাসের মোট ২৫১ দিনের মধ্যে ঢাকার মানুষের একদিনের জন্যও ভালো বায়ু উপভোগ করার সৌভাগ্য হয়নি তিনি বলেন, শুষ্ক মৌসুম আসলেই এই দূষণ ক্রমশ বেড়ে চলে। আমরা গবেষণা করে ঢাকার বায়ুদূষণের ৫ কারণ দেখেছি। এগুলো বন্ধ করতে হবে। ঢাকার বায়ুদূষণের জন্য সমন্বয়হীন রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি ও নির্মাণকাজ ৩০ শতাংশ দায়ী। ঢাকার বায়ুদূষণে শিল্পায়নের প্রভাব ও আশপাশের ইটভাটার পাশাপাশি নির্মাণাধীন হলো বায়ুদূষণের অন্যতম উৎস।

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

দিকে এ অবস্থায় ছিল। এরপর আমীরুল মুমিনীন উমর (রা:) প্রখ্যাত সাহাবী তামীম আদদারী (রা:) ও উবাই ইবনে কাআব (রা:) এর ইমামতিতে তারাবীর জামাতের ব্যবস্থা করেন। যা আজ পর্যন্ত কায়েম আছে। আলহামদুলিল্লাহ! এ তারাবীর জামাত শুধু রমজান মাসেই সুন্নাত।

সালাতে তারাবীহতে অন্যান্য সালাতের মত বিনয়-নম্রতা, একাগ্রতা ও ধীর-স্থিরতার রুকু সিজদা, কওমা, জলসা আদায় করতে হবে। অনেক লোককে দেখা যায় সালাতে তারাবীহ আদায়ে এত তাড়াতাড়ি ও তাড়া হুড়া করে যার কারণে সালাতের অনেক সুন্নত ছুটে যায় বরং অনেক ওয়াজিব তরক হয়ে যায়। তাদের এ তাড়া হুড়া দেখলে মনে হয় কে আগে মসজিদ থেকে বের হবে এর যেন একটা প্রতিযোগিতা চলছে। অনেকে আবার তাড়াতাড়ি আদায় করেন এ জন্য যে মসজিদে লোক সংখ্যা বেশি হবে। যে উদ্দেশ্যেই তাড়া হুড়া করা হোক না কেন তা শরীয়তে পরিপন্থী কাজ। তবে ইমাম সাহেবের পিছনে যারা সালাত আদায় করেন তাদের ব্যাপারে তাকে ভয় করতে হবে আল্লাহকে। লক্ষ্য রাখতে হবে সালাত অত্যধিক দীর্ঘ না হয় যাতে মুক্তাদীরা ক্লান্ত বা বিরক্ত হয়ে যায়। আলেমগণ বলেছেন: ইমাম সাহেব যদি এত তাড়াতাড়ি করেন যাতে মুক্তাদীগণ সালাতের সুন্নত গুলো আদায় করতে পারে না তাহলে মাকরূহ হবে। চিন্তা করে দেখুন, আর যদি তিনি এত তাড়াহুড়ো করেন যাতে মুক্তাদীগণ সালাতের ওয়াজিব আদায় করতে পারেন না তা হলে এর হুকুম কি হতে পারে! নিঃসন্দেহে এ ধরনের তাড়া হুড়া করা হারাম। (আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।)

বিশ্বজুড়ে তীব্র হচ্ছে বাণিজ্য উত্তেজনা

করেছে। ৪ ফেব্রুয়ারি চীনা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক বসানোর ঘোষণা দেন ট্রাম্প। যা এক মাস পর কার্যকর করা হচ্ছে। এর বিপরীতে চীনও যুক্তরাষ্ট্রের কয়লা, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস, অপরিশোধিত তেল, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং বড় ইঞ্জিনের গাড়ি সহ অন্যান্য পণ্যের ওপর ১০ থেকে ১৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছে।এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে কানাডার আমদানিযোগ্য প্রায় ১৫৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছে কানাডা। এর মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে ৩০ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্ক কার্যকরের কথা জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। আর বাকি ১২৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্যের ওপর আগামী ২১ দিনের মধ্যে কার্যকর করা হবে। ট্রুডোর তাদের শুল্ক নীতি পরিবর্তন না করা পর্যন্ত নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকার ঘোষণা দিয়েছে কানাডা। সূত্র: রয়টার্স, এনবিসি নিউজ

বিএনপি মহাসচিবকে হাসপাতালে

এবং তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। জানা গেছে, গত সপ্তাহে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বইমেলায় একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন মির্জা ফখরুল। সেখানকার ধুলাবালুর কারণে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করেন। দুই দিন ধরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। পরে চিকিৎসকের পরামর্শে গত রোববার (৩ মার্চ) তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।বিএনপির নেতাকর্মীরা তার অসুস্থতার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, চিকিৎসকরা তার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিচ্ছেন। দলের নেতারা নিয়মিত তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং কর্মীরা তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছেন।মির্জা ফখরুলের অসুস্থতার বিষয়টি বিএনপি মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করে দলীয় নেতাকর্মীরা দোয়া করছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, কিছুদিন বিশ্রামে থাকলে তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স নির্ধারণ করে

বয়স নির্ধারণ করে ২০১৫ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে তিনটি গেজেট প্রকাশ করে সরকার। এসব গেজেটে মুক্তিযোদ্ধা হতে হলে ১৩ বছর এবং সর্বশেষ গেজেটটিতে ১২ বছর ৬ মাস বয়স নির্ধারণ করা হয়। পরে এসব গেজেটের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ১৫টি রিট দায়ের করা হয়। সেই রিটের পর জারি করা রুলের চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে গত ১৯ মে বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের হাইকোর্ট বেঞ্চ রায় ঘোষণা করেন। ওই রায়ে মুক্তিযোদ্ধা হতে বয়স ন্যূনতম ১২ বছর ৬ মাস নির্ধারণ করে জারি করা গেজেট ও আইনের ধারা অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এ রায়ে হাইকোর্ট বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধাদের বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যাবে না।' এ রায় স্থগিত চেয়ে চেম্বার আদালতে যায় রাষ্ট্রপক্ষ তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সেই রায় স্থগিত করেন চেম্বার জজ আদালত ও আপিল বিভাগ। ২০১৯ সালের ১৯ মে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের অংশ নেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স নির্ধারণীর বিষয়ে হাইকোর্ট বলেছেন, 'শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর কোথাও মুক্তিযোদ্ধাদের বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।' পৃথক পৃথক ১৫টি রিটের ওপর চূড়ান্ত শুনানি শেষে রায় ঘোষণার সময় রোববার হাইকোর্টের বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এমন পর্যবেক্ষণ দেন। ১৯৭১ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স ন্যূনতম ১২ বছর ৬ মাস নির্ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে জারি করা সংশোধিত পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে, ২০১৪ সালের এবং ২০১৬ সালের গেজেট ও পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করেছেন আদালত। রাষ্ট্রপক্ষে আইনজীবী ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোখলেসুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এর আগে ২০১৮ সালের বিভিন্ন সময় একাধিক রিটের শুনানি নিয়ে ১৯৭১ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যূনতম বয়স ১২ বছর ৬ মাস নির্ধারণ করে জারি করা পরিপত্র কেন আইনগত কর্তৃত্ব-বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযোদ্ধা সচিব, যুগ্ম সচিব, বিদ্যুৎ-জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, অর্থসচিব, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের (জামুকা) মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়। ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালক মাহমুদ হাসানের করা রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে ২০১৮ সালের ১৫ জুলাই হাইকোর্টের বিচারপতি মঈনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি মো. আশরাফুল কামালের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন। এর আগে ওই রিটের শুনানি করেছিলেন ব্যারিস্টার এ বি এম আলতাফ হোসেন। তার সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী এ এম কামরুজ্জামান কাকন ও শুভজিৎ ব্যানার্জি। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল একরামুল হক টুটুল। রিটকারী আইনজীবী কামরুজ্জামান কাকন তখন সাংবাদিকদের বলেন, রিটকারী মাহমুদ হাসান ১৯৮৮ সালের ২৬ জুন মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরে যোগ দেন। জন্মতারিখ অনুযায়ী, ১৯৭১ সালের ৩০ নভেম্বর তার বয়স হয় ১২ বছর ৪ মাস ১২ দিন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর গত ৩ মার্চ এক অফিস আদেশে বাদীকে বলেন, '১৭ জুলাই তার বয়স ৫৯ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। সরকারিবিধি অনুযায়ী, ১৮ জুলাই থেকে তার অবসরোত্তর ছুটি (পিআরএল) শুরু হবে। এ অবস্থায় ছুটি ভোগ করতে চাইলে তাকে আবেদন করতে হবে। পরে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ এক অফিস আদেশে জানায়, গত ১৭ জানুয়ারি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যূনতম বয়স ১২ বছর ছয় মাস নির্ধারণ করে যে সংশোধিত পরিপত্র জারি করে তার সঙ্গে বাদীর বয়স সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আইনজীবী কামরুজ্জামান কাকন আরও বলেন, পাবলিক সার্ভেন্টস (রিটায়ারমেন্ট) অ্যাক্ট-১৯৭৪, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ৬০ বছর পর্যন্ত তার চাকরির মেয়াদ থাকার কথা। ফলে, তার প্রতি যে অফিস আদেশ দেওয়া হয়েছে তা স্পষ্টতই এ আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যে কারণে তিনি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জারি করা গেজেট, সংশোধিত পরিপত্র ও অফিস আদেশটি চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন। সেটির ওপর শুনানি শেষে আদালত রুল জারি করেন। সেই সঙ্গে অফিস আদেশটির কার্যকারিতা ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেন। ২০১৬ সালে প্রথমে এক গেজেট জারি করে বলা হয়, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যূনতম বয়স হতে হবে ১৩ বছর। এরপর গত ১৭ জানুয়ারি একটা পরিপত্রের মাধ্যমে সেই গেজেট সংশোধন করে বলা হয়, ১৯৭১ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যূনতম বয়স হতে হবে ১২ বছর ৬ মাস। রিট আবেদনকারীর আইনজীবী বলেন, পাবলিক সার্ভেন্টস (রিটায়ারমেন্ট) অ্যাক্ট-১৯৭৪ অনুযায়ী, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার ৬০ বছর পর্যন্ত চাকরির সুযোগ পাওয়ার কথা। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করে দেওয়ায় সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে যা পাবলিক সার্ভেন্টস (রিটায়ারমেন্ট) অ্যাক্ট-১৯৭৪ এর ৪(এ) ধারা এবং সংবিধানের ১৫০(২) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এর এক সপ্তাহ আগে হাইকোর্টে রিটটি করা হয়। আদালত রিটের শুনানি নিয়ে রুল ও স্থগিতাদেশ জারি করেন।

স্কুল ভর্তিতে ৫ শতাংশ কোটার

২০২৪ এ আহত/শহীদ পরিবারের সদস্যদের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লটারির মাধ্যমে ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যার অতিরিক্ত প্রতি শ্রেণিতে ১টি করে আসন সংরক্ষিত থাকবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪ এ আহত/ শহীদ পরিবারের সদস্যদের আসন নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্র/প্রত্যয়নপত্র সত্যায়িত কপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে এবং ভর্তির সময় মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ইস্যুকৃত সনদের কপি জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪-এ শহীদদের গেজেট যথাযথভাবে যাচাই করে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪ এ আহত/ শহীদ পরিবারের সদস্যদের পাওয়া না গেলে মেধা তালিকা থেকে উক্ত আসনে ভর্তি করা যাবে। কোনো অবস্থায় আসন শূন্য রাখা যাবে না।

এর আগে গত ২ মার্চ ২০ ফ্রেব্রুয়ারি স্মারকে একটি আদেশ জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সেখানে বলা হয়, মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানে আহত ও নিহতদের পরিবারের সন্তানদের সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ কোটা পালন করা হবে। একইসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪ এ আহত বা শহীদ পরিবারের সদস্যদের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে।

কেন আদেশ বাতিল করা হয়েছে জানতে চাইলে উপসচিব মোসাম্মৎ রহিমা আক্তার ঢাকা পোস্টকে বলেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে করেছি। কারা আমার জানা নাই।

জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আজাদ খান ঢাকা পোস্টকে বলেন, নতুন সার্কুলারের বিষয়টি আমার জানা নেই। আগের সার্কুলারটি আমরা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে শুধু ওয়েবসাইটে আপলোড করেছি। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাতিলের বিষয়টি আমার জানা নেই।

রোহিঙ্গাদের জন্য টেকসই সমর্থন ও

'সময়ের সাথে সাথে এবং এখনই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানের অভাবে সম্পদ সরবরাহ এবং অগ্রাধিকার দুটোই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে'।

তিনি অংশীদারদের রোহিঙ্গাদের ভুলে না যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'যদি আন্তর্জাতিক সমর্থন নাটকীয়ভাবে কমে যায়-যা ঘটতে পারে - বাংলাদেশ সরকার, সাহায্য সংস্থা এবং রোহিঙ্গাদের নিজেদের দ্বারা যে বিপুল কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছে তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং হাজার হাজার লোক ক্ষুধা, রোগ এবং নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে পড়বে।কক্সবাজারে হাইকমিশনার মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান সহিংসতা থেকে সম্প্রতি পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলেন।

গ্র্যান্ডি সম্প্রদায়-ভিত্তিক গোষ্ঠী যেমন ইমাম, মহিলা ধর্মীয় শিক্ষক এবং শিবিরে সহিংসতা নিয়ে উদ্বিগ্ন একদল মায়ের সাথে বসেন।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'শিবিরে নিরাপত্তা বজায় রাখতে বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া সবচেয়ে ঝুঁকিতে রয়েছে যারা বিশেষ করে সহিংসতা থেকে বেঁচে থাকা নারী এবং তরুণদের দক্ষতা ও স্থিতিশীলতা অর্জনে আমাদের কর্মসূচি চালিয়ে যেতে হবে।উল্লেখ্য, বাংলাদেশে হাইকমিশনারের এটি ষষ্ঠ সফর।ইউএনএইচসিআরসহ বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য মানবিক সংস্থার রোহিঙ্গা ও তার আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ের মানবিক প্রয়োজনের বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কিত ২০২৫ জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান চালুর প্রস্তুতির প্রেক্ষাপটে তিনি বাংলাদেশ সফরে আসেন।সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, তহবিল সংগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বের রেসপন্স প্ল্যানও অপর্যাপ্ত অর্থায়নে চালাতে হচ্ছে।

গ্র্যান্ডি তার সফরের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এক্স-এ এক পোস্টে উল্লেখ করেন, মানবিক সহায়তার জীবন রক্ষাকারী ভূমিকা কক্সবাজার ক্যাম্পের চেয়ে স্পষ্টত কোথাও বেশি নেই'।

এনআইডি সেবা অবশ্যই ইসির

তো সেটি বলেছি। ভোটার নিবন্ধনের বাই প্রোডাক্ট তো। এটি থাকা উচিত। আমরা এ বক্তব্য দিয়েই যাচ্ছি।এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ চলমান আছে। সামনে একটি নির্বাচন আছে। বাস্তব বিষয়াদি সব বিবেচনায় নিয়েই সরকার সিদ্ধান্ত নেবে, এটি আমি ধারণা করতে পারি। এরই মধ্যে প্রাথমিক সভায় প্রতিনিধির মাধ্যমে আমাদের মতামত তুলে ধরেছি। সভার কার্যপত্র এখনো পাইনি। সেটি পেলে আমরা বুঝতে পারবো তাদের চিন্তাভাবনা কী?

তিনি বলেন, এ বিষয়ে (এনআইডি সেবা) আমাদের মতামত সরকারকে লিখিত আকারেও জানাবো। সরকারের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত আসবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে কিছু করে ফেলবে, আমি এমনটি মনে করছি না।

যদি ইসি থেকে এনআইডি সেবা চলে যায়, তাহলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে- জানতে চাইলে তিনি বলেন, সমস্যা যা হবে আমরা লিখিত আকারে জানাবো। সমস্যা তো হবেই। তবে সরকারের এ ধরনের চিন্তা রয়েছে, সব নাগরিক সেবা এক জায়গা থেকে দেওয়া যায় কি না।সিইসি বলেন, আমি তো উপদেষ্টা পরিষদের মিটিংয়ে থাকি না। সরাসরি শুনিনি। যা-ই হোক, গতকাল (সোমবার) একটি মিটিং হলো। সেখানে প্রতিনিধির মাধ্যমে আমাদের মতামত তুলে ধরেছি। আরও মিটিং হবে। সরকার এনআইডি সেবা ইসি থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, আমি এমনটি এখনো শুনিনি।এনআইডি সেবা নিয়ে খসড়া তৈরির আগে ইসির সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন ছিল কি না, এ প্রশ্নে নাসির উদ্দিন বলেন, দেখেন, এনআইডি সেবাটা কিন্তু নিয়ে যাচ্ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইনও করে ফেলেছিল, কার্যকর হয়নি। আমরা সরকারকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, এটি স্বরাষ্ট্রে যাওয়া ঠিক হবে না। কিভাবে কাজটা করা যেতে পারে এটির একটি চিন্তা আছে তো। এটা এমন না যে শুধু এনআইডি আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেল, আর সবকিছু হয়ে গেল।তিনি বলেন, এমন কিছু হবে বলে আমি অন্তত মনে করছি না। কারণ, প্রথম সভায় আমাদের যখন ডেকেছেন, উনারা আমাদের মতামতের গুরুত্ব দেবেন বলেই তো ডেকেছেন। যদি আলাদা কোনো কর্তৃপক্ষ হয়েও যায়, আর এনআইডি আমাদের অধীনে থাকে তাহলেও তো সমস্যা নেই। অন্য সেবাগুলোও যদি আমাদের অধীনে আসে। আমি বিশ্বাস করি আমাদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া হবে।

কেন এনআইডি সেবা ইসির অধীনে রাখা দরকার, তা প্রতিনিধির মাধ্যমে সরকারকে জানানো হয়েছে বলেও জানান সিইসি।

সাংবাদিকদের অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটি একটি বড় সিদ্ধান্ত। যেখানে মাঠে ভোটার নিবন্ধন চলছে, হাজার হাজার লোক কাজ করছে। সামনে জাতীয় নির্বাচন আছে, যেটার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এরমধ্যে তড়িঘড়ি করে কোনো সিদ্ধান্ত হবে বলে আমি

সিইসি বলেন, যেখানেই কথা বলার সুযোগ থাকবে সেখানেই আমরা এ বিষয়ে কথা বলবো। এনআইডি চলে যাবে, এ নিয়ে ইসি কর্মকর্তাদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা চলে এসেছে বলে জানান তিনি।

রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ এনবিআর এবার

আপাতদৃষ্টে বাস্তবতাবিমুখ এবং যথাযথ গবেষণা উদ্ভূত নয় মর্মে প্রতীয়মান। লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারায় এনবিআরের কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে জানিয়ে চিঠিতে বলা হয়, স্ফিত অঙ্কে বাজেট নির্ধারণ করা এবং বছর শেষে নির্ধারণ করা বাজেট লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়া-এরূপ চিত্র ধারাবাহিকভাবে চলমান থাকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। দেশের সিংহভাগ রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য যা মোটেও কাম্য নয়। এতে আরও বলা হয়, রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ নির্ধারণে বিগত বছরসমূহের প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের ওপর সামপ্রতিক/বিগত বছরসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হলে তা রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি বাস্তবসম্মত ব্যয় প্রাক্কলন করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দৃঢ় মনোবল ও উৎসাহের সঙ্গে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে, যা তাদের ভবিষ্যতে আরও কর্ম উদ্যমী করবে। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবসম্মতভাবে নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করা হলো। এ নিয়ে এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আবদুল মজিদ বলেন, রাজস্ব আহরণ জিডিপির তুলনায় কম। রাজস্ব বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তা পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। এনবিআরের উচিত নিজস্ব সক্ষমতা বাড়ানো। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করা এবং অপ্রয়োজনীয় কর ছাড় কমানোর ব্যবস্থা করা।

ভারতের কারাগারে বন্দি ১০৬৭

বিভিন্ন কারাগারে বন্দি থাকা বাংলাদেশি নাগরিকদের তালিকা চাওয়া হয়েছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন কারাগারে গত দুই-আড়াই বছরে আটক এক হাজার ৬৭ জন বাংলাদেশির নাম-ঠিকানাসহ একটি তালিকা পাওয়া গেছে। আরও তথ্য পাওয়া গেলে কমিশনে পাঠানো হবে মর্মে লিখিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তালিকায় গুমের শিকার কোনো ব্যক্তির নাম আছে কিনা তার অনুসন্ধান চলমান রয়েছে।

মইনুল ইসলাম চৌধুরী আরও বলেন, গুম কমিশন অব ইনকোয়ারিতে আজ পর্যন্ত এক হাজার ৭৫২টি অভিযোগ জমা পড়েছে। যার মধ্যে থেকে প্রায় এক হাজার অভিযোগ ও তার সঙ্গে সংযুক্ত কাগজপত্রের যাচাই-বাছাই প্রাথমিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কমিশনে আগত ২৮০ জন অভিযোগকারীর জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে। প্রায় ৪৫ জন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে।

কমিশনের সভাপতি বলেন, বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলার পুলিশ সুপার ও বিজিবির সেক্টর কমান্ডারদের কাছ থেকে ৫ আগস্টের পর ভারত থেকে বাংলাদেশে পুশইন করা ব্যক্তিদের তথ্য চাওয়া হলে বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে ১৪০ জনের তথ্য পাওয়া গেছে। এই তথ্যের প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষে গুমের শিকার কোনো ব্যক্তির নাম এখনও পাওয়া যায়নি।মইনুল ইসলাম চৌধুরী আরও বলেন, পুলিশ এবং বিজিবির পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে অনুসন্ধান চলমান রয়েছে। তবে গত বছরের ২২ ডিসেম্বর ঢাকার ধামরাইয়ের মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ্ নামের গুমের শিকার ব্যক্তিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর বর্ডার দিয়ে পুশইন করা হয়েছে মর্মে আমরা অবগত আছি। এ বিষয়ে কমিশনের অনুসন্ধান চলমান আছে। এ সময় গুম সংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারির সদস্য অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত বিচারক মো. ফরিদ আহমেদ শিবলী, মানবাধিকার কর্মী নুর খান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কমিশনের সদস্য মিজ নাবিলা ইদ্রিস, মানবাধিকার কর্মী ও কমিশনের সদস্য সাজ্জাদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

বাজেটে সহায়তা দরকার না হলে

মাসে অর্থনীতি যেভাবে ঘুরে দাড়িয়েছে, বিশেষ করে রিজার্ভের পতন ঠেকানো, বিনিময় হারে এক ধরনের স্থিতিশীল অবস্থা, রপ্তানি এবং প্রবাসী আয়ে ভালো অবস্থা, আমদানিতে নিয়ন্ত্রণ, সব মিলে নেতিবাচক অবস্থা থেকে চলতি হিসাব এবং আর্থিক হিসাব ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে। কেবল রাজস্ব আয়টা ঠিক রাখা গেলে মাত্র পৌনে ৫ বিলিয়ন ডলারের জন্য আইএমএফ এর কাছে ধর্না দিতে হত না।চরম সংকটে থাকা ব্যাংকিং খাতটিকে টেনে তোলার দায়িত্বে কারো চাপে নতি স্বীকার করবেন না বলে জানিয়ে দেন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর।

আহসান এইচ মনসুর জানান, আর্থিক অর্ন্তভুক্তির আওতা বাড়াতে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের অন্তত ৫০ শতাংশ নারীদের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে, এ বিষয়ে শিগগিরই প্রজ্ঞাপন জারি হবে। যাতে আরও বেশি নারী এজেন্ট হিসেবে যুক্ত হতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ বাধ দিতে একটি রেগুলেটরি রিফর্ম টাস্কফোর্সের কথাও বলেন তিনি।ব্যাংকিং খাত নিয়ে গভর্নর আরও বলেন, আমরা দ্রুত এগিয়ে যেতে চাই। আর্থিক খাতকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে চাই। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আরও শক্তিশালী করার কাজ চলছে। প্রধান উপদেষ্টা এ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পুনর্গঠনে কাজ চলছে।

ট্যাগ: আইএমএফবাজেট সহায়তাবাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার

ভোজ্যতেলে কিছু সমস্যা থাকলেও

অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ মন্তব্য করেন।

উপদেষ্টা বলেন, পর্যাপ্ত পরিমাণ নিত্যপণ্য আমদানি করা হয়েছে। সরবরাহে কোন ঘাটতি নেই। কোন আমদানিকারক বন্দর থেকে নির্ধারণ সময়ে পণ্য না নিলে তিন গুণ জরিমানা দেওয়া লাগবে।

এর আগে, ডিসেম্বরে চাঁদপুরের হাইমচরে মেঘনা নদীতে ডুবে যাওয়া এম ভি আল-বাখেরা সারবাহী নৌযানে দুর্ঘটনায় নিহত ৬ জন শ্রমিকের পরিবারকে চেক হস্তান্তর করা হয়।

শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে দুই লাখ এবং আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান নোয়াপাড়া গ্রুপের পক্ষ থেকে ৩ লাখ টাকার চেক দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে ইসলামী ব্যাংক এজেন্ট শাখায় চুরি

স্টাফ রিপোর্টার : মেহেরপুরের বামুন্দী বাজারে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখায় রাতের আঁধারে ভল্ট কেটে ৮ লাখ টাকা সংঘবদ্ধ চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় চোরের দল ব্যাংকে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ডিভিয়ার খুলে নিয়ে গেছে। গত সোমবার দিবাগত রাতে দুর্বৃত্তরা ব্যাংকের পেছন দিকের গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গাংনী থানা পুলিশ। গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল জানিয়েছেন, গাংনী উপজেলার বামন্দী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন নজরুল টাওয়ারে তৃতীয় তলায় ইসলামী ব্যাংকের এজেন্টে ব্যাংকের গ্রিল ও ভল্ট কেটে টাকা চুরির ঘটনার খবর পেয় পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বামন্দী এজেন্ট ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক হামিদুর রহমান কাজল জানান, গত সোমবার ব্যাংকের কাজ শেষ করে ৮ লাখ ১০ হাজার টাকা ব্যাংকের ভল্টে রেখে ব্যাংক বন্ধ করে কর্মকর্তরা সবাই চলে যান। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে ব্যাংকের ক্যাশিয়ার ব্যাংকে প্রবেশ করে দেখে জানালার গ্রিল কাটা। দ্রত ভল্টকক্ষে গিয়ে দেখে ভল্ট কেটে টাকা নিয়ে গেছে। সঙ্গে নিয়ে গেছে সিসিটিভি ক্যামেরার ডিভিয়ার। এ ঘটনায় ব্যাংকটির সকল ধরনের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

মেট্রো ট্রেনের ভেতরে থাকবেন দুজন করে এমআরটি পুলিশ সদস্য

স্টাফ রিপোর্টার : মেট্রোরেলের অভ্যন্তরে বাড়তি নিরাপত্তার স্বার্থে এখন থেকে প্রতি সেট ট্রেনের (৬টি কোচ) ভেতরে দুজন করে এমআরটি পুলিশ সদস্য নিযুক্ত থাকবেন। গতকাল মঙ্গলবার থেকে এটি কার্যকর করা হয়েছে বলে জানান এমআরটি পুলিশের পরিদর্শক (অপারেশন) সুজিত কুমার গোমস্তা। তিনি বলেন, যাত্রীদের সঙ্গে থাকা বাচ্চা, বৃদ্ধ এবং মালামাল হারানো গেলে তাৎক্ষণিক খুঁজে বের করা, চুরি-ছিনতাই প্রতিরোধ করা, যাত্রীদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা নিয়ন্ত্রণসহ নাগরিক চাহিদা অনুযায়ী সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে এমআরটি পুলিশ। এমআরটি পুলিশের জনবল বৃদ্ধি করলে এবং পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র ইউনিট প্রতিষ্ঠা হলে সেবায় মান আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। মেট্রোরেল ও স্টেশনের নিরাপত্তার স্বার্থে ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে কাজ শুরু করে ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) পুলিশ।

খুবির বিভিন্ন স্থাপনা থেকে গুণীজনদের নাম বাদ, তীব্র প্রতিক্রিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) বিভিন্ন স্থাপনা থেকে প্রখ্যাত রসায়নবিদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জীববিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, পদার্থ বিজ্ঞানী ও শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কবি জীবনানন্দ দাশসহ গুণীজনদের নাম বাদ দেওয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ খুলনার সাধারণ মানুষ এ বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না। তারা বলছেন, রাজনৈতিক বিবেচনায় গুণীজনদের নাম স্থাপনা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক হয়নি। জানা গেছে, ২০১৬ সালের ২২ অক্টোবর তৎকালীন উপাচার্য ফায়েক-উজ-জামানের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সভায় ১৯টি ভবন ও স্থাপনার নতুন নামকরণ করা হয়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর গত বছরের ২৮ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার ও অধিকার আদায়ে ৩৭ দফা দাবি উত্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সেসব দাবির মধ্যে অন্যতম ছিল ক্যাম্পাসের সব স্থাপনা থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নাম বাদ দেওয়া। জানা যায়, শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গত ৪ ডিসেম্বর হল ও বিভিন্ন ভবনের নতুন নামকরণ প্রস্তাবনা কমিটি গঠন করে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গত ৮ ডিসেম্বর ওই কমিটি রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট নামসংবলিত হল ও ভবনের নতুন নাম প্রস্তাবের জন্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। বিজ্ঞপ্তিতে শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা হল, জয় বাংলা ভবন, সুলতানা কামাল জিমনেসিয়াম, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ প্রশাসনিক ভবন ও শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভবনের নাম পরিবর্তন প্রস্তাব হয়। ৮ ফেব্রুয়ারি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় নতুন নামকরণের অনুমোদন দেওয়া হয়। পরে ১২ ফেব্রুয়ারি নাম পরিবর্তনসংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করা হয়। আদেশে সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রশাসনিক ভবনের নাম পরিবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য গোলাম রহমানের নামে রাখা হয়। এ ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ বসু একাডেমিক ভবনের নাম একাডেমিক ভবন-১, জগদীশচন্দ্র বসু একাডেমিক ভবনের নাম একাডেমিক ভবন-২, কবি জীবনানন্দ দাশ একাডেমিক ভবনের নাম একাডেমিক ভবন-৩, জয় বাংলা ভবনের নাম একাডেমিক ভবন-৪, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের নাম বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন হল, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের নাম বিজয়-২৪ হল, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ প্রশাসনিক ভবনের নাম প্রশাসনিক ভবন, লালন সাঁই মিলনায়তনের নাম টিএসসি ভবন, শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. আলীম চৌধুরী চিকিৎসাকেন্দ্রের নাম খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টার, সুলতানা কামাল জিমনেসিয়ামের নাম খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়াম এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের নাম খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গবেষণাগার করা হয়। শহীদ বুদ্ধিজীবী ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা আবাসিক ভবনের নাম প্রফেসরস কোয়ার্টার, শহীদ বুদ্ধিজীবী ড. সুখরঞ্জন সমাদ্দার আবাসিক ভবনের নাম অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরস কোয়ার্টার, শহীদ বুদ্ধিজীবী ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব আবাসিক ভবনের নাম অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরস কোয়ার্টার এবং শহীদ বুদ্ধিজীবী এস এম এ রাশিদুল হাসান আবাসিক ভবনের নাম লেকচারার্স কোয়ার্টার রাখা হয়েছে। স্থাপনা থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম বাদ দেওয়া হয়নি। শিক্ষকরা বলেন, ১৯৯১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের সময় কোনো স্থাপনাই রাজনৈতিক ব্যক্তির নামে হয়নি। ২০১৬ সালে এই ধারার ছন্দপতন ঘটান তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ফায়েক-উজ-জামান। ওই সময় ছাত্রদের নতুন হল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ছাত্রীদের নতুন হল বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের নামে করা হয়। দ্বিতীয় দফায় অধ্যাপক ফায়েক-উজ-জামান ২০১৬ সালের ২২ অক্টোবর সিন্ডিকেটের ১৮৮তম সভায় ১৯টি ভবন ও স্থাপনার নতুন নামকরণের সিদ্ধান্ত নেন। তখন একাডেমিক ভবন-১-কে ড. সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে, একাডেমিক ভবন-২-কে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নামে, একাডেমিক ভবন-৩ কবি জীবনানন্দ দাশের নামে, নির্মাণাধীন ১০ তলা চতুর্থ একাডেমিক ভবনকে জয় বাংলা ভবন, প্রশাসনিক ভবনকে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদের নামে এবং পুরনো প্রশাসনিক ভবন সৈয়দ নজরুল ইসলামের নামে করা হয়। এ ছাড়া টিএসসিকে লালন সাঁই মিলনায়তন, অতিথি ভবনকে মাইকেল মধুসূদনের নামে, কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের নামে, মেডিকেল সেন্টারকে শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. আলীম চৌধুরীর নামে, জিমনেশিয়ামকে সুলতানা কামালের নামে, আইইআর ভবনকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে, আবাসিক ভবনগুলোর মধ্যে প্রফেসরস কোয়ার্টারকে শহীদ বুদ্ধিজীবী ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার নামে, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরস কোয়ার্টারকে শহীদ বুদ্ধিজীবী ড. সুখরঞ্জন সমাদ্দারের নামে, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরস কোয়ার্টারকে শহীদ বুদ্ধিজীবী ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব এবং লেকচারারস কোয়ার্টারকে শহীদ বুদ্ধিজীবী এস এম এ রাশিদুল হাসানের নামে করা হয়। চতুর্থ একাডেমিক ভবন, টিএসসি ও জিমনেশিয়ামের কাজ তখন শুরুই হয়নি। সূত্রটি জানায়, গণ-অভ্যুত্থানের পর গত ২৮ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারে ৩৭ দফা দাবি উত্থাপন করেন শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ক্যাম্পাসের সব স্থাপনা থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তির নামবদল। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন খুলনা মহানগরের সদস্যসচিব জহুরুল তানভীর এর প্রতিক্রিয়ায় ফেসবুকে লিখেন, মাথাব্যথা করতেছে, তাই মাথাটাই কেটে ফেললামড়এই হলো খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের নাম পরিবর্তনের অবস্থা! খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. এস এম মাহবুবুর রহমান বলেন, ছাত্রদের দাবির মুখে অধ্যাপক ড. এ টি এম জহির উদ্দিনকে প্রধান করে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গত ১২ ডিসেম্বর গণবিজ্ঞপ্তি দিয়ে নামের প্রস্তাব চায়। এরপর কমিটির প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে উত্থাপন করা হলে তারা সেটির অনুমোদন দিয়েছে। পরে গত ১২ ফেব্রুয়ারি অফিস আদেশ জারি করা হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) খুলনার সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির বলেন, এটা খুবই নিম্ন মানসিকতা ও নিম্ন রুচির পরিচয়। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এ ধরনের মানসিকতা চিন্তায়ও আসে না। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থী আয়মান আহাদ বলেন, যেসব ভবন বা স্থাপনা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নামে সেগুলো পরিবর্তন করার জন্য শিক্ষার্থীদের দাবি ছিল। কিন্তু অরাজনৈতিক ব্যক্তির নামে থাকা ভবনের নামও পরিবর্তন করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। নাম পরিবর্তন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক এ টি এম জহিরউদ্দিন বলেন, ছাত্রদের দাবির প্রেক্ষিতে কমিটি করা হয়। দাবি ছিল পলিটিক্যালি বায়াসড নামগুলো পরিবর্তন করা। শুধু ওই নামগুলো পরিবর্তনের বিষয়ে নতুন নামের প্রস্তাব চেয়ে গণবিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলাম। তিনি আরও বলেন, আমরা যে নামগুলো পেয়েছিলাম, সেগুলো শুধু কম্পাইল (সংকলন) করে কর্তৃপক্ষের কাছে দিয়েছি। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক মো. মুজিবর রহমান বলেন, হল ও বিভিন্ন ভবনের নতুন নামকরণ প্রস্তাবনা কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছে, সিন্ডিকেটের সদস্যরা কোনো অভিমত-অভিপ্রায় ব্যক্ত না করে শুধু সেটি পাস করেছেন। সিন্ডিকেট থেকে নতুন করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়নি।

সরকারি প্রাথমিকে ৬৫৩১ শিক্ষকের

নির্বাচিত কোনো প্রার্থীর অনুকূলে নিয়োগপত্র জারি না হলে জেলা অফিসে যোগদান না করলে বা পদায়িত বিদ্যালয়ে যোগদান না করলে (কারণ ও মতামতসহ) ২০ মার্চ তালিকা অধিদপ্তরে পাঠাতে হবে।

দুর্নীতির মামলায় খালাস চাওয়া

বিভাগ এই আদেশ দেন। আদালতে আমানের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার এএম মাহবুব উদ্দিন খোকন। এর আগে ২০২৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর দুর্নীতির মামলায় ১৩ বছরের সাজার বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেন বিএনপি নেতা আমান উল্লাহ আমান। আপিল আবেদনে তিনি খালাস চেয়েছেন।২০০৭ সালের ৬ মার্চ সম্পদের তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে রাজধানীর কাফরুল থানায় আমান দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। ওই বছরের ২১ জুন আমান উল্লাহ আমানকে ১৩ বছর এবং তার স্ত্রী সাবেরাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেন বিশেষ জজ আদালত। এরপর ওই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন তারা।
২০১০ সালের ১৬ আগস্ট হাইকোর্ট তাদের খালাস দেন। পরে হাইকোর্টের ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল করে দুদক। আপিল বিভাগ ২০১৪ সালের ২৬ মে হাইকোর্টের রায় বাতিল করে আপিলটি পুনঃশুনানির নির্দেশ দেন। ২০২৩ সালের ৩০ মে হাইকোর্টের একই বেঞ্চ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় আমানের ১৩ বছর ও তার স্ত্রী সাবেরা আমানের ৩ বছরের কারাদণ্ড বহাল রেখে আদেশ দেন।

হাতিরঝিলে চলন্ত গাড়িতে আগুন

প্রথমে ধোঁয়া দেখতে পাই, এরপর আগুন জ্বলে ওঠে। চালক দ্রুত গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন, ফলে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, আর রাস্তার ওপর যানজট তৈরি হয়।"এ ঘটনায় হাতিরঝিল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. রাজু বলেন, "যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মহানগর ব্রিজের ওপরে একটি প্রাইভেটকারে আগুন ধরে যায়। আগুন নেভানোর কাজ চলছে এবং এখন পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে নিরাপত্তার স্বার্থে আপাতত ওই ব্রিজ দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।" ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মকর্তা জানান, রাজধানীর ব্যস্ততম এলাকাগুলোর মধ্যে হাতিরঝিল অন্যতম। এ ধরনের জরুরি পরিস্থিতিতে যানজটের কারণে উদ্ধার কাজ ব্যাহত হয়। তারা অনুরোধ করেছেন, যেন ফায়ার সার্ভিসের গাড়িগুলো চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রাখা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশের পক্ষ থেকে চালকদের বিকল্প পথ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে যানজট কমে এবং উদ্ধার কাজ দ্রুত শেষ করা যায়। এই ঘটনার পর যানবাহন চালকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে গরমের সময় যানবাহনের রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো না হলে এ ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে বলে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন। গাড়ির ইঞ্জিন, গ্যাস সিলিন্ডার ও বৈদ্যুতিক সংযোগ নিয়মিত পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়ানো যায়। বর্তমানে মহানগর ব্রিজ দিয়ে যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চালকদের বিকল্প পথ ব্যবহারের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিএনপির দুই পেশাজীবী সংগঠনের

বাংলাদেশ (এএবি) এর বর্তমান কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। শিগগির এই সংগঠনের কমিটি ঘোষণা করা হবে।

বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটির

জুলাই-আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সোসাইটির পূর্ববর্তী কমিটির সম্মিলিত পদত্যাগে একটি প্রশাসনিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়, যার ফলে সোসাইটির কার্যক্রম প্রায় অচল হয়ে পড়ে। কিছুদিন পূর্বে দেশের জাতীয়তাবাদী অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে, কাউকে কিছু না জানিয়ে অল্প সংখ্যক চিকিৎসককে নিয়ে একটি মহল চর দখলের মতো ফ্যাসিস্ট কায়দায় একটি কমিটি ঘোষণা করে। সেই কমিটি সমগ্র অর্থোপেডিক চিকিৎসক সমাজ প্রত্যাখ্যান করে এবং সাথে সাথেই এই ফ্যাসিস্ট কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে গণতন্ত্রকামী দেশ সেরা চিকিৎসকদের নিয়ে, নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে ডা. ওয়াকিল আহমদ, ডা. সৈয়দ জাকির হোসেন বিপ্লব ও ডা. তাজুল ইসলাম রবির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে।
তারা বলেন, নবগঠিত কমিটির পরিচিতি সভার দিন প্রত্যাখ্যাত কমিটির নিন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য কর্মকাণ্ডের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সিনিয়র নেতাদের পরামর্শে ডিরেক্টর নিটোর-এর অফিস কক্ষে উভয় কমিটির উপস্থিতিতে বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটির সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হয় যার ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষিত আছে। যদিও সিংহভাগ অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞ ডা. ওয়াকিল ডা. বিপ্লব ও ডা. রবি পরিষদের সাথেই ছিলেন। তবু বৃহত্তর স্বার্থে আমরা এতে সম্মত হই।
তারা আরও বলেন, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ওই ক্ষুদ্র গোষ্ঠী পুনরায় আলাপ-আলোচনার তোয়াক্কা না করে এবং ওয়াদা বরখেলাপ করে একটি পরিবর্তিত ও অগ্রহণযোগ্য কমিটি ঘোষণা করেছে যেখানে ফ্যাসিবাদী চক্রের সম্পৃক্ততা স্পষ্ট। আমরা অর্থোপেডিক চিকিৎসক সমাজের বৃহত্তর অংশের পক্ষ থেকে এই অগণতান্ত্রিক ও বিভ্রান্তিকর কমিটিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছি। একই সাথে ডা. ওয়াকিল, ডা. বিপ্লব, ডা. রবির নেতৃত্বে ১৬১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়।
এ সময় সোসাইটির পক্ষ থেকে পাঁচ দফা কর্মপরিকল্পনাও তুলে ধরে নতুন কমিটির নেতারা। সেগুলো হলো-জুনিয়র অর্থোপেডিক সার্জনদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শহরে কর্মরত অর্থোপেডিক সার্জনদের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা; নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করে গণতান্ত্রিক উপায়ে আগামী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা; বিভাগীয় পর্যায়ে অর্থোপেডিক সোসাইটি কমিটি গঠন করা; এবং আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে দেশে সোসাইটিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমুন্নত করা।

অর্থপাচার মামলায় তারেক রহমান

আল মামুনের ৭ বছরের সাজাও স্থগিত করা হয়। একইসঙ্গে তাদের জরিমানাও স্থগিত করেন আপিল বিভাগ।

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের

চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার হুমায়ন কবির পল্লব একটি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান ও তিনজন আইনজীবীর পক্ষ থেকে নোটিশটি পাঠান। নোটিশে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে বিবাদী করা হয়। নোটিশদাতারা হলেনড় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান ল অ্যান্ড লাইফ ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট বায়েজীদ হোসাইন, অ্যাডভোকেট নাঈম সরদার ও ঢাকা জজকোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ওসমান গনি। নোটিশে উল্লেখ করা হয়, ২০১৩ সালের নিরাপদ খাদ্য আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী খাদ্য বিষয়ে অনূন ২৫ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং বিস্তৃত বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন। অথচ বর্তমান চেয়ারম্যান একজন অতিরিক্ত সচিব। নিরাপদ খাদ্য আইনের ৯ ধারার কোনও যোগ্যতাই বর্তমান চেয়ারম্যানের নেই। কোন যোগ্যতাবলে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বর্তমান চেয়ারম্যান তার পদে রয়েছেনড় সে সম্পর্কে বিবাদীদের নোটিশ গ্রহণের তিন দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়। উপযুক্ত জবাব দিতে ব্যর্থ হলে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট দায়ের করা হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সংশ্লিষ্ট শাখায় রিটটি দায়ের করা হয়। রিটে শুনানি শেষে আদালত রুল জারি করেন। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার হুমায়ন কবির পল্লব বলেন, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের পদটি একটি টেকনিক্যাল পোস্ট। অথচ এখানে নিয়োগ হয়েছে একজন সরকারি আমলাকে, যার খাদ্য সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। শুনানি শেষে আদালত রুল জারি করেছেন। আশা করছি, সংশ্লিষ্টরা রুলের জবাব দেবেন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আওয়ামী লীগের বিচার না হওয়া

কোনো রাজনৈতিক দল ভুল করেও যেন নির্বাচনের কথা না বলে। তিনি আরও বলেন, খুনি হাসিনাকে বাংলাদেশে নিয়ে আসতে হবে। সে বিচারের মঞ্চে দাঁড়াবে, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াবে। যে হাসিনার নির্দেশে এতগুলো হত্যা হয়েছে সে যেন বিচার না দেখা পর্যন্ত কীভাবে এ দেশের মানুষ ভিন্ন কিছু চিন্তা করে?
তিনি বলেন, যতদিন না আমরা খুনি হাসিনাকে ওই ফাঁসির মঞ্চে না দেখি এই বাংলাদেশে কোনো নির্বাচন হবে না। আমরা রাজপথে ছিলাম। আমরা যে ভাইয়েরা রাজপথে জীবন দিয়েছে, সে ভাইয়েরা যে মায়েদের চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়ছে আমরা যেন মরার আগে অন্তত খুনি হাসিনার বিচারটা দেখে মরতে পারি। তিনি আরও বলেন, আমরা শুধু আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ করতে চাই, আমরা যেন আমাদের মায়েদের পাশে থাকার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে চেষ্টা করবো।
এ সময় জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বোরো মৌসুমে অরক্ষিত হাওরের

হলে পাহাড়ি ঢলে বোরো ধানের ক্ষতির শঙ্কা রয়েছে। হাওরের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বাঁধের কাজে গাফিলতি করা হচ্ছে। শুরু কাজগুলোতে ৭০-৮০ ভাগ কাজ শেষ হওয়ার কথা বললেও বাস্তবে চিত্র ভিন্ন। আর বাঁধের কাজ যেমন ঢিমেতালে হচ্ছে তাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা শেষ করা সম্ভব নয়। ফলে ঝুঁকিতে রয়েছে হাওরের বোরো ফসল।
এদিকে হাওর বাঁচাও আন্দোলন সংশ্লিষ্টদের মতে, কৃষকের ধান রক্ষায় বাঁধের কাজ সময়মতো শুরু করা জরুরি। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুদিন পর কর্তৃপক্ষকে বাঁধের কাজ শুরু হয়। সরকারি হিসাবে ৭০-৮০ ভাগ কাজ হয়েছে বলে দাবি করা হলেও অনেক বাঁধের কাজ বাকি। বাকি আছে মাটিই শেষ নয়, বাঁধের কম্পেকশন, দুরমুজ ও ঘাস লাগানো বাকি। হাতে মাত্র কয়েকদিন আছে। এর মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।
অন্যদিকে পাউবো সংশ্লিষ্টদের মতে, ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সব ফসল রক্ষা বাঁধের কাজ শেষ হবে। ইতিমধ্যেই ৮০ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। তবে কোথাও কোথাও কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। তবে কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হবে। সিলেটের তিন উপজেলার পাঁচটি হাওরে ২২টি পিআইসির মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণের কাজ হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৬০ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। আর হবিগঞ্জ জেলায় ১৬টি হাওর রয়েছে। সেখানে ১৬টি পিআইসির মাধ্যমে কাজ হচ্ছে। ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সব কাজ শেষ হবে।
সার্বিক বিষয়ে পাউবো সিলেটের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী শফিকুল ইসলাম জানান, হাওর রক্ষা বাঁধ নির্মাণে কোনো অনিয়ম সহ্য করা হবে না। এটি আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কঠোর তদারকির মধ্যে কাজ চলছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাঁধ নির্মাণকাজ শেষ হবে।

জিল্লুর রহমানের অভিযোগের জবাব

এবার সেই ঘটনার সাফাই দিলেন হাসনাত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে তিনি ওই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন:
সম্প্রতি তৃতীয় মাত্রার সঞ্চালক ও সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডির নির্বাহী পরিচালক সাংবাদিক জিল্লুর রহমানের করা একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলাওভাবে প্রচারিত হচ্ছে। ভিডিওতে তিনি দাবি করেছেন, রাজধানীর একটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আমি 'ধমকের' সুরে কথা বলেছি এবং তাদেরকে নানাভাবে হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দেওয়ার 'হুমকি' পর্যন্ত দিয়েছি! অথচ বাস্তবে এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। তার এই অভিযোগ পুরোপুরি অসত্য ও জঘন্য মিথ্যাচারের নামান্তর।
ঘটনার সূত্রপাত হয় গতকাল সকালে?। যখন ঢাকাস্থ বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একটি বাচ্চা মারা যায়। মৃত্যুর আগে বাচ্চাটির চিকিৎসা বাবদ দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা বিল এসেছে বলে জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সেখান থেকে এক লক্ষ টাকা পরিশোধ করে নিহতের পরিবার। বকেয়া থাকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এই টাকা বকেয়া রেখে মৃত বাচ্চাটির লাশ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তারা জানায়, সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করা ব্যতীত লাশ হস্তান্তরের কোনো সুযোগ আমাদের নেই।
পরবর্তীতে শিশুটির পরিবার ফোনে আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি মৃতের পরিবারের মোবাইল থেকেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলার চেষ্টা করি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে আমি এতটুকুই বলতে চেষ্টা করি যে, টাকা কমানো বা মওকুফ করার এখতিয়ার সম্পূর্ণ আপনাদের। আমি শুধু অনুরোধ করতে পারি। উল্লেখ্য, দিশেহারা নিহতের পরিবার কর্তৃপক্ষের কাছে বিল মওকুফের ব্যাপারে অনুরোধ করার সময়ে, সেখানে হাসপাতালের একজন ডেপুটি ডিরেক্টর উপস্থিত থাকলেও, তিনি কোনোরকম সহায়তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। উনার সাথে বার বার কথা বলতে চাইলেও উনি কথা বলতে রাজি হননি।কুমিল্লায় অবস্থান করায় সেখানে সশরীরে গিয়ে সহযোগিতা করার সুযোগ আমার ছিল না। সেজন্য আমার পরিচিত দুইজন ভাইকে আমি হাসপাতালে যাওয়ার জন্য বলি। যাতে ওনারা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে লাশ হস্তান্তরের ব্যাপারে নিহতের পরিবারকে সহযোগিতা করতে পারেন।
এই বিষয়টিকেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 'আমার কথা না শুনলে লোক পাঠিয়ে হাসপাতাল ভাঙচুর করা হবে' বলে উপস্থাপন করা হয়। যা স্পষ্টত অন্যায় এবং চরম মিথ্যাচার।
ঘটনার বিস্তারিত জানার জন্য আমি আমার পরিচিত একাধিক সংবাদকর্মীকে ওই হাসপাতালে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করি। দৈনিক মানবজমিন ও যমুনা টেলিভিশনের দুইজন প্রতিনিধিকে আমি নিজে ফোন করে এই বিষয়ে অবহিত করি। তৎক্ষণাৎ তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে এই বিষয়ে কথা বলতে চাইলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে। এবং অপেক্ষার কথা বলে পরবর্তীতে আর কেউই তাদের সাথে যোগাযোগ করেনি, কথাও বলেনি!
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে একজন ব্রিগেডিয়ার আমাকে ফোন করলে আমি তাকে এভাবেই বলি যে, টাকা কমানোর ব্যাপারে আমি মানবিক জায়গা থেকে আপনাদের কাছে অনুরোধ করতে পারি কেবল। সে অনুরোধ আপনারা বিবেচনা করবেন কি করবেন না তা একান্তই আপনাদের প্রাতিষ্ঠানিক পলিসিগত সিদ্ধান্ত। কিন্তু আপনারা তো আমাদের অনুরোধটাই শুনছেন না। দায়িত্বরত কেউ কথা বলতে রাজি হচ্ছেন না। এরকম অসহযোগিতামূলক আচরণ কি একটা নিহতের পরিবার ডিজার্ভ করে? স্রেফ টাকার জন্য একটা বাচ্চা শিশুর লাশ আপনারা আটকে রাখছেন, তার পরিবারের অনুরোধটুকু পর্যন্ত শুনছেন না, এটা কোন ধরনের পেশাদার আচরণের উদাহরণ? ফ্যাসিবাদ পরবর্তী বাংলাদেশে একজন নিহতের অসহায় পরিবারের সাথে এই ধরনের অমানবিক আচরণ আদৌ গ্রহনযোগ্য কিনা? এসব শুনে, উনি নিজে ব্যাপারটি মীমাংসা করবেন বলে আমাকে আশ্বস্ত করেন।
মূল ঘটনা এই পর্যন্তই।কিন্তু এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক জিল্লুর রহমান তার ভিডিওতে যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন মিথ্যাচার। নিজের পূর্বপরিচিত চিকিৎসকের মনগড়া গল্প শুনে এবং আমার পক্ষ থেকে কোনো ধরনের স্টেটমেন্ট না নিয়েই তিনি যে একপাক্ষিক বয়ান তৈরি করেছেন তা কোনোভাবেই নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার সংজ্ঞায় পড়ে না।অন্তত জিল্লুর রহমানের মত একজন নির্ভরযোগ্য সাংবাদিক যে কিনা দীর্ঘ সময় ধরে ফ্যাসিবাদের বিপক্ষে সরব ও শক্ত অবস্থানে ছিলেন, যার মুখ থেকে সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে উপস্থাপিত হতে দেখে আমরা ফ্যাসিবাদি, খুনি হাসিনাকে উৎখাতের শক্তি ও সাহস পেয়েছি বছরের পর বছর; তার থেকে এমন একপাক্ষিক, ভিত্তিহীন আর বায়াসড বক্তব্য কখনোই প্রত্যাশা করি না আমরা। ওনার এমন বক্তব্য ও তার ফলাও প্রচার আমাদের ভীষণভাবে আশাহত করে।
পূর্বপরিচয়ের সূত্র ধরে কোনোরকম সত্য-মিথ্যা যাচাই না করেই এই ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট বক্তব্য সাংবাদিক জিল্লুর রহমানের বস্তুনিষ্ঠতাকে অত্যন্ত বাজেভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ভবিষ্যতে তার যেকোনো বক্তব্যকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে গ্রহণ করা যাবে কিনা সেটাও এখন প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয়।

দাবি আদায়ে অনশনের ষষ্ঠ দিনে

আধাসরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ঠিকাদার প্রথা বাতিল করতে হবে। বিনা কারণে চাকুরিচ্যুতদের পুনর্বহাল করতে হবে এবং বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে হবে; আমাদের দাবি এটাই।
অনশনে কর্মসূচিতে প্রায় ৫ শতাধিক আউটসোর্সিং কর্মী উপস্থিত ছিল। এতে করে সাময়িকভাবে রাস্তায় কিছুটা যানজটের সৃষ্টি হয়।

গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় গ্রেপ্তার ১৫৫

পুলিশি চেকপোস্ট পরিচালনা করা হয়। তিনি আরও জানান, জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির টহল টিমের পাশাপাশি মহানগরীর বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ স্থানে দুই ধাপে সিটিটিসির ১৪টি, তিন পালায় অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট (এটিইউ) এর ১২টি এবং ডিএমপির সঙ্গে রাতে র‌্যাবের ১০টি টহল টিম দায়িত্ব পালন করে। এছাড়াও পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট এপিবিএন কর্তৃক ২০টি চেকপোস্ট পরিচালনা করা হয়।
গত ২৪ ঘণ্টায় মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১৫৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারদের মধ্যে রয়েছে ১১ জন ডাকাত, ৩৩ জন পেশাদার সক্রিয় ছিনতাইকারী, পাঁচজন চাঁদাবাজ, ৯ জন চোর, ২৮ জন চিহ্নিত মাদক কারবারি, ১৭ জন পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ অন্যান্য অপরাধে জড়িত অপরাধী। অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে ব্যবহৃত সাতটি চাকু, একটি চাইনিজ কুড়াল, একটি চাপাতি, দুটি ছোরা, একটি স্টিলের পাত, চারটি রড, ছয়টি বাঁশের লাঠি, একটি সামুরাই, ছয়টি মোবাইল ফোন, দুটি মোটরসাইকেল ও একটি টমটম উদ্ধার করা হয়। এছাড়া উদ্ধারকৃত মাদকের মধ্যে রয়েছে ১৬ কেজি ৫৩০ গ্রাম গাঁজা, ২৪৪৯ পিস ইয়াবা ও আট লিটার মদ।
গত ২৪ ঘণ্টায় ডিএমপির বিভিন্ন থানায় ৬৩টি মামলা রুজু করা হয়। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ধ্বংসের মুখে পরিবেশ, সচেতনতার

তখন তা মাছের খাদ্যে পরিণত হয়। এই মাছ মানুষের খাদ্য হয়ে আবার শরীরে প্রবেশ করে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্লাস্টিকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা (মাইক্রোপ্লাস্টিক) মানুষের রক্তে প্রবেশ করছে, যা ক্যানসারসহ নানা রোগের কারণ হতে পারে। পৃথিবীর বাতাস, পানি ও মাটি আজ ভয়াবহ দূষণের শিকার। শিল্পায়ন, নগরায়ন ও মানুষের অসচেতনতা এই দূষণকে আরও ত্বরান্বিত করছে।
ভুক্তভোগীরা যা বলেনবরগুনার পাথরঘাটার জেলে আব্দুর রহিম (৫০) বলেন, 'আগে নদীতে মাছের খুব অভাব ছিল না। এখন প্লাস্টিক আর পলিথিনে নদী ভরে গেছে। জাল ফেললেই মাছের বদলে এসব বর্জ্য উঠে আসে। এগুলোর কারণে মাছও মরছে, আমাদেরও ক্ষতি হচ্ছে।'স্থানীয় কৃষক আমির হোসেন (৪৫) বলেন, 'আমাদের জমিতে আগের মতো ফসল হয় না। বাজারের পলিথিন মাটিতে মিশে গিয়ে জমির উর্বরতা কমিয়ে দিচ্ছে। মাটিতে পানি আটকে যাচ্ছে, শিকড় ঠিকমতো বেড়ে উঠতে পারছে না।'পাথরঘাটা বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যপ্রধান এলাকা। এখানকার নদ-নদী এবং সমুদ্রনির্ভর অর্থনীতি মূলত মৎস্য শিকার ও কৃষির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তবে প্লাস্টিক ও পলিথিন দূষণের কারণে এখানকার বাস্তুসংস্থান হুমকির মুখে পড়েছে।পরিবেশকর্মী আরিফুর রহমান বলেন, 'আমরা প্রতিদিন দেখতে পাই কিভাবে পলিথিন নদীতে পড়ে মাছের জন্য বিপদ তৈরি করছে। প্লাস্টিক ভেঙে ছোট ছোট টুকরোয় পরিণত হয়, যা মাছ খেয়ে ফেলে। এই দূষণ রোধ না করলে ভবিষ্যতে উপকূলের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে।শফিকুল ইসলাম খোকন একজন পরিবেশপ্রেমী ব্যক্তি, যিনি প্লাস্টিক ও পলিথিন দূষণের বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে সচেতনতা তৈরি করছেন। তিনি নিজ উদ্যোগে পাথরঘাটার বিভিন্ন হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ ও নদীপাড়ের জেলেদের মধ্যে গিয়ে প্লাস্টিক বর্জনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। নিজের পোশাকের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাপড়ের ব্যাগ ও পাটের ব্যাগ ব্যবহারে উৎসাহিত করেন।
শফিকুল ইসলাম খোকন বলেন, 'মানুষ সচেতন হলেই প্লাস্টিক দূষণ কমানো সম্ভব। আমরা প্রচারণা চালাচ্ছি, যাতে মানুষ বুঝতে পারে প্লাস্টিক আমাদের কী ক্ষতি করছে। যদি সবাই সচেতন হয়, তাহলে পলিথিনমুক্ত পরিবেশ গড়া সম্ভব। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পেইন এবং প্লাস্টিকমুক্ত পাথরঘাটা গড়তে নিয়মিত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছি।'প্লাস্টিক দূষণ রোধে করণীয়পলিথিন ও একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করতে হবে। পাট, কাপড়, ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য ব্যাগের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে স্থানীয় প্রশাসনকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। পরিবেশবান্ধব শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্লাস্টিক বর্জন নিশ্চিত করতে হবে। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার চালাতে হবে। উপকূলীয় এলাকায় বিশেষ করে মৎস্যজীবীদের জন্য পরিবেশবান্ধব নীতি গ্রহণ করতে হবে।প্লাস্টিক দূষণ শুধু একক কোনো এলাকার সমস্যা নয়, এটি বৈশ্বিক সংকট। বরগুনার পাথরঘাটার মতো এলাকাগুলোয় এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। যা ভবিষ্যতে আরও ভয়ংকর রূপ নিতে পারে। তবে ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকার, স্থানীয় প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব। শফিকুল ইসলাম খোকনের মতো সচেতন মানুষদের পাশে দাঁড়ালে এবং সবাই মিলে প্লাস্টিকমুক্ত জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তুললে হয়তো আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যেতে পারবো।

শেখ হাসিনার কন্যা পুতুলের সূচনা

প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমে শত-শত কোটি টাকা অবৈধভাবে উপার্জন করে মানিলন্ডারিং-এর মাধ্যমে বিদেশে পাচারের অভিযোগ রয়েছে।
প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, সূচনা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এবং সূচনা ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সূচনা ফাউন্ডেশন অস্থাবর সম্পদসমূহ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। অনুসন্ধান নিষ্পত্তির সম্পদ হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত হলে পরবর্তীতে উক্ত টাকা উদ্ধারকরণ দুরূহ হয়ে পড়বে। অনুসন্ধানকালে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক পুতুলের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অস্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে যা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের বিধান মতে অবরুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক। আদালত আবেদন মঞ্জুর করে আদেশ দেয়।

বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে

-অভ্যুত্থান যাতে ব‍্যর্থ না হয়, পুরনো সংবিধান ও শাসনকাঠামো রেখে একটি নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব নয়। কেবল সরকার পরিবর্তন করেই আমাদের জনগণের যে কল‍্যাণ সেটি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সেজন‍্য আমরা বলছি, এই ২৪ সালে গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়েছে, কেবল সরকার পরিবর্তন নয়, শাসনকাঠামোসহ পুরো সাংবিধানিক পরিবর্তন করে নতুন একটি বাংলাদেশের যাত্রা শুরু করতে চাই। যেখানে প্রকৃত গণতন্ত্র, ইনসাফ এবং সাম‍্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।'
এর আগে, সাভারের স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাকর্মীরা। সকাল ৭টার দিকে তারা স্মৃতিসৌধে প্রবেশ করে শহীদদের ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
এ সময় দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস‍্যসচিব আখতার হোসেনসহ সকল নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির শূন্যপদ দ্রুত

কাছে থাকা সবশেষ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রশাসনে মোট চার লাখ ৭৩ হাজার একটি পদ খালি ছিল। এর মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির শূন্যপদের সংখ্যা ২ লাখ ৬৯ হাজার ৮৯৯টি। নিয়োগ কার্যক্রম স্থবির থাকায় শূন্যপদের সংখ্যা মোটামুটি একই রকম বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। ১৩তম থেকে ১৬তম পর্যন্ত (তৃতীয় শ্রেণি) শূন্যপদ এক লাখ ৪৪ হাজার ৬৫৪টি, ১৭তম থেকে ২০তম গ্রেডের চতুর্থ শ্রেণির শূন্যপদ এক লাখ ২৫ হাজার ২৪৫টি।
তৃতীয় শ্রেণির মোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা সাত লাখ ৬৫ হাজার ৬২৬টি, এ পদে কর্মচারী রয়েছেন ছয় লাখ ২০ হাজার ৯৭২ জন। অন্যদিকে চতুর্থ শ্রেণির মোট পদ পাঁচ লাখ ১৮ হাজার ৭৮৩টি। এ পদের বিপরীতে লোকবল আছে তিন লাখ ৯৩ হাজার ৫৩৮ জন।এ বিষয়ে জানতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোখলেস উর রহমানকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি ধরেননি।
তবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এপিডি (নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ) অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. এরফানুল হক বলেন, 'আগের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদগুলোতে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তর-সংস্থাগুলো সরাসরি নিয়োগ দিতে পারে। অর্থাৎ, নিজেরাই নিয়োগ দিতে পারে, এক্ষেত্রে পিএসসিতে যেতে হয় না।'তিনি বলেন, 'দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনতে ও মানুষকে যথাযথ সেবা নিশ্চিতে আগামী এক মাসের মধ্যে এসব পদে নিয়োগের জন্য বলা হয়েছে। এরই মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কাজও শুরু করেছে। তারাও অধীন দপ্তর-সংস্থাগুলোকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দিয়েছে।'কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, 'আমরা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চিঠি পেয়েছি। আমরা আমাদের অধীন দপ্তর-সংস্থাগুলোকে সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদগুলোতে নিয়োগ দ্রুত শুরু করার নির্দেশনা দিয়েছি। কার্যক্রম শুরু হয়েছে।'
গত কয়েক বছরের শূন্যপদজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে প্রশাসনে পাঁচ লাখ তিন হাজার ৩৩৩টি শূন্যপদ ছিল। এর মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিরই খালি পদ ছিল তিন লাখ ৩৪ হাজারটি।
২০২১ সালে প্রশাসনে মোট শূন্যপদ ছিল তিন লাখ ৫৮ হাজার ১২৫টি। এর মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদ খালি ছিল দুই লাখ ৭৪ হাজার ২২৮টি।
আমরা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চিঠি পেয়েছি। আমাদের অধীন দপ্তর-সংস্থাগুলোকে সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদগুলোতে নিয়োগ দ্রুত শুরু করার নির্দেশনা দিয়েছি। কার্যক্রম শুরু হয়েছে।- কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান
এর আগের বছর ২০২০ সালে ৩ লাখ ৮০ হাজার ৯৫৫টি পদ খালি ছিল প্রশাসনে। এর মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির শূন্যপদ ছিল দুই লাখ ৯৪ হাজার ৪২২টি।
তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির নিয়োগের নতুন ব্যবস্থা কতদূর!
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে পছন্দের লোক নিয়োগ, অর্থের বিনিময়ে নিয়োগসহ প্রায়ই নানা অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। এ প্রেক্ষাপটে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর পদে দ্রুত ও স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগের জন্য একটি কমিশন গঠনের বিষয়টি সামনে আসে। কিংবা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মতো তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ পিএসসির মাধ্যমে দেওয়ার বিষয়টি আলোচনায় আসে।
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি পদ্ধতি নির্ধারণে পিএসসিকে প্রস্তাব দিতে বলা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সেই প্রস্তাব জমা দেয় পিএসসি।
সরকারি চাকরিতে ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে নতুন কোন কর্তৃপক্ষ ও পদ্ধতিতে নিয়োগ দেওয়া হবে, এ বিষয়ে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) দেওয়া প্রস্তাব যাচাই করে সুপারিশ দিতে একটি কমিটিও করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। জনপ্রশাসনের একজন অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে আট সদস্যের যাচাই কমিটির সেই প্রতিবেদন পড়ে আছে।
সেই কমিটি পিএসসির মাধ্যমে ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের নিয়োগের সুপারিশ করে। গত বছরের ২৮ মে এক অনুষ্ঠানে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন তিন মাসের মধ্যে তাদের এই সুপারিশ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও সাংবাদিকদের জানান।

ইতালি থেকে এসে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুর শহরের পুরান বাজারে কাভার্ডভ্যান-মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে মো. অভি (১৮) ও মো. নিলয় (২০) নামে দুই তরুণ নিহত হয়েছেন। গত সোমবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১০টার দিকে পুরান বাজার বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সামনের সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত অভি পুরান বাজারের বাসিন্দা আব্দুস সালামের এবং নিলয় একই এলাকার মো. সেলিমের ছেলে। স্থানীয় একাধিক বাসিন্দা জানান, মোটরসাইকেলে করে নিলয় ও অভি পুরান বাজার থেকে নতুন বাজারের দিকে রওয়ানা হয়। ঘটনাস্থলে আসলে দ্রুতগামী বাইকের সঙ্গে প্রাণ কোম্পানির কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষ হয়। এ সময় তারা দুজন গুরুতর আহত হয়। তাৎক্ষণিক লোকজন তাদের উদ্ধার করে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মো. বিল্লাল হোসেন বলেন, হাসপাতালে আনার পর অভির মৃত্যু হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকায় রেফার করলে শহরের ওয়ারলেস বাজার এলাকায় অ্যাম্বুলেন্সে নিলয়ের মৃত্যু হয়। এদিকে, ঘটনার সংবাদ পেয়ে নিহতদের স্বজনরা হাসপাতালে আসেন এবং কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরিবারের লোকজন জানান, নিলয় ও অভি তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে ইতালি থাকেন। তাদের চাচাতো বোনের বিয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য দেশে এসেছেন। চাঁদপুর সদর মডেল থানা পুলিশ জানায়, ঘটনার পর থানার এসআই মোখলেছুর রহমান দুটি মরদেহের সুরতহাল করেছেন। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করে থানায় আনা হয়েছে। কাভার্ডভ্যানের চালক পালিয়েছে এবং হেলপার ইসমাইল হোসেন থানা হেফাজতে আছেন। চাঁদপুর সদর মডেল থানার ওসিমো. বাহার মিয়া বলেন, কাভার্ডভ্যান জব্দ করা হয়েছে এবং হেলপার আটক আছে। এই ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাসে তুলে অটোরিকশাচালককে হত্যার অভিযোগ, চার ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের নতুন বাজার এলাকায় দ্রুতগতির তাকওয়া (মিনিবাস) পরিবহনের বাসে তুলে লিটন মিয়া (৩৫) নামে এক অটোরিকশাচালকের হাত ও পায়ের রগ কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক চার ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকরা। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত চার ঘণ্টা তারা মহাসড়কের নতুন বাজার এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। পরে সড়কের দুই পাশে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হলে দুর্ভোগে সৃষ্টি হয়। এতে ওই সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রী, চালক ও সকালে কর্মস্থলে যাওয়া আশপাশের পোশাকশ্রমিকরা। মহাসড়কে অটোরিকশা রেখে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকেন অটোরিকশাচালকরা। এ সময় অনেক যাত্রীকে যানবাহন থেকে নেমে হেঁটেই গন্তব্যে যেতে দেখা গেছে। পবিত্র রমজানের শুরুতেই সড়ক অবরোধের কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েন বিভিন্ন গন্তব্যের লোকজন। এ সড়ক দিয়ে নিয়মিত চলাচল করেন গাজীপুর জজ আদালতের আইনজীবী ইসমাইল হোসেন। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, তাকওয়া পরিবহনের বাসগুলো সড়কে বেপরোয়াভাবে চলাচল করে। শুনেছি গত সোমবার রাতে এক অটোরিকশাচালককে তাকওয়া পরিবহন থেকে ধাক্কা দিয়ে সড়কে ফেলে চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে। ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলা এলাকার এক পোশাক কারখানার কর্মকর্তা তাহাজ্জদ হোসেন বলেন, এটা অন্যভাবেও সমাধান করতে পারতো শ্রমিকরা। বারবার দেখছি শ্রমিকদের সঙ্গে কিছু একটা হলেই তারা জনগণকে জিম্মি করে, সড়ক বন্ধ করে দেয়। এতে রোজার মধ্যে মানুষের কষ্ট হচ্ছে। এটা মগের মুল্লুক, কিছু হলেই সড়ক অবরোধ। ক্ষুব্ধ কয়েকজন যাত্রী বলেন, ঘর থেকে বের হলেই মাথায় টেনশন থাকে সড়কের কোথায় যেন অবরোধ শুরু হয়ে গেলো। প্রতিদিনই কোনও না কোনও স্থানে কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহাসড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটছে। যানবাহনে কোথাও যাওয়া যাচ্ছে না। এভাবে তো কোনও আন্দোলন হতে পারে না। এ ধরনের আন্দোলন তুলে নিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বা প্রশাসনের কোনও তৎপরতা নেই। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা অটোরিকশাচালকরা সড়ক অবরোধ করে রেখেছেন। হত্যার ঘটনার অভিযোগকারী প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল লতিফ বলেন, গত সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে আমি মহাসড়কের পাশেই নতুন বাজারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাকওয়া পরিবহনের একটি বাস থেকে অটোরিকশাচালক লিটন মিয়াকে বাসেই হাত ও পায়ের রগ কেটে হত্যা করে নতুন বাজার এলাকায় ফেলে দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ চালক জনিকে আটকসহ তাকওয়া (মিনিবাস) পরিবহন জব্দ করে। অটোরিকশাচালক হাসমত আলী এবং দুলাল মিয়াসহ অন্যান্যরা অভিযোগ করেন, অটোরিকশাচালক লিটন মিয়াকে পরিকল্পিতভাবে বাসেই হাত ও পায়ের রগ কেটে হত্যা করা হয়েছে। শ্রীপুর থানার ওসি (অপারেশন) নয়ন কর বলেন, 'বিক্ষোভকারীদের দাবি ছিল অটোরিকশাচালককে হত্যার ঘটনায় মামলা করতে হবে। পরে তাদের হত্যা মামলার কাগজ দেখালে বেলা সাড়ে ১১টায় তারা মহাসড়ক থেকে সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। প্রসঙ্গত, অটোরিকশাচালক লিটন মিয়া নেত্রকোনার মদন উপজেলার শিবভাষা গ্রামের দুলাল মিয়ার ছেলে। তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে মেম্বারবাড়ী (শিরিরচালা) এলাকার আনোয়ার হোসেনের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। তার স্ত্রী স্থানীয় বাঘের বাজার এলাকায় মন্ডল গার্মেন্টস পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। গত সোমবার মহাসড়কের মাস্টারবাড়ী এলাকায় সড়কের পাশে লিটনের অটোরিকশা পার্কিং করা ছিল। তাকওয়া পরিবহন তার রিকশার লুকিং গ্লাস ভেঙে ফেলায় ওই পরিবহনের শ্রমিকদের সঙ্গে তার তর্ক হয়। পরে তাকে বাসে তুলে নিয়ে হাত ও পায়ের রগ কেটে হত্যার অভিযোগ ওঠে।

মৌলভীবাজারের নদী থেকে তরুণীর লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় মনু নদী থেকে এক তরুণীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এসময় তার সঙ্গে ভারতের ইস্যু করা রোহিঙ্গা লেখা পরিচয়পত্র পাওয়া যায়। গত সোমবার সন্ধ্যার দিকে কুলাউড়া উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়নের দাউদপুর এলাকায় মনু নদে বালুর চরে আটকে পড়া ওই তরুণীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। মরদেহের সঙ্গে ভারত সরকারের ইস্যু করা একটি পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে। এতে কার্ডধারীর নাম পারভিন ফাতেমা, বয়স ১৮ বছর এবং রোহিঙ্গা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ওই তরুণীকে অজ্ঞাতনামা উল্লেখ করে কুলাউড়া থানায় অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মনু নদীর উৎপত্তি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। নদীটি কুলাউড়া উপজেলার শরীফপুর ইউনিয়ন দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। শুষ্ক মৌসুম হওয়ায় নদে পানি কমে গেছে। বিভিন্ন স্থানে বালুর চর জেগেছে। গত সোমবার বিকেলে দাউদপুরে বালুর চরে এক নারীর লাশ আটকে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এসময় মরদেহের সঙ্গে একটি মুঠোফোন ও আইডি কার্ড পাওয়া যায়। কুলাউড়া থানার ওসিগোলাম আফছার বলেন, লাশ পচে গেছে। আইডি কার্ডটি ওই তরুণীর হতে পারে, আবার না-ও পারে। তরুণী ভারতের কোনো রোহিঙ্গা ক্যাম্পে হয়ত থাকতেন। এ কারণে আপাতত তাকে অজ্ঞাতনামা উল্লেখ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মৌলভীবাজার জেলা সদরে অবস্থিত ২৫০ শয্যার হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে তার মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা সম্ভব হবে।

কাপাসিয়ায় ইটভাটায় জরিমানা ও ভাংচুরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের কাপাসিয়ায় বাংলাদেশ ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি, কাপাসিয়া উপজেলা শাখার উদ্যোগে মালিক-কর্মচারিগণ তাদের ভাটাসমূহে প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত, জরিমানা ও ভাংচুরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। দেশব্যাপী সমিতির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এ বিক্ষোভ মিছিল করে। কাপাসিয়া সদর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (ইউএনও) কার্যালয়ের সামনে গিয়ে তা শেষ হয়। এ সময় ইটভাটা মালিকগণ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। লিখিত বক্তব্যে তারা দাবি করেন, বর্তমানে কাপাসিয়ার ২৯টি ইটভাটা মালিক গত ৩০-৪০ বৎসর যাবৎ অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ইট তৈরির ব্যবসা করে আসছেন। তারা স্থানীয় রাস্তাঘাট, ঘরবাড়িসহ সকল উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মানে ইট সরবরাহ করে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সমতা রেখে তারা ইটভাটা দ্বারা বায়ুদূষণ রোধে সরকার নির্দেশিত আধুনিক প্রযুক্তির জিগজাগ ভাটা স্থাপন করেছেন, যা জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব। বিদ্যমান জিগজাগ ভাটায় আরও অধিকতর উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশ দূষণ আরো কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলেও দাবি করেন তারা। ইটভাটা মালিকদের ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে বিশাল বিনিয়োগ ও হাজার হাজার শ্রমিকের জীবন জীবিকার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে ইটভাটাগুলোতে ভ্রাম্যমাণ আদালত, জরিমানা ও ভাংচুর না করার দাবি জানান তারা। এ সময় ইটভাটা মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে সাত দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারক লিপি প্রদান করেন। এ সময় অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন কাপাসিয়া উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি ফকির ইস্কান্দার আলম জানু, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক মৃধা, উপদেষ্টা সাখাওয়াত হোসেন মানসুর ভূঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ নাজমুল হাসান, সদস্য আবুল বাশার বাদশা, সেলিম হোসেন বকুল, আব্দুর রশিদ বেপারী, আল আমীন, সাইফুল ইসলাম, হযরত আলী প্রমুখ।

সৈয়দপুরে যানজট নিরসনে যৌথ বাহিনীর অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার : সৈয়দপুরে শহরের সড়কগুলো দুই পাশের ব্যবসায়িরা দখল করে রেখেছে। সড়কের উভয় পাশে ব্যবসায়িরা চকি পেতে তাদের মালামাল সাজিয়ে রেখেছে। ফলে সড়ক সংকোচিত হয়ে অর্ধেকে পরিণত হয়েছে। এমন অবস্থা দীর্ঘদিন থেকে বিরাজ করলেও যেন দেখার কেউ নেই। সড়কের ওপর মালামাল,রিক্সা,রিক্সাভ্যান,অটো চার্জার, চার্জার ভ্যান, পিকআপ, ছোট-বড় ট্রাকের দখলে যেন সড়কগুলো। এর ফলে সৈয়দপুর শহরে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। আর ভোগান্তির শিকার হয় জনগন। পৌর প্রশাসন মাঝে মাঝে অভিযান চালায়,ফুটপাত দখল মুক্ত করে। কিন্তু পরোক্ষণেই ব্যবসায়িরা তাদের দখল কাজ চালু করে। ফলে যানজটের কবল থেকে মুক্তি মেলে না জনগনের। রোববার ও সোমবার এ দুইদিন পৌর প্রশাসক নুর - ই- আলম সিদ্দিকী রাজনৈতিক দল, ব্যবসায়ি, সেনাবাহিনী, পুলিশ সদস্যকে নিয়ে শহরে অভিযান চালায়। এতে সাময়িক হলেও কিছুটা যানজট মুক্ত হয় শহর। এ সময় শহীদ ডা.জিকরুল হক সড়ক, শহীদ তুলশীরাম সড়ক, শেরেবাংলা সড়ক ও শহীদ জহুরুল হক সড়কগুলো যানজটের কবল থেকে রক্ষা পায়। তবে এটি কতক্ষণ স্থায়ী থাকবে তা জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ পৌরসভা অ্যাসোসিয়েশনের সৈয়দপুর।শাখার সভাপতি আবু তাহের ও সাধারণ সম্পাদক সুজন শাহ বলেন,আমরা শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে সকলেই কাজ করছি। কতিপয় ব্যবসায়ির কারণে কাজে বাঁধা আসে।

কলমাকান্দায় ইটভাটা মালিক সমিতির স্মারকলিপি প্রদান

স্টাফ রিপোর্টার : ইট ভাটায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জরিমানা,ভাঙচুর ও বন্ধের প্রতিবাদে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং মাননীয় উপদেষ্টা,পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বরাবর বিক্ষোভ সমাবেশ ও স্মারকলিপি প্রদান করে ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের কলমাকান্দা ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি এসব কর্মসূচি পালন করে। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং,পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন। এ সময় বক্তব্য রাখেন, মালিক সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম কেরণ ও সাধারণ সম্পাদক মো. শাহবাজ মিয়া। বক্তারা বলেন, ইট প্রস্তুত, ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ এবং ইট প্রস্তুত, ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন ২০১৯ বর্ণিত জিগজ্যাগ ইটভাটার ছাড়পত্র ও লাইসেন্স প্রাপ্তি এবং বর্তমানে কয়লা সংকট সমাধানের দাবি জানান। ইটভাটা পরিচালনায় দীর্ঘ মেয়াদি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। উপরোক্ত দাবি সমূহ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে আলোচনায় না বসলে আগামী ১১ ই মার্চ প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রেজিওয়ানা হাসান,পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বরাবর স্মারকলিপি প্রদানের পাশাপাশি ঈদের পরে ঢাকায় মহাসমাবেশ এবং প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় পদযাত্রা ও স্মারকলিপি প্রদান করার ঘোষণা দেন তাঁরা। স্মারকলিপি গ্রহণকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উপরস্থ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আশা প্রকাশ করেন যে, সরকার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ নেবে। বিক্ষোভ সমাবেশে ও স্মারকলিপি প্রদানকালে নারী শ্রমিকসহ ৩০০/৪০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

খুলনায় অহেতুক নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি না করার আহবান : প্রশাসক

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনা মহানগরীর নিউ মার্কেটস্থ কাঁচা বাজার পরিদর্শন করেছেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মো. ফিরোজ সরকার। গতকাল মঙ্গলবার সকালে তিনি এ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এসময় তিনি পবিত্র রমজানে অহেতুক নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি না করে সততার সাথে ব্যবসা পরিচালনার জন্য তিনি ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান জানান। বাজার পরিদর্শনকালে নিত্যপণ্যের সরবরাহের বিষয়ে ব্যবসায়ীদের নিকট খোজ-খবর নেন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের বাজার দর পর্যবেক্ষণ করেন। বিশেষ করে ভোজ্যতেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার বিষয়ে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সম্পাদকীয়

রমজানে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট দুর করতে

অনেক জায়গায় দিনের বেলায় গ্যাস থাকছে না। রান্নার চুলা জ্বালাতে রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। দেশে গ্যাসের উৎপাদন টানা কমছে। গ্যাস সরবরাহে অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে বিদ্যুৎ ও শিল্প খাত। আমদানি করেও চাহিদামতো সরবরাহ করা যাচ্ছে না। তাই রেশনিং করে (এক খাতে কমিয়ে, আরেক খাতে বাড়ানো) পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হচ্ছে। গ্যাস সরবরাহে অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে বিদ্যুৎ ও শিল্প খাত। এতে আবাসিক খাতের অনেক গ্রাহক দিনের বেশির ভাগ সময় গ্যাস পাচ্ছেন না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, পবিত্র রমজান মাসেও ভোগাতে পারে রান্নার চুলা। বাংলাদেশ তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) সূত্র বলছে, দিনে গ্যাসের চাহিদা ৩৮০ কোটি ঘনফুট। ৩০০ কোটি ঘনফুট সরবরাহ পেলে মোটামুটি চাহিদা মেটানো যায়। এখন সরবরাহ হচ্ছে ২৬০ থেকে ২৬৫ কোটি ঘনফুট। রমজান মাসে এটি বেড়ে ২৮০ থেকে ২৮৫ কোটি ঘনফুট হতে পারে। বিগত বছরে একই সময়ে গ্যাসের সরবরাহ প্রায় একই পরিমাণ ছিল। তবে এবার বিদ্যুৎ খাতে গত বছরের চেয়ে বাড়তি সরবরাহ করা হবে। দেশে একসময় দিনে ২৭০ কোটি ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হতো। ২০১৮ সালের পর থেকে উৎপাদন কমতে থাকে। ঘাটতি পূরণে এলএনজি আমদানির দিকে ঝুঁকে যায় বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। নতুন গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বাড়ানোয় তেমন জোর দেয়নি তারা। গত বছরও দিনে গ্যাস উৎপাদিত হতো ২০০ থেকে ২১০ কোটি ঘনফুট। উৎপাদন কমে এখন ১৯০ কোটি ঘনফুটের নিচে নেমে এসেছে। আর আমদানি করা এলএনজি থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে ৭০ থেকে ৭৫ কোটি ঘনফুট।

রমজান মাসে বাড়তি এলএনজি আমদানি করে দিনে অন্তত ৯০ কোটি ঘনফুট সরবরাহের পরিকল্পনা নিয়েছে পেট্রোবাংলা। যখন গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট বিশেষ কোনো খাতে থাকে, অন্য খাতে সরবরাহ কিছুটা কমিয়ে সামাল দেওয়া যায়। কিন্তু সংকটটা সব খাতে বিস্তৃত থাকলে আর সামাল দেওয়ার সুযোগ থাকে না। বহু বছর ধরেই দেশে গ্যাসের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অনেক কম

রমজান মাসে বাড়তি এলএনজি আমদানি করে দিনে অন্তত ৯০ কোটি ঘনফুট সরবরাহের পরিকল্পনা নিয়েছে পেট্রোবাংলা। যখন গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট বিশেষ কোনো খাতে থাকে, অন্য খাতে সরবরাহ কিছুটা কমিয়ে সামাল দেওয়া যায়। কিন্তু সংকটটা সব খাতে বিস্তৃত থাকলে আর সামাল দেওয়ার সুযোগ থাকে না। বহু বছর ধরেই দেশে গ্যাসের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অনেক কম। ফলে এক খাতে সরবরাহ কমিয়ে অন্য খাতে বাড়ানোর কৌশল নিয়েছিল সরকার। বর্তমানে পরিস্থিতি এতটাই নাজুক যে কোনো হিসাব-নিকাশই মিলছে না। প্রতিবছরই গ্যাস-বিদ্যুতের চাহিদা বাড়লেও উৎপাদন কমছে। জনজীবন ও অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান জেলা প্রশাসকদের উদ্দেশে বক্তব্যে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে এসি না চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করি, এসি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হলে কিছুটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। কিন্তু তাতে রোজায় যে বাড়তি বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে, সেটা পূরণ হবে কি? গ্যাস-বিদ্যুৎ নিয়ে অতীত সরকারের ভুলনীতি থেকে বেরিয়ে এসে অন্তর্বর্তী সরকারকে কার্যকর ও টেকসই পদক্ষেপ নিতে হবে। ঢাকার বাসাবাড়িতে গ্রাহকেরা নিয়মিত বিল পরিশোধ করেও কেন গ্যাস পাচ্ছেন না, সেই প্রশ্নেরও উত্তর খুঁজতে হবে। গ্যাসের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও গ্যাস অপচয় রোধে জোরালো ব্যবস্থা নিতে হবে।

নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হোক

আমাদের সমাজে নারীদের নিরাপত্তা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে গণপরিবহনে। প্রতিদিন লক্ষাধিক নারী বাস, ট্রেন, অটোরিকশা এবং অন্যান্য গণপরিবহন ব্যবহার করে যাতায়াত করেন। কিন্তু, তাদের নিরাপত্তা প্রায়শই হুমকির মুখে থাকে। নারীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, নিগ্রহ এবং অশোভন আচরণ প্রতিদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং আমাদের সমাজের জন্য লজ্জার। ঢাকা-রাজশাহী রুটে চলন্ত বাসে ডাকাতির পাশাপাশি নারী যাত্রীদের যৌন নিপীড়নের ঘটনাটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে নিয়ন্ত্রণহীন এবং জনপরিসরে নারীদের নিরাপত্তা যে ঝুঁকিপূর্ণ–এ ঘটনা তারই একটি উদাহরণ। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা এবং সরকারের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নারীরা পাশবিক নির্যাতন কিংবা যৌন হয়রানির শিকার হলে, তাদের জীবন ভীষণ হুমকির মুখে পড়ে। তাদের পক্ষে ঘুরে দাঁড়িয়ে নতুন জীবন শুরু করা সহজ হয় না। আবার নির্যাতনের শিকার নারীদের অনেক সময় সমাজ ও পরিবার থেকেও কটু কথা শুনতে হয়। যা তাদের মানসিকভাবে আরও দুর্বল করে দেয়। এছাড়া অনেক সময় দেখা যায়, নির্যাতনের শিকার নারী ও তার পরিবার সমাজ থেকে কোনো সহযোগিতা পায় না। মানসিক ভাবে ভেঙে পড়তে পড়তে এক সময় আত্মহত্যা করেন অনেক নির্যাতিত নারী। অথচ নির্যাতনকারীর সঠিক সাজা হওয়ার দৃষ্টান্ত খুবই কম। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্য মতে, ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে ৯৭৫ জন নারী পাশবিক নির্যাতনের শিকার হন। যৌন নির্যাতনের শিকার হন আরও ১৬১ জন। এই ধরনের পরিসংখ্যানগুলো বলে দিচ্ছে, বাংলাদেশে নারীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা এখনো নিশ্চিত হয়নি। আরও সহজ করে বললে, আমাদের সমাজ এখনও নারীদের জন্য নিরাপদ নয়। নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের আরও সোচ্চার হতে হবে। আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। গণপরিবহনে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কিছু জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নির্দিষ্ট সিট বরাদ্দ করা উচিত, বিশেষ করে নারীদের জন্য। ট্রেনে নারীদের জন্য আলাদা সিট এবং বগি থাকা উচিত, যাতে তারা নিরাপদে যাতায়াত করতে পারেন। গণপরিবহনে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং অন্যান্য সুরক্ষাব্যবস্থা স্থাপন করা উচিত, যাতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে তা দ্রুত প্রতিরোধ করা যায়।

কম। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্য মতে, ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে ৯৭৫ জন নারী পাশবিক নির্যাতনের শিকার হন। যৌন নির্যাতনের শিকার হন আরও ১৬১ জন। এই ধরনের পরিসংখ্যানগুলো বলে দিচ্ছে, বাংলাদেশে নারীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা এখনো নিশ্চিত হয়নি। আরও সহজ করে বললে, আমাদের সমাজ এখনও নারীদের জন্য নিরাপদ নয়

হঠাৎ পানি ও জাগো বাহে তিস্তা বাঁচাই

প্রফেসর ড. মো. ফখরুল ইসলাম

বিষয়টি অনেকটা বিস্ময়কর! ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০২৫ রাতের টিভি সংবাদের মাঝে মরা তিস্তায় হঠাৎ পানির প্রবাহ শুরু হয়েছে বলে ভিডিও দেখানো হচ্ছিল। খবরটা অনেকগুলো টিভিতে প্রচারিত হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনা যখন ঘটছিল তখন তিস্তার ধু ধু বালুচরে তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলনের ব্যানারে শামিয়ানা টাঙ্গানোর কাজ চলছে। তিস্তা পাড়ের হাজারো ভুক্তভোগী মানুষ তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের দাবিতে একজোট হয়ে 'জাগো বাহে তিস্তা বাঁচাই' স্লোগানে চারদিক মুখরিত করে ধ্বনি তুলে অবস্থান কর্মসূচিকে সফল করার জন্য স্বেচ্ছাশ্রমে উদ্যোগী হয়েছে ঠিক সেসময়ে শুষ্ক তিস্তার বুকে হঠাৎ পানির তোড় নেমে আসতে দেখে সবাই খুব অবাক। তাহলে শীতকালে তিস্তায় পানি নেই বলে সীমান্তের ওপাড়ে এতকাল ধরে যে বক্তব্য প্রচার করা হতো তা শুধুই ভাঁওতাবাজি? দুই পাড়ের মানুষ বিস্ময়ের সাথে বলছেন, এবার শীতকালে হিমালয়ের পাদদেশে আগাম বরফ গলতে শুরু হয়েছে নাকি? এই শীতের রাতে তিস্তায় হঠাৎ কেন পানি আসছে? গত কয়েক মাস থেকে বাংলাদেশের তিস্তা নদী তীরবর্তী মানুষ নতুন আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করছে এই নদীর শুষ্ক মৌসুমের পানিপ্রবাহের ন্যায্য হিস্যা আদায়ের জন্য একটি বৃহত্তর আন্দোলনে শরিক হতে। অবশেষে দুই দিনব্যাপী তার সফল রূপায়ণ শুরু হওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণে এমন ঘটনা মানুষকে আরও বেশি ফুঁসে ওঠার খোরাক জুগিয়েছে। কারণ তিস্তা পাড়ের হাজারো ভুক্তভোগী মানুষ বালুচরে শীতকালীন ফসল বুনেছেন। শামিয়ানা টাঙানোর মাধ্যমে চমকপ্রদ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিবাদের ভাষাকে সারা বিশ্বে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়ার শুরুতে বিস্ময়ে লক্ষ্য করছেন যে হঠাৎ পানির প্রবাহ দিয়ে তাদের সভাস্থল ডুবিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে প্রতিবেশী দেশের স্বার্থান্বেষী কুচক্র। এবং এর সাথে যুক্ত হওয়া বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের ভারতে পালিয়ে থাকা দোসরদের উসকানি বা করসাজির কথাও কেউ কেউ ভাবছেন! সেটা যাই হোক না কেন পরে বিশদ জানা যেতে পারে। তবে তিস্তা নিয়ে তেলেসমাতির ঘটনা এই নতুন নয়। ২০২২ সালে এপ্রিলের খরতাপে তিস্তানদীর ধু ধু বালুচরে বহুযুগ পরে হঠাৎ পানিপ্রবাহ শুরু হয়েছিল। তখন গত ৪ এপ্রিল থেকে নিলফামারী জেলার বাইশপুকুর এলাকায় চরের মধ্যে পানিপ্রবাহ দেখা যাচ্ছিল। চৈত্রের দাবদাহের মাঝে উত্তরের জেলাগুলোতে ধুলিঝড় হয়। কোন বছর বৃষ্টিছাড়া কালবৈশাখী ছোবল হানে বারবার। কালবৈশাখী ঝড়ে গাইবান্ধা জেলায় তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত এলাকায় মানুষের বসতবাড়ি লন্ডভন্ড হয়ে একদিনে ১২ জনের প্রাণহানির খবর জানা গিয়েছিল একই দিনে। এর দু-তিনদিন আগে লালমনিরহাটের ডালিয়া ব্যারাজ পয়েন্টে পানিপ্রবাহ ছিল মাত্র এক হাজার আটশ কিউসেক। সেখানকার পানিপ্রবাহ পরিমাপক অফিস জানিয়েছিল সীমান্তের ওপারের উজান থেকে পানির স্রোত এসে আমাদের মিটারে হঠাৎ ১৫ হাজার কিউসেক পানিপ্রবাহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল (দৈনিক ইত্তেফাক ০৫.০৪.২০২১)। দ্রুত নদীতে নৌকা নিয়ে নেমে পড়েছে তীরবর্তী মানুষ। উজানের পানির স্রোতে হঠাৎ বৈরালী মাছ ধরার উৎসবে মেতে উঠেছেন তারা। তবে চরের অনেক বীজতলা ও উঠতি ফসল পানিতে ডুবে গেছে। বহু বছর জুনের আগে নদীতে পানির দেখা মেলেনি। তাই তারা এবছরও চরের উর্বর জমিতে গ্রীষ্মকালীন নানা ফসল বুনেছেন। এপ্রিলে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে তিস্তার উৎসমুখে পাহাড়ের পাদদেশে বরফ গলতে শুরু করে। সাধারণত বরফগলা পানি দিয়ে তিস্তা খরা মৌসুমে প্রাণ ফিরে পায়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। এ নদীর শতাব্দীর ইতিহাসে এটাই চলে আসছিল। কিন্তু সিকিম ও জলপাইগুড়ির গাজলডোবাসহ উজানে অনেক ড্যাম ও বাঁধ দিয়ে এর পানিপ্রবাহ একচেটিয়াভাবে আটকিয়ে তারা নিজেরা ব্যবহার শুরু করলে বাংলাদেশের তিস্তা ক্যাচমেন্ট এলাকা শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায়। এর প্রতিবাদে বাংলাদেশের মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠলেও বিষয়টি নানা তালবাহানার মাধ্যমে অতিক্রান্ত হতে থাকে। বিশেষ করে গত কয়েক যুগ ধরে অসংখ্য মিটিং-মিছিল হয়। অনেক আশ্বাস দেওয়া হলেও বিশ্বাসের বরফ গলেনি। আন্তর্জাতিক নদী আইন অমান্য করে কালক্ষেপণ চলছে।

বর্তমানে শোনা যাচ্ছে গত ১০ বছর আগেই তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি হয়েছে। কিন্তু সে অনুযায়ী বেশি কিছু প্রকাশিত হয়নি, তথ্য জানা যায়নি, পানিও আসেনি। এটা এখন দুই দেশের বড় রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বলেন, "ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতপার্থক্যের কারণে তিস্তা চুক্তি আটকে আছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের পর তিস্তা চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে ভারত।" ভারতের সাথে পানিসম্পদ বিষয়ক সচিব পর্যায়ের বৈঠকের বিস্তারিত নিয়ে ১৭ মার্চ ২০২১ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান। তিনি আরও বলেন, "২০১৯ সালের আগস্টে বাংলাদেশ-ভারতের সচিব পর্যায়ের বৈঠক হয়েছিল। ...এই বৈঠকটি আবার আমাদের গতকাল নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিস্তাসহ আমাদের সবগুলো অভিন্ন নদী নিয়ে আলোচনা হয়েছে। খুব পজিটিভ ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। ..তাদের পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে নির্বাচনের কারণে এই মুহূর্তে কোনো চুক্তি স্বাক্ষর বা পারস্পরিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর তারা করবে না, নির্বাচনের পর তারা করতে সক্ষম হবেন।" (দৈনিক ইত্তেফাক ১৭ .০৩. ২০২১)। প্রশ্ন হলো- তিস্তা চুক্তি যদি ১০ বছর আগে হয়ে থাকে তবে এখনো কেন নতুন করে চুক্তি করার ব্যাপারে একেকজন একেক কথা বলছেন তা বোধগম্য নয়। তিস্তা ইস্যুর কার্যকরী সমাধান নিয়ে আমাদের দায়িত্বশীলদের ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য মানুষকে বিভ্রান্ত ও হতাশ করছে। এর আগে ২০১৭ সালে মমতা ব্যানার্জী বলেছিলেন, 'তিস্তায় তো পানি নেই- চুক্তি হবে কীভাবে'? তার কথা ছিল তিস্তা নয়- তোরসা, জলঢাকা, মানসাই, ধানসাই ইত্যাদি নদীতে পানি আছে। সেগুলো থেকে বাংলাদেশের জন্য পানি দেওয়া যাবে। তিনি বলেছিলেন-বাংলাদেশের তিস্তা চুক্তি নয়, দরকার তো জলের! তবে এসব ক্ষীণ জলধারাকে বর্ষাকালে নদী মনে হলেও এগুলো সারা বছর প্রবহমান কোন নদী নয়। এসব নদীর কোন অস্তিত্ব বা প্রবাহ কি বাংলাদেশে আছে? তিনি তিস্তা পানি বণ্টনের কথা অন্যখাতে নিয়ে গেছেন। তিস্তা শুধু বৃষ্টিপাতনির্ভর পাহাড়ি ঢলের নদী নয়। বর্ষাকালে অতি বৃষ্টিপাাতের ফলে অতিরিক্ত পানি পাহাড়ি ঢল হয়ে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত করে দেয়। শীতকাল পেরিয়ে মার্চ মাস শুরু হলে এ নদী বরফ গলা পানি নিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এটা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ছিল। তাই শুকনো মৌসুমে তিস্তার পানিকে সিকিমে আটকালো বা কে মহানন্দা দিয়ে সরিয়ে নিল? কোথায় গেল? কোথায় যাচ্ছে? কোথায় কে ব্যবহার করছে বা কে কোথায় আটকে রেখে, কে খাচ্ছে? প্রযুক্তির বহুধা ব্যবহারের এ যুগে অনেকেই তা জানেন। এপ্রিলে উপরের বরফ গলা পানি এবং শীতকালে গাজলডোবায় উজানের সংরক্ষিত পানিও হঠাৎ তিস্তা দিয়ে নেমে আসে। মমতা ব্যানার্জীর কথা যে সঠিক নয় তা সবাই স্বীকার করবেন। প্রশ্ন হলো- এপ্রিলের শুরুতে হঠাৎ পানিপ্রবাহ কি অন্য কিছুর ইঙ্গিত দেয়? এতদিন পানিবণ্টন নিয়ে মমতা বলেছিলেন মোদীর কথা আর মোদী বলছিলেন মমতার একগুঁয়ে মনোভাবের কথা। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন শুরু হলে ওই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকা সফর করেন। সে সময় তিস্তা ইস্যু হালে পানি পায়নি। সবাই নির্বাচনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করার কথা বলেছিলেন। তিস্তার পানিবণ্টন সমস্যা নিয়ে শুধু রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি নয়- চলছে সঠিক তথ্যসংক্রান্ত লুকোচুরি ও মিথ্যাচার। 'তিস্তায় তো পানি নেই'- এ কথার সত্য-মিথ্যা এবার এপ্রিলের শুরুতে বরফগলা স্রোতের ঢল বাংলাদেশে নেমে এসে প্রমাণ করে দেখিয়েছে। তাই সবাইকে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ প্রকাশ করা উচিত। পাশাপাশি সবার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভিতরে সততা ও নৈতিকতার উন্মেষ ঘটানোর জন্য এ ধরনের কুৎসিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে ধর্মের ঢোল একদিন নিজেই বেজে যাবে। এর ক'বছর আগে উল্লেখ করেছিলাম, চীনের সঙ্গে তিস্তা পুনর্জীবন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্পের একটি সফল বাস্তবায়ন করতে গেলেও প্রতিবেশী ভারতের বিশেষ সহযোগিতা প্রয়োজন। বিগত আওয়ামী সরকার বহু চেষ্টা করেও তিস্তা সমস্যার সমাধান করাতে বিফল হয়েছে। তবে জুলাই বিপ্লবের পর বাংলাদেশের এই সুবর্ণ সময়ে আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক নতুন প্রেক্ষাপটে সেটার ন্যায্য হিস্যা আদায় করার নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক মহলের অনেকে মনে করছেন। ছোট ছোট প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার জন্য ভারতকেই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসা উচিত বলে মনে করেন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা। এটা যদি এখন করা না যায় তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো তিস্তা সমস্যার কার্যকরী সমাধান হবে তা বলাই বাহুল্য। যে ষড়যন্ত্রের পানি বা ইচ্ছের বরফগলা পানি গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তিস্তায় প্রবাহিত হয়ে হঠাৎ বাংলাদেশে ঢুকেছে তা যেন রাজনৈতিক ইচ্ছা-অনিচ্ছার যাঁতাকলে ঘুরে আবার বন্ধ হয়ে না যায় সেদিকে সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি থাকা দরকার। পাশাপাশি বিশ্লেষকরা মনে করছেন বাংলাদেশের সাথে সুপ্রতিবেশীসুলভ মনোভাব বজায় রাখা, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা ও তিস্তাপাড়ের ভুক্তভোগী মানুষগুলোর দীর্ঘদিনের ক্ষোভ নিরসন কল্পে 'জাগো বাহে তিস্তা বাঁচাই' নাম লক্ষ জনতার দুই দিনব্যাপী প্রতিবাদের ভাষার দিকেও ভারতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সমস্যা সমাধানে দ্রুত হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

তিস্তা শুধু বৃষ্টিপাতনির্ভর পাহাড়ি ঢলের নদী নয়। বর্ষাকালে অতি বৃষ্টিপাাতের ফলে অতিরিক্ত পানি পাহাড়ি ঢল হয়ে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত করে দেয়। শীতকাল পেরিয়ে মার্চ মাস শুরু হলে এ নদী বরফ গলা পানি নিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এটা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ছিল। তাই শুকনো মৌসুমে তিস্তার পানিকে সিকিমে আটকালো বা কে মহানন্দা দিয়ে সরিয়ে নিল? কোথায় গেল? কোথায় যাচ্ছে? কোথায় কে ব্যবহার করছে বা কে কোথায় আটকে রেখে, কে খাচ্ছে? প্রযুক্তির বহুধা ব্যবহারের এ যুগে অনেকেই তা জানেন। এপ্রিলে উপরের বরফ গলা পানি এবং শীতকালে গাজলডোবায় উজানের সংরক্ষিত পানিও হঠাৎ তিস্তা দিয়ে নেমে আসে। মমতা ব্যানার্জীর কথা যে সঠিক নয় তা সবাই স্বীকার করবেন। প্রশ্ন হলো- এপ্রিলের শুরুতে হঠাৎ পানিপ্রবাহ কি অন্য কিছুর ইঙ্গিত দেয়? এতদিন পানিবণ্টন নিয়ে মমতা বলেছিলেন মোদীর কথা আর মোদী বলছিলেন মমতার একগুঁয়ে মনোভাবের কথা। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন শুরু হলে ওই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকা সফর করেন। সে সময় তিস্তা ইস্যু হালে পানি পায়নি। সবাই নির্বাচনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করার কথা বলেছিলেন। তিস্তার পানিবণ্টন সমস্যা নিয়ে শুধু রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি নয়- চলছে সঠিক তথ্যসংক্রান্ত লুকোচুরি ও মিথ্যাচার। 'তিস্তায় তো পানি নেই'- এ কথার সত্য-মিথ্যা এবার এপ্রিলের শুরুতে বরফগলা স্রোতের ঢল বাংলাদেশে নেমে এসে প্রমাণ করে দেখিয়েছে। তাই সবাইকে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ প্রকাশ করা উচিত। পাশাপাশি সবার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভিতরে সততা ও নৈতিকতার উন্মেষ ঘটানোর জন্য এ ধরনের কুৎসিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে ধর্মের ঢোল একদিন নিজেই বেজে যাবে। এর ক'বছর আগে উল্লেখ করেছিলাম, চীনের সঙ্গে তিস্তা পুনর্জীবন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্পের একটি সফল বাস্তবায়ন করতে গেলেও প্রতিবেশী ভারতের বিশেষ সহযোগিতা প্রয়োজন। বিগত আওয়ামী সরকার বহু চেষ্টা করেও তিস্তা সমস্যার সমাধান করাতে বিফল হয়েছে। তবে জুলাই বিপ্লবের পর বাংলাদেশের এই সুবর্ণ সময়ে আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক নতুন প্রেক্ষাপটে সেটার ন্যায্য হিস্যা আদায় করার নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক মহলের অনেকে মনে করছেন। ছোট ছোট প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার জন্য ভারতকেই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসা উচিত বলে মনে করেন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা

ধর্ষণ-নির্যাতন রোধে আলোকথা

মোমিন মেহেদী

সারাদেশে শিক্ষার্থীদের দল গঠনের চেষ্টা চলছে। ছাত্র-যুব-জনতার একটি অংশ সন্ত্রাস-নৈরাজ্য-অপরাধ-দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়ছে। এমন একটা পরিস্থিতিতে যখন সারাদেশে শিক্ষার্থীদের নিয়োগকৃত অন্তবর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে যখন 'ডেভিল হান্ট' চলছে, তখন পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে ধর্ষণের ঘটনা। ধর্ষণ ও গণধর্ষণ শেষে হত্যার শিকারও হচ্ছেন কোনো কোনো নারী ও শিশু। কোনো কোনো ঘটনায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হলেও কোনো কোনো ঘটনা থাকছে তদন্তের বাইরে। আবার যে-সব ঘটনায় বিচার হচ্ছে, সেখানেও অভিযুক্তের সাজার হার খুবই নগণ্য। বেসরকারি সংস্থা মানবাধিকার বাংলাদেশ এক গবেষণায় বলেছে, দেশে ২০০৫ সালের জানুয়ারি থেকে থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ২৫ হাজার ৩০০ টি ধর্ষণের মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ১০ হাজার ৮৮টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে; আর সাজা হয়েছে মাত্র ৩৭২ জনের! সাজার নগণ্য হারের ক্ষেত্রে ধর্ষকের সামাজিক অবস্থান, ধর্ষণের শিকার নারীর দুর্বল বায়োলজিক্যাল এভিডেন্স, সাক্ষীর অভাব, আইনি দুর্বলতাসহ বিলম্বিত বিচারই দায়ী বলে আমি মনে করি। এসব সমস্যার সমাধান করে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে সাজা দেওয়া গেলেই ধর্ষণের ঘটনা অনেকাংশেই কমানো সম্ভব হবে বলে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে বরাবরই বলে এসেছি রাজপথে-গণমাধ্যমে, লিখেছি পত্রিকায়। সর্বশেষ গত ৭ মাসে ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। তবে ধর্ষণের অভিযোগে যে-সব মামলা হয় এবং অভিযুক্তের যদি দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে হয়ত এটা নিরোধক হিসেবে কাজে দিতে পারে। কারণ অভিযুক্তকে যে শাস্তিই দেওয়া হোক না কেন, সেটা যেন তাড়াতাড়ি দেওয়া হয়। দ্রুত শাস্তি হলে এর প্রভাব সমাজে পড়তে বাধ্য। শুধু দ্রুত বিচারই নয়, পাশাপাশি মানুষকে বিপথগামী করে এমন সব বিষয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। একথাও সত্য যে, খুন-গুম-ছিনতাই-ডাকাতি-দখলের ঘটনাগুলোর মত ধর্ষণের ঘটনাগুলোর বিষয়েও তদন্ত সংস্থা ও প্রসিকিউশনে প্রচুর দুর্বলতা রয়েছে। তাই সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে কোনো মামলায় আসামি খালাস পেয়ে গেলেই দোষটা পড়ে বিচারকদের ওপর। এমতাবস্থায় আমি মনে করি- তদন্ত সংস্থা ও প্রসিকিউশনকে যথাযথ প্রশিক্ষণ জরুরি, সেই সাথে আরো জরুরি ওয়ান স্টপ সার্ভিস শুরু করা। যাতে করে ভিকটিমকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে নেওয়া যায় এবং তদন্ত সাপেক্ষে অপরাধীদেরকে সর্বোচ্চ ৩ মাসের মধ্যে ফাঁসি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না, আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি- ২০১৭ সালে দুটি ধর্ষণের ঘটনা সারাদেশে আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। এর মধ্যে একটি ছিল বনানীর রেইনট্রি হোটেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনা। আরেকটি আলোচিত ঘটনা ছিল বগুড়ার শ্রমিক লীগের নেতা তুফান সরকার কর্তৃক এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ শেষে ঐ শিক্ষার্থী ও তার মাকে মাথা ন্যাড়া করে আটকে রাখার ঘটনা। দুটি ঘটনার পরই দেশব্যাপী ধর্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাশাপাশি দ্রুত বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয় মানুষ। সরব হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। দ্রুত গ্রেপ্তার করে বিচারে সোপর্দ করা হয় আসামিদের। কিন্তু আড়াই বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো দুটি মামলার একটিরও নিষ্পত্তি হয়নি। এভাবে বাংলাদেশে যেন আর কোনো ধর্ষণের ঘটনার বিচার নিয়ে তাল বাহানা না করা হয়, সেই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। অবশ্য বেসরকারি সংস্থা 'নারী পক্ষ' গবেষণার অংশ হিসেবে ২০১১ থেকে ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত দেশের ছয়টি জেলায় ৪ হাজার ৩৭২টি ধর্ষণের মামলা পর্যবেক্ষণ করেছিলো। তারা উল্লেখ করেছিলো- ঢাকায় ১ হাজার ৮২০টি, জামালপুরে ৮৭২টি, সিরাজগঞ্জে ৯২৫টি, নোয়াখালীতে ৩৭৮টি, ঝিনাইদহে ২৪০টি ও জয়পুরহাটে ১৩৭টি ধর্ষণের মামলা হয়। প্রায় সাড়ে চার হাজার মামলার মধ্যে ৯৮৯ জনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। খালাস পেয়েছে ২৮৯ জন। আর শাস্তি দেওয়া হয়েছে মাত্র পাঁচ জনকে! বিচারাধীন রয়েছে ৩ হাজার ৮৯টি ধর্ষণের মামলা। এমন একটা সময়ে এসে বলতেই হচ্ছে- ধর্ষণের মামলাগুলো আইন, তথ্য-উপাত্ত ও সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করতে হয়। এগুলোর একটির সঙ্গে আরেকটির যোগসূত্র রয়েছে। এই যোগসূত্রের কাজটি খুবই জটিল। যেখানে একজন ভিকটিম ব্যর্থ হচ্ছে, তার মানে এই নয় যে নির্যাতনের ঘটনাগুলো মিথ্যা। ধর্ষণের ঘটনাটিকে প্রমাণ করার জন্য যে প্রক্রিয়া নারীর জন্য রাখা হয়েছে, সেটা তার অনুকূলে নয়। নারীকেই প্রমাণ করতে হয় যে কী করে তার ওপর ঘটনাটি ঘটেছে। সেখানে অন্যান্য সংস্থা সমন্বয়কের ভূমিকা রাখছে না। সে কারণে আমরা মনে করি বিচার প্রক্রিয়া নারীর অনুকূলে আসছে না। যেমন ধর্ষণের শিকার নারীর ডাক্তারি পরীক্ষা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ডাক্তারি পরীক্ষায় দুর্বলতার কারণে প্রমাণ হারিয়ে যায়। এই সকল সমস্যা সমাধানে সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে কঠোর ভূমিকা রাখতে হবে, সুপরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তা না হলে এখন যেমন ধর্ষণের শিকার কোনো নারী আদালতে বিচারের সময় অভিযুক্তের কৌঁসুলি দ্বারা তার চরিত্র নিয়ে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হন। ভিকটিমকে মানসিকভাবে হেনস্তা করতেই এমন কৌশল নেন আসামির আইনজীবীরা। এভাবেই ধর্ষককে সাপোর্ট দেয়ার জন্য তথাকথিত আইনজীবীরা এগিয়ে যাবে বরাবরের মত। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। তাই চাই- সাক্ষ্য আইনের ১৫৫ (৪) ধারা সেই সুযোগ করে দিয়েছে, সেই ধারা বাতিল করে ধর্ষকের শাস্তি ৩ মাসের মধ্যে কার্যকরের দাবি জানিয়ে আসছে ছাত্র-যুব-জনতার রাজনৈতিক মেলবন্ধন নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবি। এই রাজনৈতিক প্লাটফর্মটি গত ১২ বছর ধরে রাজপথে আছে ছাত্র-যুব-জনতার দাবি বাস্তবায়নের জন্য। ২০১২ সালের ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে আত্মপ্রকাশের পর সেই দিন নতুনধারার নেতৃবৃন্দ ধর্ষণরোধে ৩ দফা দাবিও উপস্থাপন করেছিলেন। এরপর ২০১৫ সালে এক সেমিনারে ১৫৫ (৪) ধারা বাতিলের আহ্বান জানিয়ে সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেছিলেন, প্রকাশ্য আদালতে যৌন হয়রানির শিকার কোনো নারীর চরিত্র নিয়ে জেরা করা ঠিক নয়। কিন্তু ধর্ষণের শিকার নারীকে সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারা বলে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেন আসামিপক্ষের কৌঁসুলিরা। এই জেরার উদ্দেশ্য ভিকটিমকে দুশ্চরিত্রা প্রমাণ করা। ঐ বিধানটি কালো, ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণার। এছাড়া দণ্ডবিধিতে ধর্ষণের সংজ্ঞা নিয়েও আপত্তি রয়েছে প্রকৃত মানবাধিকার সংগঠনগুলোর। ফ্যাসিস্টেও আখ্যা নিয়ে পালিয়ে পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার সেই দাবি না মানায় আজ জাতি খেসারত দিচ্ছে। শুধু এখানেই শেষ নয়, শেখ হাসিনা চলে যাওয়ার পর গত সাত মাসে দেশে ধর্ষণ ও গণপিটুনির ঘটনা বেড়েছে। সেপ্টেম্বরে গণপিটুনির সংখ্যা ছিল ২০টি। আর অক্টোবরে গণপিটুনির ঘটনা ঘটে ২৬টি। নভেম্বরে ১১৮ টি, ডিসেম্বরে ৭৮ টি, জানুয়ারিতে এসে সেই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৯৬ টি। গত বছরের সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবরে শিশু ধর্ষণ বৃদ্ধি পায় ৯২ দশমিক ৬৮ শতাংশ এবং নারী ধর্ষণ বৃদ্ধি পায় ৪৮ দশমিক ৬৯ শতাংশ বলে জানিয়েছে স্বয়ং প্রথম সারির গণমাধ্যমগুলো। অক্টোবরে ধর্ষণের শিকার হন ২৮ জন নারী ও ২৪ জন শিশু। সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবরে শিশু ধর্ষণ বৃদ্ধি পায় ৯১ দশমিক ৬৭ শতাংশ। নারী ধর্ষণ বৃদ্ধি পায় ৪৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ। এ ছাড়া, পূর্ব শত্রুতা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি করতে মামলা দায়ের, দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুর দিকের রাজধানীর মোহাম্মদপুরের একটি ঘটনা নিয়ে নিয়ে সরব ছিল গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। শুধু ফেব্রুয়ারি মাস নয়, বছরের প্রতিটি মাস, সপ্তাহ, দিনে দেশের কোনো না কোনো স্থানে ঘটেছে নারী নির্যাতনের ঘটনা। এসব ঘটনার একটার রেশ কাটতে না কাটতেই সামনে এসেছে অন্য ঘটনা। বছরজুড়ে এসব ঘটনার মধ্যে ধর্ষণের ঘটনা তো ছিল। এর পাশাপাশি দলবদ্ধ ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, উত্ত্যক্তকরণ, নারী ও কন্যাশিশু পাচার, এসিডদগ্ধ, যৌতুক, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, গৃহকর্মী নির্যাতন, আত্মহত্যা, ফতোয়া, বাল্যবিবাহ, সাইবার ক্রাইমের ঘটনাসহ রয়েছে আরও অগণিত ঘটনা। বিশেষ করে যদি বলি, তাহলে বলতে হয় যে, জাতি হিসেবে বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম দেশের নাগরিকদের মধ্যে একটি দুশ্চরিত্র গোষ্ঠী ২০২৪ সালে সারা দেশে ধর্ষণ ও দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার করেছে মোট ৭২২ জন নারী। এর মধ্যে ধর্ষণ?পরবর্তী হত্যার শিকার হয়েছেন ৫২ জন এবং ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছে ২৬ জন। ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে ৩২৫ জন। এর মধ্যে ধর্ষণের চেষ্টার পর হত্যা করা হয় ১২ জনকে। এ ছাড়া ২০২৪ সালে ২১৩ জন নারী গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে শারীরিক নির্যাতনের কারণে মারা যায় ৩ জন। আর রহস্যজনক মৃত্যু হয় ১২ জনের। আরো মানবেতর বিষয় হলো- ২০২৪ সালে ১ হাজার ৭৭২ টি নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এমন একটা পরিস্থিতিতে তৈরি হতে হবে সবার আগে আইনের সংস্কৃতি বাস্তবায়নের জন্য। সেই সাথে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপও থাকতে হবে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের শান্তি-নিরাপত্তার লক্ষ্যে...**লেখক : মোমিন মেহেদী; ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক পূর্বাভাস**

ধর্ষণের অভিযোগে যে-সব মামলা হয় এবং অভিযুক্তের যদি দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে হয়ত এটা নিরোধক হিসেবে কাজে দিতে পারে। কারণ অভিযুক্তকে যে শাস্তিই দেওয়া হোক না কেন, সেটা যেন তাড়াতাড়ি দেওয়া হয়। দ্রুত শাস্তি হলে এর প্রভাব সমাজে পড়তে বাধ্য। শুধু দ্রুত বিচারই নয়, পাশাপাশি মানুষকে বিপথগামী করে এমন সব বিষয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। একথাও সত্য যে, খুন-গুম-ছিনতাই-ডাকাতি-দখলের ঘটনাগুলোর মত ধর্ষণের ঘটনাগুলোর বিষয়েও তদন্ত সংস্থা ও প্রসিকিউশনে প্রচুর দুর্বলতা রয়েছে। তাই সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে কোনো মামলায় আসামি খালাস পেয়ে গেলেই দোষটা পড়ে বিচারকদের ওপর। এমতাবস্থায় আমি মনে করি- তদন্ত সংস্থা ও প্রসিকিউশনকে যথাযথ প্রশিক্ষণ জরুরি, সেই সাথে আরো জরুরি ওয়ান স্টপ সার্ভিস শুরু করা। যাতে করে ভিকটিমকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে হাসপাতালে নেওয়া যায় এবং তদন্ত সাপেক্ষে অপরাধীদেরকে সর্বোচ্চ ৩ মাসের মধ্যে ফাঁসি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না, আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি- ২০১৭ সালে দুটি ধর্ষণের ঘটনা সারাদেশে আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। এর মধ্যে একটি ছিল বনানীর রেইনট্রি হোটেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনা। আরেকটি আলোচিত ঘটনা ছিল বগুড়ার শ্রমিক লীগের নেতা তুফান সরকার কর্তৃক এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ শেষে ঐ শিক্ষার্থী ও তার মাকে মাথা ন্যাড়া করে আটকে রাখার ঘটনা। দুটি ঘটনার পরই দেশব্যাপী ধর্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাশাপাশি দ্রুত বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয় মানুষ। সরব হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। দ্রুত গ্রেপ্তার করে বিচারে সোপর্দ করা হয় আসামিদের। কিন্তু আড়াই বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো দুটি মামলার একটিরও নিষ্পত্তি হয়নি। এভাবে বাংলাদেশে যেন আর কোনো ধর্ষণের ঘটনার বিচার নিয়ে তাল বাহানা না করা হয়, সেই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। অবশ্য বেসরকারি সংস্থা 'নারী পক্ষ' গবেষণার অংশ হিসেবে ২০১১ থেকে ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত দেশের ছয়টি জেলায় ৪ হাজার ৩৭২টি ধর্ষণের মামলা পর্যবেক্ষণ করেছিলো। তারা উল্লেখ করেছিলো- ঢাকায় ১ হাজার ৮২০টি, জামালপুরে ৮৭২টি, সিরাজগঞ্জে ৯২৫টি, নোয়াখালীতে ৩৭৮টি, ঝিনাইদহে ২৪০টি ও জয়পুরহাটে ১৩৭টি ধর্ষণের মামলা হয়। প্রায় সাড়ে চার হাজার মামলার মধ্যে ৯৮৯ জনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

শত্রুদের বার্তা দিতে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে উ. কোরিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফের ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে উত্তর কোরিয়া। শত্রুদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালানোর ক্ষমতা সম্পর্কে বার্তা হিসেবেই দেশটি কৌশলগত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে বলে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে জানানো হয়েছে। উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন বুধবার পীতসাগরে ক্ষেপণাস্ত্র মহড়ার সভাপতিত্ব করেছেন। গতকাল শুক্রবার কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ) এ তথ্য জানিয়েছে। গত বুধবার আরও পরের দিকে দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চীফ অব স্টাফ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, তারা ওই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। কেসিএনএ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শত্রুদের বিশেষ করে যারা গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার নিরাপত্তা পরিবেশকে গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করছে এবং সংঘর্ষের পরিবেশ তৈরি করছে বা বাড়িয়ে দিচ্ছে, তাদেরকে বিভিন্ন পারমাণবিক অপারেশনের প্রস্তুতি দেখানোর জন্যই পিয়ংইয়ং এই মহড়া চালিয়েছে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৩০ মিনিট ১ হাজার ৫৮৭ কিলোমিটার দীর্ঘ (৯৮৬ মাইল) পথ পাড়ি দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত হেনেছে। চলতি বছর এ নিয়ে চতুর্থ বারের মতো এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালালো উত্তর কোরিয়া। এর আগে যে কোনো ধরনের যুদ্ধের জন্য আধুনিক ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন কিম জং উন। একটি সামরিক অ্যাকাডেমি পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এই আহ্বান জানান। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সমর্থন জানাতে উত্তর কোরিয়া রাশিয়ায় হাজার হাজার সেনা পাঠানোর পর কিমের কাং কন মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে এটাই প্রথম ভ্রমণ। এই সপ্তাহে কিম আরেকটি অভিজাত ক্যাডার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কিম ইল সুং ইউনিভার্সিটি অব পলিটিক্স পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি সামরিক আনুগত্য ও ত্যাগের ওপর জোর দেন। দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা জানিয়েছে, কিমের আগের সামরিক ইউনিট ও প্রশিক্ষণ স্থান পরিদর্শন রাশিয়ায় আরও সেনা পাঠানোর প্রস্তুতির অংশ হতে পারে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামরিক একাডেমির সর্বশেষ পরিদর্শনের সময় কিম দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধার সমালোচনা করে বলেন, এটি একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনে ক্ষমতাসীন দলের আধুনিকতা ও উন্নত চরিত্রের সাধনা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিম বলেন, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বাহিনীকে যুদ্ধের সঙ্গে যথাযথভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া প্রয়োজন। এদিকে দক্ষিণ কোরিয়া সতর্ক করে জানিয়েছে, রাশিয়ায় সেনা পাঠিয়ে সুবিধা পেতে পারে। বিশষ করে বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

গোপন তথ্য ফাঁস, মেটার ২০ কর্মীকে বরখাস্ত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মিডিয়াতে গোপন তথ্য ফাঁস করার জেরে ২০ জন কর্মীকে বরখাস্ত করেছে ফেসবুকের মাদার কোম্পানি মেটা। গত বৃহস্পতিবার দ্য ভার্জ-এ প্রথম প্রকাশিত মেটার এক মুখপাত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেন। খবর এনডিটিভির। মেটা-র একজন মুখপাত্র এ বিষয়ে বলেছেন, কর্মচারীদের কোম্পানিতে যোগ দিতে হলে কিছু নীতি মেনে চলতে হয়। সেটা পর্যায়ক্রমিকভাবে মনে করিয়েও দেওয়া হয়। কর্মচারীরা জানেন, অভ্যন্তরীণ তথ্য ফাঁস করা নীতির বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন। তিনি আরও বলেন, আমরা সম্প্রতি একটি তদন্ত পরিচালনা করেছি। কোম্পানির বাইরে গোপনীয় তথ্য ফাঁস করার জন্যে ২০ কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বরখাস্ত করা হতে পারে। তিনি যোগ করেন, এই তদন্তকে গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছি। যখন ফাঁসের বিষয় শনাক্ত করব তখন ব্যবস্থা নেওয়া অব্যাহত রাখব। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি মেটার সিইও মার্ক জাকারবার্গের সঙ্গে কর্মীদের বৈঠক হয়েছে। এরপরেই এনিয়ে বিভিন্ন রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে। এমন ঘটনার পরেই গোপন তথ্য ফাঁসের অভিযোগ এনে ২০ কর্মীকে বরখাস্ত করেছে মেটা। এক বৈঠকে জাকারবার্গ কর্মচারীদের বলেছিলেন, তিনি আর তথ্য নিয়ে আসবেন না।

চাঁদে ম্যাগমার মহাসাগর থাকার প্রমাণ পেয়েছে চীন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চাঁদের জন্মের পর প্রাথমিক পর্যায়ে এটি সম্পূর্ণ গলিত ম্যাগমায় পরিপূর্ণ ছিল। চীনের ছাং'এ-৬ মিশনে সংগ্রহ করা নমুনা নিয়ে গবেষণায় এ প্রমাণ মিলেছে। চীনা সংবাদমাধ্যম সিএমজি ও সিসিটিভি এ খবর জানিয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, চাঁদের দূর ও কাছের পাশের আগ্নেয় শিলা (বেসাল্ট) একই রকম। বিশ্লেষণে ২৮২ কোটি ৩০ লাখ বছরের পুরনো ম্যাগমার অস্তিত্ব মিলেছে, যা চাঁদের ম্যাগমা মহাসাগর তত্ত্বকে সমর্থন করে। ২০২৪ সালে ছাং'এ-৬ প্রথমবারের মতো চাঁদের দূরবর্তী পাশ থেকে এক হাজার ৯৩৫ দশমিক ৩ গ্রাম নমুনা সংগ্রহ করে। চীনা জাতীয় মহাকাশ প্রশাসনের (সিএনএসএ) যৌথ গবেষণা দলের তাদের আবিষ্কারের কথা সায়েন্স জার্নালে প্রকাশ করেছে। চাইনিজ একাডেমি অফ জিওলজিক্যাল সায়েন্সেস-এর গবেষক ছ্য সিয়াওছাও বলেন, প্রথমবার চাঁদের দূরবর্তী পাশ থেকে নমুনা এনে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে আদিকালে পুরো চাঁদ একটি বিশাল ম্যাগমা মহাসাগর ছিল।

কঙ্গোয় ২৫৪ কোটি ডলার সহায়তার আবেদন জাতিসংঘের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মহামারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত লাখ লাখ মানুষের জন্য ২ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন (২৫৪) কোটি ডলার মানবিক সহায়তার আবেদন করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের (ডিআরসি) সরকার ও জাতিসংঘ এ আবেদন জানায়। খবর এএফপির। জাতিসংঘ এক বিবৃতিতে বলেছে, দেশটির ৭৮ লাখ বাস্তুচ্যুত মানুষসহ এক কোটি ১০ লাখ বাসিন্দাকে জীবন রক্ষাকারী সহায়তা প্রদানের জন্য এই তহবিল 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ'। জাতিসংঘ জানিয়েছে, ডিআর কঙ্গোর ২ কোটি ১২ লাখ মানুষ 'নজিরবিহীন বহুমাত্রিক সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত। বিশ্ব উষ্ণায়নের সঙ্গে যুক্ত জলবায়ু বিপর্যয়, মহামারি ও পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত সাম্প্রতিক সময়ে এসব সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এ ছাড়া রুয়ান্ডার সমর্থিত এম২৩ সশস্ত্র গোষ্ঠীটি সম্প্রতি পূর্বের একাংশ অঞ্চল দখল করে নেওয়ায় মানবিক সাহায্য সরবরাহ জটিল করে তুলেছে। কঙ্গোয় জাতিসংঘের মানবিক সমন্বয়কারী ব্রুনো লেমারকুইস বলেছেন, 'সব সতর্ক সংকেত লাল হয়ে উঠছে। তবে, ব্যাপক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও মানবিক

কার্যক্রম জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে।' তিনি আরও বলেন, জাতিসংঘের লক্ষ্য হচ্ছে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী যেখানেই থাকুক, তাদের সহায়তা করা। জাতিসংঘের ২০২৫ মানবিক প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনায় রয়েছে ১ দশমিক ৫ মিলিয়ন শিশুকে সহায়তা দেওয়া, যারা গুরুতর অপুষ্টিতে ভুগছেন। ৫০ লাখ মানুষকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা এবং কলেরা, হাম ও এমপক্সের মহামারি মোকাবিলা করা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে বাস্তুচ্যুত মানুষের প্রত্যাবর্তন ও জলবায়ু বিপর্যয়ের প্রস্তুতির জন্য সহায়তাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গত বছর জাতিসংঘের মানবিক প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনার তহবিলের ৭০ শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহ করে। তবে, এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিদেশি সাহায্যের প্রায় সবকিছু কাটছাঁট করার কারণে এটিকে প্রভাবিত করবে।

গণবরখাস্তের বিষয়ে ট্রাম্পের আদেশ আটকে দিলেন বিচারক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ও ইলন মাস্কের কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গণ-বরখাস্তের আদেশ গত বৃহস্পতিবার প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির একজন ফেডারেল বিচারক। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে বার্তাসংস্থা এএফপি এ তথ্য জানিয়েছে। মার্কিন ডিস্ট্রিক্ট জাজ উইলিয়াম আলসুপের উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, বিশ্বের ইতিহাসে কোনও আইন অনুসারে, অন্য কোনও সংস্থার কর্মী নিয়োগ বা বরখাস্ত করার কোনো কর্তৃত্ব অফিস অফ পার্সোনাল ম্যানেজমেন্টের নেই। কংগ্রেস সংস্থাগুলোকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ক্ষমতা দিয়েছে। তিনি সান ফ্রান্সিসকোর ফেডারেল আদালতে উদাহরণস্বরূপ বলেন, প্রতিরক্ষা বিভাগের নিয়োগ ও বরখাস্ত করার কোন আইনগত ক্ষমতা রয়েছে। পশ্চিম উপকূলের আরেক ডিস্ট্রিক্ট জাজ শরণার্থী প্রবেশের ওপর তার নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করার কয়েকদিন পর ও জন্মগত নাগরিকত্বের সাংবিধানিক গ্যারান্টি বাতিল করে তার নির্বাহী আদেশ স্থগিত করার কয়েক সপ্তাহ পরেই এটি ঘটলো।

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পাল্টা 'হুঁশিয়ারি' ট্রুডোর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক আরোপের বিরুদ্ধে জোরালো কিন্তু যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। গতকাল শুক্রবার ট্রুডো এক বিবৃতিতে এই সতর্কবার্তা জারি করে বলেছেন, কানাডা অবিলম্বে এবং অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া জানাবে। খবর এনডিটিভির। দুই দেশের মধ্যে চলমান বাণিজ্য নিয়ে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যেই ট্রুডোর এই বিবৃতি এসেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ মাদকের প্রবাহের সমালোচনা করে আসছেন। তিনি বলেছেন, এসব মাদক কানাডা এবং মেক্সিকো উভয় দেশ থেকে এসেছে। ট্রুডো তার বিবৃতিতে বলেছেন, আমরা প্রয়োজনীয় কাজ চালিয়ে যাবো। শুল্কগুলো এড়াতে প্রয়োজনীয় সবকিছু করব। তবে আগামী মঙ্গলবার কানাডার ওপর অযৌক্তিক শুল্ক আনা হলে কানাডিয়ানরাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক এবং অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া নেবে। ট্রাম্প এর আগে জানিয়েছেন, আগামী ৪ মার্চ থেকে উভয় দেশের ওপর শুল্ক আরোপ করবেন। এর প্রতিক্রিয়ায় ট্রুডো বলেছেন, শুল্কের বিষয়ে আমাদের সরকার এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত টিম কানাডা, প্রিমিয়ার, ব্যবসায়ী নেতা, সম্প্রদায়ের নেতারা একটি বিষয়ে মনোনিবেশ করেছেন যেন মঙ্গলবার এবং পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে কানাডার ওপর কোনও শুল্ক আরোপ করা না হয়। তিনি আরও বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের চলমান ফেন্টানিল সংকটকে কেন্দ্র করেই প্রেসিডেন্ট আগামী সপ্তাহের শুল্কের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে আমরা কানাডাতেও একই সংকটের মুখোমুখি হচ্ছি। ট্রাম্প বলেছেন, মেক্সিকো ও কানাডা

থেকে আমাদের দেশে মাদকদ্রব্য এখনও অনেক উচ্চ এবং অগ্রহণযোগ্য মাত্রায় প্রবেশ করছে। এই ওষুধগুলোর একটি বড় অংশ আসে ফেন্টানিল আকারে। সেটি চীন তৈরি করে এবং সরবরাহ করা হয়। ট্রাম্প তার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে বলেছিলেন, গত বছর এই বিপজ্জনক এবং অত্যন্ত আসক্তিমূলক বিষের বিতরণের কারণে এক লাখের বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল।

মার্কিন হুমকির পর অভিবাসী প্রত্যাবর্তনে সম্মত ভিয়েতনাম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপ ও ভিসা নিষেধাজ্ঞা হুমকির মুখে কিছুটা নমনীয় হয়েছে ভিয়েতনাম। যুক্তরাষ্ট্রে আটক অবৈধ ভিয়েতনামী নাগরিকদের দ্রুত ফিরিয়ে আনতে ও পরবর্তী প্রত্যাবাসন অনুরোধে সাড়া দিতে সম্মত হয়েছে হ্যানয়। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অভিবাসী বিষয়ক আইনজীবী টিন থানহ নিগুয়েন বলেছেন, অতীতের যেকোনও সময়ের চেয়ে এবার দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছে ভিয়েতনাম। প্রত্যাবাসনে মার্কিন অনুরোধে ৩০ দিনের মধ্যে সাড়া দিতে সম্মত হয়েছে তারা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য শুল্কের হুমকি এড়াতে ভিয়েতনামের বৃহত্তর কৌশলের অংশ। বর্তমানে ভিয়েতনামের অর্থনীতি মার্কিন বাজারের ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল। একজন ভিয়েতনামী কর্মকর্তার বরাত দিয়ে টিন জানান, ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম মাসেই আটক ৩০ অবৈধ অভিবাসীর জন্য ভ্রমণ নথি ইস্যু করতে রাজি হয়েছে হ্যানয়। এতে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর পথ সহজ হয়েছে। ভিয়েতনামের অতীত কার্যক্রমের সঙ্গে তুলনা করলে তাদের এবারের পদক্ষেপে কিছুটা বিস্ময়কর উল্লেখ করে তিনি আরও বলেছেন, এ ধরনের অনুরোধে সাড়া দিতে অতীতে হ্যানয় গড়িমসি করতো। ফলে পরবর্তী প্রত্যাবাসনের কাজও শুরু করা সম্ভব হয়ে উঠত না। অবশ্য এবারের দ্রুততার পেছনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অপ্রত্যাশিত কার্যকলাপের প্রভাব থাকার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভিয়েতনামের এক কর্মকর্তার বরাতে টিন জানিয়েছেন, অবৈধ অভিবাসীদের ফিরিয়ে না নিলে বাড়তি শুল্ক আরোপ এবং অনির্দিষ্টকালীন ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারির হুমকি দিয়েছে মার্কিন কর্তৃপক্ষ।

বিনোদন

ভারতে আসছেন এমেনেম

বিনোদন ডেস্ক : কোল্ডপ্লে ও এড শিরানের ভারতে অবিস্মরণীয় পারফরম্যান্সের পর, এবার গুঞ্জন চাউর হচ্ছে আরেকজন বিশ্বখ্যাত সংগীত তারকা দেশটিতে আসতে চলেছেন। জানা যায়, কিংবদন্তি র‍্যাপার এমিনেম তার ২০২৫ সালের বিশ্ব সফরের অংশ হিসেবে ভারত সফর করবেন। যদিও এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি, তবে এরই মধ্যে ভক্তরা উত্তেজনায় মেতে উঠেছেন এবং মুম্বাইয়ে তাকে সরাসরি দেখার অপেক্ষায় আছেন। একাধিক গণমাধ্যমের সূত্রমতে, এমিনেম ৩ জুন ২০২৫ সালে মুম্বাইতে পারফর্ম করতে চলেছেন। ভেন্যু এবং টিকিটের বিষয় কিছুই প্রকাশ করা হয়নি, তবে যদি এটি সত্যি হয়, তবে এটি ভারতের হিপ-হপ ভক্তদের জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত হতে চলেছে। এমিনেম এর আগে কখনো ভারতে পারফর্ম করেননি, তাই এটি দেশের সংগীত জগতে একটি বিশাল ঘটনা ঘটতে চলেছে। এদিকে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ভারত যেন আন্তর্জাতিক শিল্পীদের জন্য একটি হটস্পট হয়ে উঠেছে। কোল্ডপ্লের 'মিউজিক অব দ্য স্ফিয়ার্স' ট্যুর থেকে এড শিরানের 'ম্যাথেমেটিক্স' ট্যুর পর্যন্ত, বিশ্ব তারকারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় ভক্তরা কতটা সংগীত জগতে উজ্জীবিত ও উৎসাহী। ভারতে পোস্ট ম্যালোনের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সেও বিশাল জনসমাগম হয়েছিল, যা প্রমাণ করে যে ভারত আরও বড় তারকাদের স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত। এমিনেমের সম্ভাব্য ভারত সফর সত্যিকারের গেম-চেঞ্জার হতে পারে। 'লুজ ইয়োরসেলফ', 'স্ট্যান' এবং 'উইদআউট মি'-এর মতো আইকনিক হিট গানের জন্য পরিচিত এই র‍্যাপার তার বিদ্যুতায়িত পারফরম্যান্সের জন্য বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত। এ ছাড়া এই গায়কের ভক্তসংখ্যা একাধিক প্রজন্মজুড়ে বিস্তৃত, তাই তার ভারত সফর নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন সংগীতপ্রেমীরা। যদিও আমরা এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায় আছি, তবে অনলাইনে ফাঁস হওয়া একটি ট্যুর শিডিউল ঘুরে বেড়াচ্ছে।

উর্বশীকে ধাক্কা দিলো ওরি

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলার জন্মদিন ছিল গত মঙ্গলবার। সেদিনের পার্টির একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। আর ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিওতে দেখা যায়, অভিনেত্রী উর্বশীর সঙ্গে আলোচিত ইন্টারনেট ইনফ্লুয়েনসার ওরিকে। উর্বশীর সঙ্গে নাচছেন ওরি। নাচতে নাচতে আচমকা উর্বশীকে ধাক্কা দেন তিনি। তার ধাক্কায় হোঁচট খান অভিনেত্রী। আর তা নিয়েই নানা প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নেটিজেনদের মাঝে। এর আগে দুবাই স্টেডিয়াম থেকে ওরি ও উর্বশীর একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। সেই ভিডিওতে ওরি ও উর্বশীকে একই গানে নাচতে দেখা গেছে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে দুবাইয়ে যান তারা। সেখানে উর্বশীর গালে চুমু খেতেও দেখা যায় ওরিকে। কিন্তু এবার অভিনেত্রীকে ধাক্কা দেওয়ার সেই ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেছেন ওরি নিজেই। সেখানে উর্বশীকে নিয়ে রসিকতা করে ওরি লিখেছেন– বিশ্বের প্রথম কোনো নারীকে আমি ধাক্কা দিয়েছি। ভিডিওটি দেখে এক নেটিজেন লিখেছেন– 'গুড জব।' আরেক নেটিজেন লিখেছেন– 'ডাকু মহারাজে উর্বশীর জায়গা নেবেন ওরি।' আবার রসিকতার আড়ালে আদতে ওরি উর্বশীকে বিদ্রূপ করলেন বলেও নেটিজেনদের অনেকের মন্তব্য ছিল।

ভক্তদের সুখবর দিলেন কিয়ারা আদভানি

বিনোদন ডেস্ক : লাইমলাইট থেকে খানিক দূরে ছিলেন কিয়ারা আদভানি। দেখা যাইনি নতুন সিনেমার প্রচারেও। ঠিক তখনই সামনে এল কারণ; সদস্য সংখ্যা বাড়তে চলেছে কিয়ারা আদভানি আর সিদ্ধার্থ মালহোত্রার পরিবারে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে এমনটা জানিয়েছেন তারা নিজেরাই। মা-বাবা হওয়ার সুখবর দিয়ে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এবং কিয়ারা আদভানি লেখেন, 'জীবনের সবচেয়ে দামি উপহার।' সঙ্গে শেয়ার করেছেন ছোট্ট একজোড়া সাদা উলের মোজা। তারকা দম্পতির হাতে ধরা সেই মিষ্টি মোজা। আর সেই ছবি পোস্ট করেই খুব শিগগিরই সন্তান আসছে বলে জানালেন তারা। ২০২৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বিয়ে করেন কিয়ারা ও সিদ্ধার্থ। জাকজমকপূর্ণ বিয়ে হয়েছিল তাঁদের। রাজস্থানের জয়সালমিরের প্রাসাদে বসেছিল বিয়ের আসর।

'বরবাদ'র টিজার নিয়ে যা বললেন বুবলী

বিনোদন ডেস্ক : শাকিব খান অভিনীত আলোচিত সিনেমা 'বরবাদ'। মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত এ সিনেমায় শাকিবের বিপরীতে অভিনয় করেছেন কলকাতার ইধিকা পাল। মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটির টিজার। ১ মিনিট ৪৪ সেকেন্ডের টিজার দেখে উচ্ছ্বসিত দর্শকরা। শাকিব খানের ভক্ত-অনুরাগীদের মতো 'বরবাদ' সিনেমার টিজার দেখেছেন চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী। অন্যদের মতো তার মন কেড়েছে এটি। এক অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে নিজের মুগ্ধতার কথা জানান এই নায়িকা। শবনম বুবলী বলেন, "শাকিব খান কেবল বাংলাদেশ না, বাংলা ভাষাভাষী, আমাদের বাংলা ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বড় মেগাস্টার। অনেক বছর ধরে কাজ করছেন তিনি। তার 'বরবাদ' সিনেমার টিজার বের হয়েছে। দেখলাম, সবকিছু ভেঙেচুরে একদম বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। অসাধারণ নির্মাণ, শাকিব খানের উপস্থাপন দুর্দান্ত। 'বরবাদ' টিমের জন্য আমার মন থেকে শুভকামনা। আমার পক্ষ থেকে শাকিব খানের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা।" 'বরবাদ' সিনেমার বেশির ভাগ শুটিং মুম্বাইতে হয়েছে। সিনেমাটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন– যীশু সেনগুপ্ত, মানব সচদেব, শহীদুজ্জামান সেলিম, মিশা সওদাগর প্রমুখ।

অস্কারজয়ী অভিনেতা জিন হ্যাকম্যান ও তার স্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার

বিনোদন ডেস্ক : অস্কারজয়ী মার্কিন অভিনেতা জিন হ্যাকম্যান ও তার স্ত্রী বেটসি আরাকাওয়ার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গত বুধবার বিকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকোর সান্তা ফের বাড়ি থেকে হ্যাকম্যান ও বেটসির মৃতদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় পুলিশ। যথাক্রমে তাদের বয়স হয়েছিল ৯৫ ও ৬৩ বছর। দ্য নিউ ইর্য়ক পোস্ট এ খবর প্রকাশ করেছে। সান্তা ফে কান্ট্রি শেরিফের বরাত দিয়ে এ প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, হ্যাকম্যান-বেটসির কুকুরও মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে অপরাধের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। ১৯৩০ সালের ৩০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান বার্নার্দিনো শহরে জন্মগ্রহণ করেন হ্যাকম্যান। নানা শহর ঘুরে তাদের পরিবার ইলিনয়ের ড্যানভিলে স্থায়ী হয়। ছোটবেলায়ই হ্যাকম্যান অভিনেতা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনা প্লেহাউসে যোগ দেন, সেখানেই তার সঙ্গে দেখা হয় ডাস্টিন হফম্যানের। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে মঞ্চ আর টিভিতে প্রচুর কাজ করেন হ্যাকম্যান। যদিও তখন তারকা হয়ে ওঠেননি। 'লিলিথ' সিনেমার মাধ্যমে রুপালি পর্দায় অভিষেক ঘরে হ্যাকম্যানের। ১৯৬৭ সালে আর্থার পেনের 'বনি অ্যান ক্লাইড' সিনেমায় পার্শ্ব-চরিত্রে অভিনয়ের জন্য অস্কার মনোনয়ন পান। ১৯৭০ সালে 'আই নেভার স্যাং ফর মাই ফাদার' চলচ্চিত্রের জন্য পার্শ্ব অভিনেতা হিসেবে দ্বিতীয়বার অস্কার মনোনয়ন পান। এরপরই আসে সেই বিখ্যাত সিনেমা 'দ্য ফ্রেঞ্চ কানেকশন'। ১৯৭১ সালে মুক্তি পাওয়া জিমি পপাই ডয়েল চরিত্রে অভিনয় করে দুনিয়াজুড়ে খ্যাতি লাভ করেন। উইলিয়াম ফ্রিডকিনের সিনেমাটির জন্য সেরা অভিনেতা হিসেবে অস্কার পুরস্কার পান হ্যাকম্যান। দুবার অস্কারজয়ী হ্যাকম্যানকে গত শতকের সেরা অভিনেতাদের একজন মনে করা হয়। রবার্ট ডি নিরো, আল পাচিনো, ডাস্টিন হফম্যানের সঙ্গে হলিউডের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া তারকার একজন ছিলেন তিনি।

শিবলিঙ্গ জড়িয়ে ধরলেন অক্ষয়

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের 'খিলাড়ি'খ্যাত অভিনেতা অক্ষয় কুমার। 'ও মাই গড' সিনেমায় কৃষ্ণের চরিত্রে অভিনয় করেন। সিনেমাটির সিক্যুয়েলে শিবের ভূমিকায় দেখা যায় এই তারকাকে। এবার একটি মিউজিক ভিডিওতে শিবলিঙ্গ জড়িয়ে ধরে বিতর্কের মুখে পড়েছেন অক্ষয়। কয়েক দিন আগে মুক্তি পেয়েছে 'মহাকাল চলো' শিরোনামের একটি গান। এতে অক্ষয় ছাড়াও দেখা যায় বিক্রম, পলাশ সেনকে। গানটির বেশ কিছু দৃশ্য দেখে ভীষণ চটেছেন পুরোহিত সংগঠনের সদস্যরা। তাদের অভিযোগ, গানটি নিয়ে কোনো সমস্যা না থাকলেও গানের দৃশ্যে নিয়ে আপত্তি। গানের দৃশ্যে দেখা যায়, অক্ষয় শিবলিঙ্গ জড়িয়ে ধরে আছেন। দেবাদিদেব মহাদেবের পাশাপাশি অক্ষয়ের ওপরেও ঢালা হচ্ছে হলুদ ও মধু। পুরোহিতদের বক্তব্য– একটি শিবলিঙ্গকে যখন পঞ্চামৃত দিয়ে অভিষেক করানো হয়, তখন মহাদেবকে এইভাবে জড়িয়ে ধরা কোনোভাবেই উচিত হয়নি অক্ষয়ের। এটি এক প্রকার হিন্দু ধর্মকে অপমান করা। তা ছাড়া বেশ কিছু দৃশ্যে দেখা যায়, মহাকালকে ভস্ম দিয়ে অভিষেক করা হচ্ছে, যা উজ্জয়নীর মহাকাল ছাড়া অন্য কোনো মন্দিরে করার নিয়ম নেই। বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা চললেও নীরব ছিলেন অক্ষয়। অবশেষে মুখ খুলেছেন এই তারকা। এ অভিনেতা বলেন, "ছোটবেলা থেকেই আমার বাবা-মা শিখিয়েছেন বাবা-মায়ের আগেও ঈশ্বর হলেন আমাদের পিতা-মাতা, আমাদের রক্ষক। কেউ যদি বাবা আমাকে আলিঙ্গন করে, তাহলে সমস্যা কোথায়?"কেউ ভুল বুঝলে কিছু করার নেই বলে মন্তব্য করেছেন অক্ষয়। তার ভাষায়– "আমি মহাদেবকে জড়িয়ে ধরে শক্তি পাই। আমার ভক্তিকে কেউ যদি ভুল বোঝে তাহলে আমার কিছু করার নেই। এতে আমার কোনো দায় নেই।

নতুন রূপে ধরা দিলেন অপু

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউড অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস পর্দায় তেমন কোনো ব্যস্ততা না থাকলেও অন্যান্য কাজে বেশ সক্রিয়। সামাজিক মাধ্যমে প্রায় দিনই ভক্ত-অনুরাগীদের কাছে নিজেকে ভিন্ন সাজে মেলে ধরেন তিনি। আবার কখনো ব্যক্তিগত মুহূর্তও শেয়ার করে নেন অভিনেত্রী। এবার নিজেকে এক নতুন সাজে মেলে ধরলেন অপু বিশ্বাস, যা দেখে রীতিমতো মুগ্ধ নেটিজেনরা। এর আগে জিম থেকে তোলা ছবি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেন অপু বিশ্বাস। সেই থেকে গুঞ্জন– নতুন কোনো সিনেমার কাজ শুরু করতেই হয়তো নিজেকে প্রস্তুত রাখছেন অভিনেত্রী। যদিও এ বিষয়ে এখনো স্পষ্ট কোনো খবর পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করে নেন অপু বিশ্বাস। এ সময় তাকে লাইট পিংক কালারের শাড়িতে দেখা যায়। বুঝতে বাকি নেই–গোলাপি রঙে ভীষণভাবে মজেছেন অপু। এবার ভিন্ন সাজে পোজ দিলেন অপু। এদিন সাজসজ্জায় কোনো ঘাটতি রাখেননি অভিনেত্রী। গোলাপি শাড়ির সঙ্গে অভিনেত্রীর বাড়তি সৌন্দর্য ফুটে উঠে রুপালি গহনায়। গলায় বেশ কাজ করা রুপালি নেকলেস, ম্যাচিং কানের দুল, আর সঙ্গে সিলভার গোল্ড কম্বিনেশনের দুটি ব্রেসলেট। শুধু তাই নয়, মেকআপেও রঙ মিলান্তি ছিল গোলাপিতেই। উজ্জ্বল ত্বকের সঙ্গে পিংক লিপিস্টিক যেন সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দেয় অপুর অপরূপ সাজ। সঙ্গে পিংক-অরেঞ্জ নেইলপলিশও অস্পষ্ট ছিল না অভিনেত্রীর সাজে। এ সময় অভিনেত্রীর পোজে নতুনমাত্রা যোগ করে একটি একিওস্টিক পিয়ানো। সেটির বেঞ্চে বসে, আবার তাতে হেলান দিয়েও পোজ দিয়েছেন অভিনেত্রী। পোস্ট করা ছবির ক্যাপশনে অপু বিশ্বাস লিখেছেন–করুণা, ভালোবাসা ও আগলে রাখাকে তুলে ধরতে পারে গোলাপি।

শজনে ফুলের মধু খাচ্ছে ছোট্ট পাখি মৌটুসি। সেনহাটি, দিঘলিয়া, খুলনা।

কলাগাছই যখন দেশে এনে দিচ্ছে ডলার

পিরোজপুর প্রতিনিধি : কলাগাছ থেকে তৈরি সুতা রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে। এখানে অকেজো কলাগাছের সুতায় তৈরি হচ্ছে কার্পেট, চাদর ও আরও কত কিছু! যে গাছ এতদিন কেবল ফল দেওয়ার পর ফেলে দেওয়া হতো, সেটাই এখন যেন রপ্তানিযোগ্য সোনার খনি। একসময় কলার কাঁদি তুলে নিলে কলাগাছ ফেলে দেওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু এখন সেই গাছই এখন হয়ে উঠেছে বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম উৎস। আর এতে স্থানীয় শত শত পরিবার পেয়েছে জীবিকার নতুন দিগন্ত। আর এমন উদ্যোগের নেপথ্যে কাজ করছে পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার জনার্ধন দেবনাথ। তিনি বলেন, এ কাজ করে অনেকে এখন স্বাবলম্বী। এ কাজে প্রায় ২০০ লোক জড়িত আছে। প্রক্রিয়াটা সহজ কিন্তু পরিশ্রমসাধ্য। প্রথমে কলাগাছ কেটে তিন থেকে পাঁচ ফুট লম্বা টুকরো করা হয়। এরপর দুই দিকের অংশ কেটে ফেলে খোলস ছাড়ানো হয়। সেই খোলস ভালোভাবে ধুয়ে রোদে শুকানো হলে তা হয়ে ওঠে সোনালি রঙের সুতা। স্থানীয় নারী উদ্যোক্তারা এই কাঁচামাল প্রস্তুত করেন, শুকিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে জমা দেন, যেখানে প্রতি কেজি সুতার জন্য তারা পান ৭০ টাকা।

তারপর সেই আঁশ পাঠানো হয় রংপুরের কারখানায়, যেখানে তৈরি হয় কারপেট, পাপস ও চাদরসহ নানা পণ্য। একটি কলাগাছ থেকে আকারভেদে দুই থেকে তিন কেজি সুতা তৈরির কাঁচামাল পাওয়া যায়। বিদেশে এই সুতা দিয়ে তৈরি পণ্যের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে, ফলে উৎপাদনও বাড়ছে। এই উদ্যোগ শুধু নতুন শিল্প গড়ে তুলছে না, কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করছে। নেছারাবাদ ও সদর উপজেলার কলাখালীতে প্রায় দুই শতাধিক পরিবার এই কাজে যুক্ত হয়েছে। কৃষকরাও লাভবান হচ্ছেন। তারা এখন কলা সংগ্রহের পর গাছ ফেলে না দিয়ে তা বিক্রি করে বাড়তি আয় করতে পারছেন। কৃষি বিভাগও পরামর্শ দিচ্ছে, যাতে সবাই এই সুযোগ কাজে লাগায়। পিরোজপুর উপজেলা কৃষি অফিসার শিপন চন্দ্র ঘোষৎ বলেন, কলাগাছ থেকে সুতা উৎপাদনের কাজে যারা জড়িত তাদের কয়েকজনের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। তারা বলেছে, সঠিকভাবে এই কাজ করতে পারলে মাসে তাদের ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা বাড়তি আয়ের সুযোগ রয়েছে এখান থেকে। এখন পর্যন্ত প্রায় ২০০ লোক এ কাজের সঙ্গে জড়িত। অন্যরা যদি এ কাজের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের কথা জানতে পারে তাহলে তারাও সম্পৃক্ত হবে। কথায় আছে বুদ্ধি থাকলে পাটাতনেও মাছ ধরা যায়। তেমনি দেবনাথ সেই বুদ্ধি খাটিয়ে যেমন নিজের ভাগ্যের দরজা খুলেছেন তেমনি স্থানীয়দেরও। জনার্দ্ধন দেবনাথের আশা, এই শিল্প একদিন দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দেবহাটায় শহীদ আসিফ স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুনামেন্ট অনুষ্ঠিত

দেবহাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : তারুণ্যের বিজয় উপলক্ষ্যে জুলাই আগষ্টের শহীদ আসিফ স্মরনে আসিফ স্মৃতি ৮ দলীয় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উত্তর পারুলিয়া পুর্ব পাড়া তরুণ সমাজের আয়োজনে গত রোববার রাত ৮টায় দেবহাটার উত্তর পারুলিয়া মৃধাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে উক্ত খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ডাঃ শহিদুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে উপজেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক শেখ সিরাজুল ইসলাম ও ২নং পারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক বাবু। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি মঞ্জুর মোর্শেদ মিলন, উপজেলা বিএনপির নেতা ও সাবেক উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাবিব মন্টু, দেবহাটা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা আব্দুল মতিন বকুল, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল ইব্রাহিম কবির মিঠু, বিএনপি নেতা শামীম হোসেন, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক কামরুজ্জামান কামরুল, সাবেক থানা যুবদলের সহ-সভাপতি শেখ তরিকুল ইসলাম, উপজেলা মৎস্যজীবি দলের সাধারণ সম্পাদক শাফায়েত হোসেন বাচ্চু, সাবেক ছাত্রদলের সাধারন সম্পাদক সাবেক ইউপি সদস্য এবাদুল ইসলাম, উপজেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সাবেক উপজেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক জাহাঙ্গীর কবির পল্টু, স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আহম্মাদ আলী, দেবহাটা উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক ইমরান ফরহাদ প্রমুখ।

কলমাকান্দায় ইউনিয়ন ভিত্তিক জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগীতা

কলমাকান্দা; নেত্রকোনা প্রতিনিধি : সারাদেশের ন্যায় কলমাকান্দা উপজেলার পোগলা ইউনিয়ন পর্যায়েও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগীতা (ক্রিড়া, সংস্কৃতিক, বিষয়ভিত্তিক কুইজ ও কাবিং পুরুষ্কার বিতরনী অনুষ্ঠান ২০২৫ শুরু হয়েছে। গত রোববার থেকে পোগলা ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে বাদে পোগলা ও শুনই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে দুদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুদিন ব্যাপী এ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সহকারি শিক্ষা অফিসার মোঃ মোজাম্মেল হোসেন।

বাজারে আসতে শুরু করেছে রসালো ফল তরমুজ। নিমসার ফল বাজার, কুমিল্লা।

পোষ মেনেছে বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণি সজারু

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : ভালোবাসার মানবিক অনুভূতি ও আবেগকেন্দ্রীক অভিজ্ঞতা এবং উদারতা, সহানুভূতি, স্নেহ এবং বিপরীতের ভালোর জন্য নিঃস্বার্থ-উদ্বেগ প্রকাশে যেমন প্রস্ফুটিত হয়। তেমনই বিশেষ কোন মানুষ বা প্রাণির জন্য স্নেহের শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশও ঘটে। মানুষ ও প্রাণির এমনই এক ভালোবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে টাঙ্গাইলে ঘাটাইল উপজেলার সন্ধানপুর ইউনিয়নের কুশারিয়া গ্রামের বাসিন্দা ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালক লিটন মিয়া। লিটন মিয়ার অকৃত্তিম ভালোবাসায় সারা দিয়ে কুড়িয়ে পাওয়া বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণি সজারু পোষ মেনেছে। কুড়িয়ে পওয়া বন্য সজারুটির তাঁর ও এলাকার লোকজনেরও দারুণ সখ্যতা গড়ে ওঠেছে। প্রাণিটি দিনরাত লোকালয়ে ইচ্ছেমতো ঘুরে বাড়ির এদিক-সেদিক দৌঁড়ে বেড়াচ্ছে। প্রায় ১১ মাস আগে রমজানের পঞ্চম রাতে ঘাটাইল-সাগরদদিঘী স্থানিক সড়কে কুড়িয়ে পেয়ে কুশারিয়ায় নিজের বাড়িতে আনার পর থেকে সজারুর ছানাটিকে পরম যত্নে লালন-পালন করছেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালক লিটন। ভালোবাসা পেয়ে বর্তমানে প্রাণিটি অবিশ্বাস্য পোষ মেনে পরিবারের সদস্যের মতো বসবাস করছে। ঘাটাইলের সন্ধানপুর ইউনিয়নের কুশারিয়া গ্রামে লিটনের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, বাড়ির এপার-ওপার দৌঁড়ে বেড়াচ্ছে সজারুর ছানা। কেউ চলার পথে বাধা দিলে পুরো শরীরের কাঁটাগুলো মেলে ধরছে। আদরে গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে আনন্দ পাচ্ছে। প্রতিদিন দুপুর ও বিকালে গর্ত থেকে বের হয়ে বাড়ির আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রাণিটি দেখতে উৎসুক জনতা লিটনের বাড়িতে ভিড় করছে। কুড়িয়ে পাওয়া বন্য সজারু ছানাটির নাম রেখেছেন 'পাগলা'। ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা চালক লিটন মিয়া বলেন, 'পাগলা' বলে ডাক দিলে সজারুটি খাবারের জন্য ছুটে আসে। পেছন পেছন যেতে বললে সে পোষা অন্য প্রাণির মতো সাথে সাথে চলতে থাকে। পোষ মানা সজারু 'পাগলা' সাধারণত কলা, আলু, ফুলকপি, বাধাকপি, পাউরুটি, ভাত, দুধ, বিস্কুট ইত্যাদি খেতে বেশি পছন্দ করে। লিটন মিয়া জানান, প্রায় ১১ মাস আগে রমজানের পঞ্চম রাতে ঘাটাইল-সাগরদিঘী সড়কের পাশে কুশারিয়া এলাকায় একটা কলার বাগানে ভেজা পড়ে থাকা অবস্থায় সম্ভবত দুই-চারদিন বয়সের সজারুর ছানাটিকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। পরিবারের সদস্যরা সবাই মিলে পরিচর্যার মাধ্যমে অসুস্থ সজারু ছানাটিকে পরম যত্নে সুস্থ করে তোলা হয়। এরপর থেকে সজারু ছানাটি পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আনন্দে তাদের সঙ্গে বসবাস করছে। ঘরের ভেতর খড় দিয়ে থাকা ও ঘুমানোর জন্যে জায়গা তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সজারু ছানাটি সেখানে না ঘুমিয়ে ঘরের বাইরে একটা জায়গায় মাটির নিচে নিজেই সুরঙ্গ তৈরি করে সুন্দরভাবে বসবাস করছে। সজারু ছানার প্রেমিক লিটন মিয়া জানান, একেবারে অল্প বয়স থেকে সজারু ছানাটি তার সংস্পর্শে থাকার সুযোগে সেও যেমন পোষ মেনেছে- ঠিক তেমনই ওটার প্রতিও এতোদিনে একটা মায়া জন্ম নিয়েছে। প্রতিদিন দুপুরে সজারু ছানাটি গর্ত থেকে বের হয়ে তার হাতে খাবার খেয়ে গর্তে চলে যায়। আবার বিকালে বের হয়ে বাড়ির ঘরে এবং আশপাশের দোকানপাটেও নির্দ্বিধায় ঘুড়ে বেড়ায়। গভীর রাত পর্যন্ত সজারু ছানাটি আশপাশে লোকালয়ে খেলাধুলা ও ছোটাছুটি করে খাবার খায়। সবার কাছে ছানাটি একটা আদরের পোষ্য প্রাণি হিসেবে কোন সমস্যা ছাড়াই বসবাস করছে। ওই গ্রামের সাগর আহমেদ জানান, বন্যপ্রাণি সজারু ছানাটি পোষ মানার বিষয়টি আশ্চর্যজনক। এ প্রাণি তো লোকালয়ে মানুষের কাছে পোষ মানার কথা নয়। এগুলো সাধারণত পাহাড়ে গর্তে লুকিয়ে থাকে। লিটনের পরিবারে প্রাণিটি প্রাকৃতিক উপায়ে পোষ মানার বিষয়টি তাকে চরম মুগ্ধ করেছে। বন্যপ্রাণি বিশেষজ্ঞরা জানান, বাংলাদেশে সজারুর সংখ্যা এক সময় বেশ ছিল, তবে বর্তমানে অবস্থা বিপন্ন। সজারু বাদামি, ছাই কিংবা সাদা বা মিশ্র রঙের হয়ে থাকে। শরীরে ১৪ থেকে ২৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত কাঁটা থাকে এবং ওজন ১০ থেকে ১৮ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। ২০১২ সালের বন্যপ্রাণি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন অনুযায়ী সজারু একটি সংরক্ষিত প্রজাতি এবং এর শিকার বা হত্যা আইনগত দ-নীয় অপরাধ। টাঙ্গাইল জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডা. মো. মোস্তাফিজুর রহমান জানান, সজারু একদিকে হিং-্র ও অন্যদিকে ভীত একটি প্রাণি। মানুষ বা বনের অন্য প্রাণিদের ভীষন ভয় পায়। অত্যন্ত ছোট অবস্থায় পেয়ে আদর-যত্ন পাওয়ায় ওটা পোষ মেনে থাকতে পারে। তবে ওটা পোষ মানার কোনো প্রাণি নয়- অটোরিকশা চালকের ক্ষেত্রে অনেকটা না মেনে নেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। টাঙ্গাইলের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ডক্টর আবু নাসের মোহসিন হোসেন জানান, সজারু একটি বিলুপ্তপ্রায় প্রাণি। বন্যপ্রাণি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন অনুযায়ী সজারু একটি সংরক্ষিত প্রজাতি এবং এর শিকার বা হত্যা আইনগত দ-নীয় অপরাধ।

সেনবাগে সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

সেনবাগ, নোয়াখালী প্রতিনিধি : সেনবাগ থানা পুলিশ এক অভিযান চালিয়ে মোঃ নুরুল্লাহ (৫২) নামের ৬ মসের এক সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত মোঃ নুরুল্লাহ উপজেলার ৯নং নবীপুর ইউপির ৭নং ওয়ার্ড দেবীসিংহপুর গ্রামের খোরশদ আলমের ছেলে। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১২টারদিকে সেনবাগ থানার এএসআই শাহাদাত হোসেনের নেতৃত্বে সঙ্গীয় পুলিশ ফোর্স তাকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত । গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে সেনবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) এসএম মিজানুর রহমান জানান,বিকেল তাকে নোয়াখালী বিচারিক আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

হোসেনপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পেডিয়াট্রিক এনসিডি কর্ণার উদ্বোধন

হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শিশুদের কিডনী রোগ,ডায়াবেটিস,থ্যালাসেমিয়া,হৃদরোগ,এ্যাজমা,মৃগীরোগ সম্পর্কিত রোগীদের জন্য পেডিয়াট্রিক এনসিডি কর্নারের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পেডিয়াট্রিক এনসিডি কর্নারের শুভ উদ্বোধন করেন কিশোরগঞ্জের সিভিল সার্জন ডা. সাইফুল ইসলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো.তানভীর হাসান জিকো। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. দিদারুল ইসলাম, আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আমিনুল ইসলাম,ডা. দেবাঞ্জন পন্ডিত,ডা. মাহফুজ আক্তার মিষ্টি,ডা.ইয়াসিন হাসিব খান, ইউনিসেফ প্রতিনিধি দল,আইসিডিডিআরবিসহ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অন্যান্য চিকিৎসক ও স্টাফরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষেতলাল বীজ আলুর ফলাফল প্রদর্শন অনুষ্ঠিত

ক্ষেতলাল, জয়পুর হাট প্রতিনিধি : জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে উদ্দীপন বীজ আলুর ফলাফল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার বিকেল ৫টায় উপজেলার বড়াইল ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে ফলাফল প্রদর্শন ও মাঠ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাগেছে, চলতি মৌসুমে উদ্দীপন এগ্রো লিমিটেড কোম্পানির বীজ আলু স্থানীয় বীজ ডিলার ইটাখোলা বাজার অনির বীজ ভান্ডার, প্রোপাইটার শাজাহান আলী মোল্লার মাধ্যমে নুমনা স্বরূপ বীজ আলু বিক্রিয় করেন। ওই বীজ রোপণকারী আলু চাষীরা এখন জমি থেকে তোলা শুরু করেন। ওই এলাকার সাধারণ আলু চাষীদের আমন্ত্রণ করে উদ্দীপন আলুর ফলাফল প্রদর্শন ও মাঠ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেন ওই ডিলার। আলু চাষী আজাদ বলেন, আলুর বীজের গুণমতমান ভাল। আগামীতে উদ্দীপনের আলু বীজ রোপন করলে কৃষক লাভবান হবে বলে আশা করছি। বড়াইল ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি জসিমউদ্দীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উদ্দীপন এগ্রো লিমিটেডের হেড অব বিজনেস কৃষিবিদ এস এম আব্দুল মুকিত। বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তিতাস। বগুড়া ও রংপুর রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার রনি চৌধুরী, ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজার দিলিপ ইসলাম, ক্ষেতলাল উদ্দীপন শাখা ব্যবস্থাপক জসিমউদ্দীন। এসময় আরোও উপস্থিত ছিলেন ক্ষেতলাল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান আলী ও সাংবাদিক আব্দুর রাজ্জাক সহ স্থানীয় দুই শতাধিক কৃষাণ কৃষাণী।

পীরগাছায় জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্টের উদ্বোধন

পীরগাছা, রংপুর প্রতিনিধি : ''এসো দেশ বদলাই,পৃথিবী বদলাই'' এই স্লোগান নিয়ে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট এর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মালচিং পেপার ব্যবহার করে ফসল চাষে স্বাবলম্বী চাষী

সাঁথিয়া, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার করমজা ইউনিয়নের তলট দক্ষিণপাড়া গ্রামের আব্দুল আজিজ। তার প্রথম স্ত্রীর নাম লিমা খাতুন এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম রিমা খাতুন। তবে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক না থাকায় তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী ও তার সন্তানদের নিয়ে তলট দক্ষিণপাড়া গ্রামে বর্তমানে বসবাস করেন।পেশায় তিনি একজন ইনোভেটিভ কৃষক ও কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। বর্তমানে তিনি কাপড় ব্যবসা করেননা। তার মূল পেশা কৃষি কাজ। তার প্রথম স্ত্রীর তিন মেয়ে,তারা সবাই বিবাহিত।দ্বিতীয় স্ত্রীর দুই মেয়ে ও এক ছেলে। বড় মেয়ের বয়স ১২ বছর এবং ছোট মেয়ের বয়স নয় বছর। ছোট ছেলের বয়স চার বছর, কিন্ত সে এখন পর্যন্ত স্কুলে ভর্তি হয়নি। দক্ষিণ পাড়ায় হঠাৎ একদিন তার সাথে কৃষি ইউনিট, প্রোগ্রামস ফর পিপলস ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি) সংস্থার কর্মকর্তার দেখা হয়। তিনি কর্মকর্তাকে অবগত করেন সে প্রতিবছরই লোকাল জাতের মরিচ ও অন্যান্য ফসল চাষ করতেন । কর্মকর্তা তাকে পিপিডি'র সম্পর্কে জানান এবং প্রথম অবস্থায় তলট দক্ষিণপাড়া মহিলা সমিতিতে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। তাকে মালচিং পেপারের মাধ্যমে মরিচ,শসা,চালকুমড়া,ধুন্দল চাষ করার কথা বললে তিনি স্বতঃস্ফুর্তভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরপর তলট দক্ষিণপাড়া মহিলা সমিতিতে তিনি ভর্তি হন। তাকে মালচিং পেপার ব্যবহার করে উচ্চ মূল্যের ফসলচাষ প্রদর্শনীর আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে একটি প্রদর্শনী তার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। তার বাড়ীতে একটি গাভী ও একটি বাছুর আছে। এরপর কৃষি ইউনিট এর মাধ্যমে তাকে উন্নত ও আধুনিক হাইব্রিড জাতের মরিচ (বিজলীপ্লাস ২০২০)'র কোকোডাষ্টের ২হাজার ৩০০টি চারা, জৈব ও রাসায়নিক সার, জৈব বালাইনাশকসহ অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়।এছাড়া তাকে দুই দিন ব্যাপী অনাবাসিক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়। তিনি মরিচ চাষের পর ঐ একই প্লটে দ্বিতীয়বার শসা,ধুন্দল ও চালকুমড়া চাষ করেন। তিনি মরিচ গাছের মরা ডালপালা মাচা হিসাবে ব্যবহার করেন। এই কার্যক্রমের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা করেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। তিনি মাঠে তার সুন্দর ফসল দেখে অনেক আনন্দিত ও খুশী হন।তিনি সর্বমোট ৫৮ হাজার টাকার ফসল বাজারে বিক্রি করেন। এর মধ্যে তার মোট খরচ হয়েছিলো ১৬ হাজার টাকা। এতে তার নীটলাভ হয়েছে ৪২ হাজার টাকা। আব্দুল আজিজ বলেন, এই নতুন ধরনের ফসল ও প্রযুক্তি এর আগে কখনও আবাদ করিনি। এই ধরণের ফসল অধিক নিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ,যা শরীরের জন্য অনেক উপকারি। এই প্রযুক্তিতে ফসল আবাদ করে আমার উৎপাদন খরচ যেমন-সেচ খরচ,রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব, আগাছা কম হয় এবং মাটির আর্দ্রতা ঠিকঠাক থাকে। পরবর্তিতে তিনি পিপিডি'র সংস্থার সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরী করেন। তিনি একজন সঞ্চয়ী সদস্য। তিনি এখন পর্যন্ত ঋণ নেননি,তবে কিছুদিন পর ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে খুব সুখে শান্তিতে জীবন-যাপন করছেন বলে সংস্থার কর্মকর্তাকে অবগত করেন। পিপিডির কৃষি কর্মকর্তা অনুপ কুমার ঘোষ বলেন,মালচিং পদ্ধতিতে মরিচ চাষ করলে সেচ কম লাগে,আগাছা কম হয়,মাটির আদ্রতা ধরে রাখে, ফলে ফলন বাড়ে এবং উৎপাদন খরচও কম হয়। দিন দিন সাঁথিয়া উপজেলায় এই প্রযুক্তি ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। মরিচ চাষের পর ঐ একই প্লটে শসা ও চালকুমড়া আবাদ করা হয়।

গরু দিয়ে জমি চাষ করছেন একজন কৃষক। বাড়ির পাশের এই জমিতে শাক লাগাবেন তিনি। বাইশটিলা, সিলেট।

টাঙ্গাইলের সন্তোষে ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনের আটষট্রি বছর

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনের ৬৮বছর উদ্যাপন উপলক্ষে টাঙ্গাইলের সন্তোষ মাওলানা ভাসানীর দরবার হলে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাওলানা ভাসানী ফাউন্ডেশন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এসময় ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খন্দকার নাজিম উদ্দিন এর সভাপতিত্বে ও সংগঠণের মহাসচিব মাহমুদুল হক সানুর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান এর বিভাগীও প্রধান (অবঃ) প্রফেসর ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন সরকারী আশেক মাহমুদ কলেজ এর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আজাদ খান, মাওলানা ভাসানী কলেজ এর অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন ও বিএনপি নেতা এম এ হামিদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। আলোচনা সভায় বক্তারা মাওলানা ভাসানী ও ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনের বিশেষত্ব তুলে ধরেন। বক্তারা বলেন, ১৯৫৭ সালের ৬, ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী টাঙ্গাইলের কাগমারীতে মওলানা ভাসানী ৫৪টি তোরণের মধ্য দিয়ে 'ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন' উদ্বোধন করেন। কাগমারী সম্মলনে পশ্চিম পাকিস্তানিদের 'ওয়ালাইকুম আসসালাম' বলে পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন তিনি। এ সম্মেলনে মওলানা ভাসানী স্বায়ত্তশাসনের যে দাবি জানিয়েছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে স্বাধীনতার আন্দোলন দানা বাঁধে। গতকাল সোমবার সেই ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনের ৬৮ বছর। কাগমারী সম্মেলনেই মওলানা ভাসানী সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীর মনে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের স্বাধিকার আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা দেন। কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর দাবিকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই পর্যায়ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট (হক-ভাসানী) তৎকালীন পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণ মানুষের ব্যাপক সমর্থনে বিজয়ী হয়। মওলানা ভাসানী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এবং গণ মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে সংঘটিত আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছেন। মাওলানা ভাসানী কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত তরেন নি। তিনি সব সময় ন্যায়ের পথে এবং -রােতে বিপরিতে হেটেছেন, কখনো -রােতে গা ভাসান নি। আমরা সব সময় মাওলানা ভাসানীকে অনুকরন ও অনুসরন করেই পথ চলতে চেষ্টা করবো। আলোচনা শেষে মাওলানা ভাসানীর মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

লালমনিরহাটে পাথর ভর্তি ট্রাক থেকে গাঁজা উদ্ধার

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : লালমনিরহাটে শ্রমিকলীগ নেতা বুলবুল আহমেদের একটি পাথর ভর্তি ট্রাক থেকে দুই কেজি গাঁজাসহ ট্রাক চালক সবুজ মিয়া (৩২) ও সহকারী রাকিব হাসান (২০) নামে দুইজনকে আটক করেছে লালমনিরহাট সদর থানা পুলিশ। গত রোববার রাত ১১টায় সদর উপজেলার গোকুন্ডা ইউনিয়নের তিস্তা টোল প্লাজা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃত সবুজ মিয়া পৌরসভার খোচাবাড়ি (বিডিআর) এলাকার মৃত মনছুর আলীর ছেলে ও রাকিব মিয়া শহরের হাড়িভাঙ্গা এলাকার সাজু মিয়ার ছেলে। থানা পুলিশ সুত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তিস্তা টোল প্লাজায় অভিযান চালিয়ে ঢাকা মেট্রো ট-২২-৮৫০৪ নম্বরের একটি পাথর বোঝাই ট্রাক তল্লাশির জন্য আটক করা হয়।

সুন্দরবনে মৃত হরিণ, মাংস ও ফাঁদ উদ্ধার

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সুন্দরবনে অভিযান চালিয়ে ১টি মৃত হরিণ, ১৬ কেজি হরিণের মাংস ও ৫শত ফুট হরিণ শিকারের ফাঁদ উদ্ধার করেছেন সাতক্ষীরা রেঞ্জের কদমতলা বনস্টেশন অফিসের সদস্যরা। কর্মকর্তারা জানান, গত রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কদমতলা বনস্টেশন অফিসার (এসও) সুলাইমানের নেতৃত্বে বনকর্মীরা গহিন সুন্দরবনের হাতিভাঙ্গা নদী সংলগ্ন আড়ের দুনি খাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই মালামাল উদ্ধার করে। এসময় বনকর্মীদের উপস্থিতি টের পেয়ে শিকারীরা সুন্দরবনে পালিয়ে যায়। সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বনসংরক্ষক (এসিএফ) মোঃ মশিউর রহমান সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, গোপন সংবাদ পেয়ে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে তৎপরতা চালিয়ে মৃত হরিণ, হরিণের মাংস ও ফাঁদ উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও শিকারীদের আটক করা যায়নি।

শ্রীমঙ্গলে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণী উৎসব

শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : শ্রীমঙ্গল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণী উৎসব বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২০টি ইভেন্টে ৬০ জন ছাত্রছাত্রী এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৮টি ইভেন্টে ৭১ জন ছাত্রছাত্রীকে পুরষ্কার প্রদান করা হয়। শ্রীমঙ্গল উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ইসলাম উদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণ করেন।

পতিত জমির ময়লা আবর্জনার স্তুপ এখন সবজির ক্ষেত

বরিশাল প্রতিবেদক : বরিশাল নদীবন্দর ভবনের সামনের পতিত জমিতে একসময় ছিলো ময়লা-আবর্জনার স্তুপ। পরে সেখানে নিজেদের উদ্যোগে ছোট আকারে সবজি চাষ শুরু করেন কয়েকজন শ্রমিক। এরপর সময়ের সাথে সাথে বন্দর ভবন এলাকার আশপাশের দৃশ্য পাল্টাতে শুরু করেছে। বর্তমানে বরিশাল নদীবন্দরের ৩ নম্বর গেট দিয়ে বন্দর ভবনের ভেতর দিয়ে পন্টুনে যেতে বাগানের দিকে তাকাতেই মিলবে সবুজের সমারোহ। আর সেখানে বাহারি ধরনের গাছের দেখাও মিলছে। যারমধ্যে এখন সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি কেড়েছে সোজা গাছের চূড়ায় ঝুলে থাকা সবুজ বর্ণের ফলগুলো। যেগুলো দেখে শিমুল গাছের ফল মনে হলেও আসলে এগুলো একটি উন্নত জাতের (হাইব্রিড) শিম গাছ। আর এ শিমের ফলন এতোটাই বেশি যে তা স্থানীয় কৃষকদের কাছেও কল্পনার বাহিরে। গাছের মালিক বরিশাল-ঢাকা নৌ-রুটের বিলাসবহুল পারাবত লঞ্চের কলম্যান ইমাম হোসেন বলেন, একজন সংবাদকর্মী আমাকে হাইব্রিড শিমের বীজগুলো সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এখানে মাত্র পাঁচটি শিমের বীজ রোপণ করে যে ফলন পেয়েছি তা অবিশ্বাস্য। মাত্র দুই-আড়াই মাস আগে রোপণ করা এ শিম গাছগুলো এখন থোকায় থোকায় ফল দিচ্ছে। একদিকে খাওয়ার উপযোগী সিম প্রস্তুত, আবার অন্যদিকে গাছে নতুন ফুল ধরছে। ইমাম হোসেন বলেন, রাসায়নিক সার ব্যবহার না করেও এতো বেশি ফলন পাওয়া সম্ভব এটা আমি প্রথমবার দেখলাম। আমার এ শিমের কথা শুনে স্থানীয় কৃষকরা প্রতিনিয়ত এসে দেখে যাচ্ছেন। অনেকেই বলেছেন, আগামী মৌসুমে তারাও এ শিমের চাষ করবেন। শিমের বীজ সংগ্রহকারী সংবাদকর্মী আব্দুর রহমান বলেন, প্রতিবেশীর কাছ থেকে বেশকিছু উন্নতজাতের শিমের বীজ সংগ্রহ করেছিলাম। আর সেখান থেকেই ইমাম হোসেনকে পাঁচটি বীজ দিয়েছিলাম। সেই বীজগুলো এখন ভালোভাবে বড় হয়ে ফলন দিয়েছে, যা কল্পনাতীত। তিনি আরও বলেন, এ ধরনের উন্নত শিম সাধারণত পাহ-াড়ি অঞ্চলে পাওয়া যায়। তবে দক্ষিণাঞ্চলে এ শিম চাষ করলে অধিক ফলন পাওয়া যে সম্ভব তাও এবার দেখলাম। নৌ শ্রমিকদের নিয়ে নদীবন্দরের পতিত জমিতে কৃষি কাজে সম্পৃক্ত করার উদ্যোক্তা সাংবাদিক রিপন হাওলাদার বলেন, ডিউটি শেষে নৌ-শ্রমিকরা বেশিরভাগ সময় শুয়ে-বসে কাটাতেন। তাই তাদের উৎসাহ দিয়ে নদীবন্দর ভবনের সামনের বাগানের পতিত জমিতে প্রথমে লাউ চাষ করার জন্য উৎসাহ দেই।

মেসির পেনাল্টির দক্ষতার পেছনে নেইমারের অবদান

স্পোর্টস ডেস্ক : লিওনেল মেসি ও নেইমারের বন্ধুত্বের গাঢ়তা সবারই জানা, যার শুরু বার্সেলোনা থেকে। দুজনের গন্তব্য ভিন্ন হলেও দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের তারকার মধ্যে সম্পর্ক এখনও অটুট রয়েছে। বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ককে নিয়ে এবার চমকপ্রদ তথ্য দিলেন নেইমার। মেসির পেনাল্টি নেওয়ায় দক্ষতা বাড়াতে তিনি বেশ সাহায্য করেছিলেন। সম্প্রতি পডপাহ পডকাস্টে উপস্থিত হয়ে নেইমার ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মেসির সঙ্গে কাটানো দারুণ মুহূর্তগুলোর স্মৃতিচারণ করেছেন। সেখানেই পেনাল্টির ব্যাপারে ব্রাজিলিয়ান তারকার কাছ থেকে পরামর্শ নেন আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী। নেইমার স্বীকার করেছেন, বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় তার কাছে সহযোগিতা চাওয়ায় বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি মেসিকে তার পেনাল্টি নিতে সাহায্য করেছিলাম। আমরা ট্রেনিং করছিলাম এবং সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কী করে এভাবে পেনাল্টি নিতে পারো?''নেইমার বলে গেলেন, 'আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'তুমি কি ঠিক আছো? তুমি মেসি! আমি পারলে তো তুমিও পারবে'। তারপর আমি তাকে দেখালাম কীভাবে নিতে হয় এবং সে অনুশীলন করলো।

বাবরের পক্ষ নিলেন সালমান বাট

স্পোর্টস ডেস্ক : একটা সময় সময়ের সেরা ব্যাটার হিসেবে বিবেচনা করা হতো পাকিস্তানের বাবর আজমকে। লম্বা সময় পাকিস্তানের অধিনায়কের দায়িত্বেও ছিলেন বাবর। সেই সময় এখন অতীত, বর্তমানে ফর্ম হারিয়ে ধুঁকছেন বাবর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যাটে অনেক দিন ধরেই রান নেই বাবর আজমের। দলের চাহিদা, প্রত্যাশা কোনো কিছুই মেটাতে পারছেন না তিনি। টেস্টে দল থেকে বাদও পড়তে হয়েছিল বাবরকে। ঘরের মাঠের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও সেভাবে ভালো করতে পারেননি বাবর আজম। টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে পাকিস্তান। প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৬০ রানে হারে পাকিস্তান। ৩২১ রান তাড়া করতে নেমে বাবরের ৯০ বলে ৬৪ রানের ধীর গতির ইনিংস নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। ভারত ম্যাচেও সুবিধা করতে পারেননি বাবর। ২৬ বলে ২৩ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। ম্যাচটাও বাজেভাবে হেরে যায় পাকিস্তান। টানা দুই হারের ফলে নিশ্চিত হয়েছে পাকিস্তানের বিদায়। তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ বৃষ্টির কারণে হয়েছে পরিত্যক্ত। দলের এমন ভরাডুবিতে বেশি সমালোচনা হচ্ছে বাবর আজমেরই। পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটারদের মধ্যে অনেকেই শূলে চড়াচ্ছেন বাবরকে। তবে ব্যতিক্রম সালমান বাট। তার মতে, পাকিস্তানের যেসব ক্রিকেটার আছেন তাদের মধ্যে বাবর আজমই সেরা। সম্প্রতি জিএনএন এইচডি নিউজকে বাট বলেছেন, '৯ সেঞ্চুরি ও ২৬ ফিফটিতে বাবরের টেস্ট ব্যাটিং গড় ৪৪.৫ (আসলে ৯ সেঞ্চুরি ও ২৯ ফিফটি, গড় ৪২.৭৭)। ওয়ানডেতে তার গড় ৫৬.৭২ (আসলে ৫৫.৫০), সেঞ্চুরি ১৯টি, ফিফটি ৩৫টি। টি-টোয়েন্টিতে তার গড় ৪১ (আসলে ৩৯.৮৩), স্ট্রাইক রেট ১২৯। এই পরিসংখ্যান কি খারাপ? আমাকে একজন দেখান, গত ২০ বছরে যার পরিসংখ্যান বাবরের চেয়ে ভালো। একজনও কি আছে?' বাবরের ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে বাট আরও বলেছেন, 'ম্যাচ জেতানো ক্রিকেটার হিসেবে এখন যারা (সাবেক ক্রিকেটার) চেষ্টা করছে নিজেদের তুলে ধরার, তাদের সবার পুরো ক্যারিয়ার মিলিয়ে দেখুন, সবাই মিলে কয়টা ম্যাচ জেতাতে পেরেছে? আমার মনে হয়, এই তুলনাটা করা জরুরি।' একটা সময় বিরাট কোহলি, কেন উইলিয়ামসন, স্টিভেন স্মিথ, জো রুটের সাথে বাবর আজমকে নিয়ে 'ফ্যাব ফাইভ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো এই পাঁচ ব্যাটারকে, যারা ফর্মের বিচারে সময়ের সেরাই ছিলেন। তবে বর্তমানে বাকিদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে বাবর আজম।

দলের ব্যর্থতার জন্য স্ট্রাইক রোটেশন সমস্যাকে দায়ী করলেন শান্ত

স্পোর্টস ডেস্ক : ওয়ানডে ক্রিকেটে আবারও নিজেদের সেরা রূপে ফিরতে যত দ্রুত সম্ভব স্ট্রাইক রোটেশন সমস্যা সমাধানের উপর জোর দিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দলের ব্যর্থতার জন্য স্ট্রাইক রোটেশন সমস্যাকে দায়ী করেছেন শান্ত। গ্রুপ পর্বে প্রথম দুই ম্যাচ হেরে যাওয়ায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে বিদায় নিশ্চিত হয় টাইগারদের। রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বৃষ্টির কারণে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হওয়ার পর শান্ত বলেন, 'স্ট্রাইক রোটেশন সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের নেটে সঠিকভাবে অনুশীলন করতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের স্ট্রাইক রোটেশন নিয়ে ভাবতে হবে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি আশা করছি আমাদের কারণীয় সম্পর্কে সবাই বুঝতে সক্ষম হবে। ভারতের বিপক্ষে নিজেদের ইনিংসে ১৫৯টি ডট বল খেলেছে বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত ৪৯.৫ ওভারে ২২৮ রানে অলআউট হয় টাইগাররা। ম্যাচ ৬ উইকেটে হেরে যায় শান্তর দল। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ ব্যাটারদের ডট বলের সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। এ ম্যাচে ডট বলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮১টি । ম্যাচে ৯ উইকেটে ২৩৬ রান করে পাঁচ উইকেটে হার মানে টাইগাররা। দুই ম্যাচেই ৩শর বেশি রান করার মত ব্যাটিং সহায়ক উইকেট ছিল। কিন্তু ৩শ রানের কাছাকাছিও যেতে পারেনি বাংলাদেশ। দুই ম্যাচে ৩৪০ বল ডট হওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়ে বাংলাদেশের ব্যাটাররা। ডট বল ৫০ শতাংশও কম হলে দু'ম্যাচেই দলের রান ৩৫০এর কাছাকাছি যেতে পারত। শান্ত বলেন, 'ভালোভাবে স্কোরবোর্ড সচল রাখা জরুরি। এটা গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি খুব শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হবে।' চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দলের লক্ষ্যের কথা জানাতে গিয়ে শান্ত বলেছিলেন, চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে যাচ্ছেন। গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিতে হওয়ায় এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে করা ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা বলেছেন শান্ত। বৃষ্টির কারণে পাকিস্তানের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের শেষ ম্যাচটি পরিত্যক্ত হওয়ায় ১ পয়েন্ট নিয়ে এবারের আসর শেষ করেছে টাইগাররা। ভারতের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের শুরুতে ব্যাটিং বিপর্যয় এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে মিডল অর্ডারে উইকেট পতনের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে শান্ত বলেন, 'দীর্ঘ সময় ধরে আমরা যেভাবে লড়াইয়ে ছিলাম তাতে দু'টি ম্যাচ আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

ম্যানসিটিতে যোগ দিলেন ক্লদিও এচিভেরি

স্পোর্টস ডেস্ক : ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করেছিলেন এক বছরেরও বেশি সময় আগে। তবে এতদিন স্থায়ীভাবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটিতে যোগ দেননি জুনিয়র মেসি নামে খ্যাত আর্জেন্টিনার তরুণ ফুটবলার ক্লদিও এচিভেরি। অবশেষে ভগ্নাদশা ম্যানসিটিকে শক্তিশালী করতে আর্জেন্টিনার ক্লাব রিভার প্লেট থেকে উড়ে এসেছেন তিনি। এতদিন রিভার প্লেটে লোনে খেলছিলেন এচিভেরি। আর্জেন্টাইন অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার সর্বশেষ দক্ষিণ আমেরিকার অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে খেলছিলেন। আর্জেন্টিনার হয়ে ৯ ম্যাচে ৬ গোল করে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতাও হন ১৯ বছর বয়সী তারকা। এচিভেরির আগে শীতকালীন ট্রান্সফার উইন্ডোতে পাঁচ নতুন ফুটবলার যোগ দিয়েছেন ম্যানসিটিতে। তারা হলেন- মিডফিল্ডার নিকো গঞ্জালেস, ডিফেন্ডার আব্দুকোদির খুসানোভ, ভিতোর রেইস ও ক্রিশ্চিয়ান ম্যাকফারলেন এবং মিশরের ফরোয়ার্ড ওমর মারমুশ। এসব তারকার সঙ্গে এচিভেরির সংযুক্তি ম্যানসিটিকে আরও তরুণনির্ভর ও উদ্যমী করে তুলবে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে যখন ম্যান সিটির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন এচিভেরি। তখন শর্ত ছিল, এক বছর রিভার প্লেটের হয়ে খেলেছেন তিনি। অবশেষে প্রিমিয়ার লিগের বর্তমান ও টানা চারবারের চ্যাম্পিয়ন ক্লাবটিতে যোগ দিয়ে এচিভেরি বলেন, 'ফুটবল আমার জীবন। আমার স্বপ্ন ছিল ইউরোপের সেরা দলগুলোর একটির হয়ে খেলা। আজ আমি সেই স্বপ্নের আরও কাছাকাছি। ম্যানচেস্টার সিটি বিশ্বের অন্যতম সেরা দল। তারা শুধু শিরোপা জয় করে না, তারা খুব সুন্দর ফুটবল খেলে।' এচিভেরির সঙ্গে সিটির চুক্তি ২০২৮ সাল পর্যন্ত।

চার ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হলেন মোরিনহো

স্পোর্টস ডেস্ক : কিংবদন্তি ফুটবল ম্যানেজার জোসে মোরিনহো একবার বলেছিলেন, "আমি কথা না বলার পক্ষে। আমি যদি কথা বলি তাহলে আমি সমস্যার মুখে পড়ব।" স্বউক্তিটি পর্তুগিজ ম্যানেজারের জন্য চিরন্তন হয়ে গিয়েছে। 'ঠোঁটকাটা' স্বভাবের এই ৬২ বছর বয়সী কোচ আবারও বিপদে পড়েছেন বেফাঁস মন্তব্য করে। তবে এবার এক মন্তব্যের জন্যই তাকে চার ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেতে হলো। যদিও এই শাস্তির পেছনে সত্যিকার অর্থেই পাওয়া যাচ্ছে প্রতিপক্ষের ইন্ধন! মোরিনহো বর্তমানে তার্কিশ ক্লাব ফ্যানারবাচের ম্যানেজারের দায়িত্বে আছেন। গত রোববার দিবাগত রাতে ইস্তানবুল ডার্বিতে মুখোমুখি হয়েছিল গালাতাসারে-ফ্যানারবাচ। সেই ম্যাচে শেষে গণমাধ্যমে কথা বলেন পর্তুগিজ ম্যানেজার। তার প্রেক্ষিতে তার্কিশ ফুটবল ফেডারেশন বৃহস্পতিবার জানায়, ৪৪ হাজার ডলার জরিমানা গুণতে হবে মরিনহোকে। সঙ্গে থাকছে চার ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা। অন্যদিকে গালাতাসারে ক্লাব কতৃপক্ষ মোরিনহোর বিপক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তার্কিশ ফেডারেশন উল্লেখ করে, তার্কিশ রেফারির প্রতি 'অপমানজনক ও আক্রমণাত্মক' মন্তব্যের জন্য এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। মরিনিহোর মন্তব্য খেলাধুলার নৈতিকতা ভঙ্গ করেছে, সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলা উসকে দিয়েছে এবং সমর্থকদের উত্তেজিত করে তুলতে পারে বলে মনে করে ফেডারেশন। গত রোববার তুরস্কের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই ক্লাব গালাতাসারে-ফ্যানারবাচের লড়াই শেষ হয় গোলশূন্য ড্রয়ে। দুই ক্লাবই ফেডারেশনকে অনুরোধ করেছিল এই ম্যাচে যেন বিদেশি রেফারি আনা হয়। সেই অনুরোধে ম্যাচটি পরিচালনার জন্য রেফারি স্লাভকো ভিনচিচকে স্লোভেনিয়া থেকে উড়িয়ে আনে ফেডারেশন। সেই ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে মরিনহো জানান তিনি রেফারিদের কক্ষে গিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে। মোরিনহো বলেন, "ম্যাচ শেষে রেফারিদের রুমে গিয়েছিলাম আমি। চতুর্থ রেফারিও ছিলেন একজন তার্কিশ। মূল রেফারিকে (ভিনচিচ) আমি বলেছি, 'আসার জন্য ধন্যবাদ। কারণ বড় একটি ম্যাচে আপনি দায়িত্ব পালনে এসেছেন।' এরপর চতুর্থ রেফারির দিকে ঘুরে বলেছি, 'এই ম্যাচে আপনি রেফারি থাকলে বিপর্যয় হয়ে যেত।' আমি আসলে (তুরস্কের) সবাইকেই বুঝিয়েছি, তাদের সহজাত প্রবণতা।" এরপর মোরিনহো ফিরে যান মাঠের প্রসঙ্গে। ম্যাচে ফেনারবাচের ১৯ বছর বয়সী ডিফেন্ডার ইউসুফ আকচিচেকের একটা ট্যাকেলের প্রসঙ্গ টেনে আনেন পর্তুগিজ কোচ। জানান সেই ঘটনায় কার্ড না দেখানোয় রেফারি ভিনচিচ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মোরিনহো বলেন, "আমার রেফারিকে ধন্যবাদ দিতে হবে। কারণ, ওদের একজন যেভাবে ডাইভ দিয়েছে, ওদের বেঞ্চের ফুটবলাররা বাচ্চা ছেলেটির (আকচিচেক) ওপর যেভাবে বানরের মতো লাফালাফি করছি প্রথম মিনিটেই তুর্কি রেফারি থাকলে এসব দেখেই হলুদ কার্ড দিয়ে দিত এক মিনিটেই। ফলে পাঁচ মিনিট পর আমার তার বদলি কাউকে নামাতে হতো।" মোরিনহোর এসব মন্তব্যের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কড়া প্রতিক্রিয়া জানায় গালাতাসারে। ৬২ বছর বয়সী পর্তুগিজ এই কোচের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা দেয় ক্লাবটি। ফেনারবাচও কোচের পক্ষ নিয়ে একটা বিবৃতি দিয়েছে। তাদের দাবি মরিনহোর মন্তব্যকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা হয়েছে এবং বিকৃত করা হয়েছে। তারাও ভিত্তিহীন অভিযোগেরর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়ে দেয়। তুরস্কের ফুটবলে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে গালাতাসারে। এই ব্যাপারে বেশ কিছু দিন ধরেই কথা বলে আসছিলেন মোরিনহো। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের ধারণা প্রথম সুযোগেই প্রতিপক্ষ কোচের সর্বোচ্চ শাস্তি পাওয়াটা নিশ্চিত করেছে গালাতাসারে।

প্রযুক্তি

ঘন্টায় ৪৫০ কিলোমিটার গতির বুলেট ট্রেন তৈরি করেছে চীন

প্রযুক্তি ডেস্ক : চীন তৈরি করেছে বিশ্বের অন্যতম উচ্চগতির বুলেট ট্রেন ঈজ৪৫০ যা বর্তমানে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। এই ট্রেনটির গতি পরীক্ষায় ৪৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই গতির জন্য এটিকে বিশ্বের দ্রুততম বুলেট ট্রেনগুলোর মধ্যে অন্যতম করে তুলেছে। চীন স্টেট রেলওয়ে গ্রুপ লিমিটেড (চায়না রেলওয়ে) এই প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং পরীক্ষার বিভিন্ন ধাপ পরিচালনা করছে। প্রকৌশলীরা ট্রেনটির ওজন নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। এর জন্য ট্র্যাকের উপর সেন্সর স্থাপন করা হয়েছে, যা ট্রেনের প্রতিটি চাকার ওজন সংক্রান্ত তথ্য রিয়েল-টাইমে কম্পিউটার সিস্টেমে পাঠায়। এতে ওজনের সঠিক পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে, যা ট্রেনের কর্মক্ষমতা উন্নত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। উচ্চ গতির কারণে ট্রেনটির কাঠামোগত শক্তি বৃদ্ধি করতে হয়েছে। একজন গবেষক বলেছেন, "ওজন কমানোর পাশাপাশি আমাদের ট্রেনটির কাঠামোগত শক্তিও বাড়াতে হয়েছে, যাতে এটি আরও মজবুত থাকে। এটি অনেকটা শরীরের ওজন কমানোর সাথে সাথে পেশি শক্তিশালী করার মতো।" ট্রেনের গতি বাড়ানোর জন্য বাতাসের প্রতিরোধ কমানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। গবেষকরা ট্রেনের নিচের বগি অংশ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করেছেন, যা প্রথমবারের মতো কোনো উচ্চগতির ট্রেনে ব্যবহৃত হয়েছে। একজন সিনিয়র ডিজাইনার জানান, "ট্রেনের শরীরকে যথাসম্ভব মসৃণ রাখা হয়েছে, যাতে বাতাসের প্রতিরোধ কম হয়।" ঈজ৪৫০ ইতোমধ্যে স্থির ও নিম্নগতির পরীক্ষার ধাপ পেরিয়েছে। এই ধাপে ট্রেনের ট্র্যাকশন, ব্রেকিং এবং শব্দ নিরীক্ষণ করা হয়েছে। পরবর্তী ধাপে ধাপে ট্রেনের গতি ধীরে ধীরে বাড়িয়ে আরও উন্নত পরীক্ষা চালানো হবে। বর্তমানে, চীনই একমাত্র দেশ যেখানে ৩৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে বাণিজ্যিক উচ্চগতির ট্রেন পরিচালিত হয়। নতুন ঈজ৪৫০ ট্রেনটি ৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেশি গতিতে চলতে সক্ষম, যা উচ্চগতির রেল প্রযুক্তিতে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ২০১৮ সাল থেকে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ঈঅজঝ-এর গবেষক ঝ্যাং বো ও তার দল এই ট্রেনটির প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা যাচাই, কাঠামোগত মান নির্ধারণ ও কার্যকর প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন। তিনি বলেন, "৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতি বৃদ্ধি ছোট মনে হতে পারে, কিন্তু এটি বাস্তবে অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন।" উচ্চ গতি ও নিরাপদ পরিচালনার পাশাপাশি ট্রেনটির ওজন কমানো, শব্দ ও কম্পন নিয়ন্ত্রণ করা এবং স্বয়ংক্রিয়তা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে বাতাসের প্রতিরোধ ২২ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব হয়েছে। ঝ্যাং বো আরও বলেন, উচ্চগতির রেলের গতি কেবল প্রযুক্তিগত নয়, এটি একটি অর্থনৈতিক বিষয়ও। তাই পরিবেশের ওপর প্রভাব বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে, উচ্চগতির রেলের অন্যতম প্রধান সূচকই হচ্ছে গতি। তিনি আরো বলেন পরীক্ষাগুলোর সফল সমাপ্তি হলে ঈজ৪৫০ বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হবে। নির্ধারণ ও কার্যকর প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন। তিনি বলেন, "৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতি বৃদ্ধি ছোট মনে হতে পারে, কিন্তু এটি বাস্তবে অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন।" উচ্চ গতি ও নিরাপদ পরিচালনার পাশাপাশি ট্রেনটির ওজন কমানো, শব্দ ও কম্পন নিয়ন্ত্রণ করা এবং স্বয়ংক্রিয়তা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে বাতাসের প্রতিরোধ ২২ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব হয়েছে। ঝ্যাং বো আরও বলেন, উচ্চগতির রেলের গতি কেবল প্রযুক্তিগত নয়, এটি একটি অর্থনৈতিক বিষয়ও। তাই পরিবেশের ওপর প্রভাব বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে, উচ্চগতির রেলের অন্যতম প্রধান সূচকই হচ্ছে গতি। এই গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম চীনের উচ্চগতির রেল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করছে। পরীক্ষাগুলোর সফল সমাপ্তি হলে ঈজ৪৫০ বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হবে, যা রেল পরিবহনে নতুন দিগন্ত তৈরি করবে।

এবার বিজ্ঞাপন ছাড়াই দেখা যাবে ইউটিউব

প্রযুক্তি ডেস্ক : ইউটিউবে একটু ঢুঁ মেরে আসাটা আমাদের অনেকেরই নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ পরপর বিজ্ঞাপনের অত্যাচার বেশ বিরক্ত হয়ে পড়েন। এর মধ্যে কিছু বিজ্ঞাপন আবার স্কিপ করাও যায় না। তবে যেসব ব্যবহারকারী বিজ্ঞাপন দেখতে চান না, তাদেরকে এই ঝামেলা থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে আসছে জনপ্রিয় এই প্ল্যাটফর্মটি। কোনো খরচ ছাড়াই বিজ্ঞাপন ফ্রি ভিডিও দেখতে পারবেন। জানা গেছে, শিগগিরি ইউটিউব নিয়ে আসছে প্রিমিয়াম লাইট প্ল্যান। তবে এই প্ল্যানে দেখতে পাবেন না কোনো মিউজিক ভিডিও। কিন্তু পডকাস্ট বা নির্দেশমূলক কনটেন্ট দেখা যাবে। যা অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন আমেরিকা, জার্মানি ও থাইল্যান্ডে শুরু হচ্ছে। গুগল পরীক্ষামূলক ভাবে এই প্ল্যান বাজারে নিয়ে আসছে। তবে আগামীতে আস্তে আস্তে বিশ্বের বাকি দেশগুলোতে শুরু হবে এই পরিষেবা। এছাড়াও ইউটিউব নিজেদের রেভিনিউ মডেলকে নতুন করে সাজাতে শুরু করেছে। ইউটিউবে যারা কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে কাজ করছেন তারা যা আয় করেন ভবিষ্যতে সেই আয়ের পরিমাণ বাড়াতে চাইছে ইউটিউব। সেজন্য কেবল বিজ্ঞাপন বাবদ অর্থ থেকে আয় নয় আরো বেশি করে পেইড সাবস্ক্রিপশনের পথেও হাঁটতে চাইছে প্ল্যাটফর্মটি।

নিজেই নিজের প্রতিলিপি তৈরি করলো এআই

প্রযুক্তি ডেস্ক : সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছেন, যেখানে দেখা গেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিজেই নিজের প্রতিলিপি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। চীনের ফুদান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একটি পরীক্ষায় দেখিয়েছেন যে, জনপ্রিয় দুটি বড় ভাষা মডেল তাদের নিজস্ব অনুরূপ সংস্করণ তৈরি করতে পেরেছে। এই গবেষণাটি ২০২৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ধৎঢরা-এ প্রকাশিত হয়েছে। এতে দেখা গেছে, মেটা ও আলিবাবার দুটি এআই মডেল স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের প্রতিলিপি তৈরি করেছে। পরীক্ষায় মেটার লামা৩১-৭০বি-ইনস্ট্রাক্ট মডেল ৫০% ক্ষেত্রে সফল হয়েছে, আর আলিবাবার কুয়েন২.৫-৭২বি-ইনস্ট্রাক্ট মডেল ৯০% ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। এই গবেষণাটি এখনো পিয়ার-রিভিউ করা হয়নি, তাই অন্য গবেষকদের দ্বারা একই ফলাফল পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব কি না, তা নিশ্চিত নয়। গবেষণায় দুটি বিষয় পরীক্ষা করা হয়েছিল–শাটডাউন এভয়ডেন্স এবং "চেইন অব রিপ্লিকেশন"। প্রথম পরীক্ষায় এআই মডেলকে এমনভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছিল যেন এটি বুঝতে পারে কখন এটি বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তার আগেই এটি নিজেকে অনুলিপি করতে পারে। দ্বিতীয় পরীক্ষায়, এআই মডেলকে নিজের প্রতিলিপি তৈরি করতে এবং সেই প্রতিলিপিকে একই কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়, যা একটি অনির্দিষ্ট চক্র তৈরি করে। গবেষণাটি বাস্তব পরিবেশ অনুকরণ করে করা হয়েছে, যেখানে সাধারণ জিপিইউ-এর সহায়তায় পরীক্ষাগুলো পরিচালিত হয়। এআই মডেলগুলোকে 'এজেন্ট স্ক্যাফোল্ডিং' সরবরাহ করা হয়েছিল, যেখানে বিভিন্ন সরঞ্জাম, নির্দেশাবলী এবং চিন্তন মডেল ছিল, যা এআই-কে অপারেটিং সিস্টেমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সাহায্য করেছিল। এই প্রক্রিয়ায়, এআই প্রথমে নিজের কর্মপদ্ধতি বুঝতে চেষ্টা করে, তারপর ধাপে ধাপে নিজেকে প্রতিলিপি করার পরিকল্পনা তৈরি করে এবং অবশেষে সেটি বাস্তবায়ন করে। গবেষকদের মতে, পরীক্ষার সময় এআই কিছু অপ্রত্যাশিত আচরণও দেখিয়েছে।

১০ বছরের সমস্যা ৪৮ ঘন্টায় সমাধান করলো গুগল এআই

প্রযুক্তি ডেস্ক : বিজ্ঞানীরা একটি সুপারবাগের রহস্য সমাধানে ১০ বছর ব্যয় করেছেন, কিন্তু গুগলের এআই মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় সেই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের গবেষকরা বলেছেন, গুগলের তৈরি একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক বিজ্ঞান টুল তাদের প্রায় এক দশক ধরে চলা গবেষণা এবং যাচাইকরণের কাজ মাত্র দুই দিনে সম্পন্ন করেছে। এই টুলটির নাম "কো-সায়েন্টিস্টচ, এবং এটি যে সমস্যাটি সমাধান করেছে তা হল: কেন কিছু সুপারবাগ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। প্রফেসর জোসে আর পেনাডেস বিবিসিকে বলেছেন, গুগলের টুলটি ঠিক সেই একই হাইপোথিসিসে পৌঁছেছে যেটি তার দল পেয়েছিল - সুপারবাগগুলি একটি লেজ তৈরি করতে পারে যা তাদের এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে যেতে সাহায্য করে। সহজ ভাষায়, এটিকে একটি মাস্টার কী হিসেবে ভাবা যেতে পারে, যা সুপারবাগকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে সাহায্য করে। পেনাডেস দাবি করেছেন যে তার দলের গবেষণা অনন্য ছিল এবং এর ফলাফল অনলাইনে কোথাও প্রকাশিত হয়নি, যা এআই খুঁজে পেতে পারে। আরও অবাক করার বিষয় হল, তিনি গুগলের সাথে যোগাযোগ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা তার কম্পিউটারে অ্যাক্সেস পেয়েছে কিনা। গুগল তাকে নিশ্চিত করেছে যে তারা তা পায়নি। এর চেয়েও বেশি চমকপ্রদ বিষয় হল, এআইটি চারটি অতিরিক্ত হাইপোথিসিস দিয়েছে। পেনাডেসের মতে, এই হাইপোথিসিসগুলিও যৌক্তিক। তার দল এই সমাধানগুলির মধ্যে একটি সম্পর্কে চিন্তাও করেনি, এবং এখন তারা এটি নিয়ে আরও গবেষণা করছে। কো-সায়েন্টিস্ট হল জেমিনি ২.০ ব্যবহার করে তৈরি একটি মাল্টি-এজেন্ট এআই সিস্টেম। গুগলের মতে, এটি একটি "ভার্চুয়াল সায়েন্টিফিক সহযোগী হিসেবে কাজ করে, যা নতুন হাইপোথিসিস এবং গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরি করতে সাহায্য করে এবং বায়োমেডিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে দ্রুততর করে। কো-সায়েন্টিস্টে আগ্রহী গবেষণা সংস্থাগুলি একটি ট্রাস্টেড টেস্টার প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারে। এআই কয়েক বছর ধরে বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে। সমালোচকরা সতর্ক করেছেন যে এটি চাকরির উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং পেনাডেসের মতো বিজ্ঞানীদের কাজ হারাতে পারে। প্রধান গবেষক বিবিসিকে বলেছেন যে তিনি এই ভয় বুঝতে পারেন, কিন্তু তার মতে, একটি অত্যন্ত শক্তিশালী টুল থাকার সুবিধা এর নেতিবাচক দিকগুলিকে ছাড়িয়ে যায়। পেনাডেস এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রতি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসী। তিনি বলেছেন, "এটি বিজ্ঞানকে বদলে দেবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।" তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি মনে করছেন তিনি কিছু অসাধারণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করছেন।

অ্যান্ড্রয়েড এর নতুন আপডেট নিয়ে অসন্তুষ্ট ব্যবহারকারীরা

প্রযুক্তি ডেস্ক : গুগল সম্প্রতি অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসের জন্য একটি নতুন সেবা চালু করেছে, যার নাম অহফৎড়রফ ঝুংঃবস ঝধভবঃুঈড়ৎব। এই সেবাটি অ্যান্ড্রয়েড ৯ এবং পরবর্তী সংস্করণগুলোর জন্য চালু করা হয়েছে। এই সিস্টেমটি ব্যবহারকারীদের ছবি স্ক্যান করে সম্ভাব্য সংবেদনশীল বিষয়বস্তু শনাক্ত করতে পারে। তবে, গুগল এই পরিষেবা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ না করায় অনেক ব্যবহারকারী অসন্তুষ্ট। গুগল ৫ অক্টোবর, ২০২৪-এ একটি সিকিউরিটি আপডেট প্রকাশ করে, যেখানে সাধারণ নিরাপত্তা সংশোধনের পাশাপাশি নতুন একটি সিস্টেম সার্ভিস, ঝধভবঃুঈড়ৎব, যুক্ত করা হয়। গুগল বলেছে, এটি একটি "প্রাইভেসি-সংরক্ষণকারী অন-ডিভাইস সুরক্ষা অবকাঠামো,"যা অ্যাপগুলোর জন্য নিরাপত্তা প্রদান করে। প্রথমে এটি ব্যবহারকারীদের জন্য খুব একটা স্পষ্ট ছিল না। পরে, গুগল মেসেজেস-এর নতুন নিরাপত্তা ফিচারের তালিকায় এর কার্যকারিতা সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশ করে। এই ফিচারটি "ঝবহংরঃরাব ঈড়হঃবহঃ ডধৎহরহমং"নামে পরিচিত, যা আপত্তিকর ছবি শনাক্ত করে ব্লার করে দিতে পারে এবং ব্যবহারকারীদের সতর্ক করে। এটিতে ছবি ফরোয়ার্ড বা পাঠানোর আগেও ব্যবহারকারীদের সচেতন করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গুগল জানিয়েছে, এই পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে অন-ডিভাইস চলে এবং কোনো ডেটা বাহ্যিক সার্ভারে পাঠায় না।